সাধু-চরিত

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র-প্রণীত।

'Often read the lives of the Saints."

—St. Philip Neri.

"They are strangers to the world,
but near and familiar friends of God."

—Thomas A Kempis

ভূমিকা।

যে সকল সাধুর সুন্দর জীবন অবলম্বন করিয়া সাধু-চরিত রচিত হইল, তাঁহাদিগের জীবনে সুনীতি, বৈরাগ্য, সৎসাহস ও ধর্ম্মপ্রচারে অদম্য উৎসাহ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, এই গ্রন্থের মধ্যভাগে ও শেষভাগে এমন কয়েকটী তপস্বীর বিষয় বিবৃত হইয়াছে, যাঁহাদিগের ব্রহ্ম-সাধন-প্রণালী অনেকাংশে ভারতবর্ষীয় তপস্বীদিগের ন্যায়। ভারত-বর্ষে যে অসংখ্য বৈরাগ্য-ব্রতধারী যোগ ভক্তি-পরায়ণ পুণ্য-চরিত্র সাধু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সেই সকল স্বদেশীয় সাধুর চরিত্র ভক্তির সহিত অনুশীলন করা যে আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাতে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, আমি সেই স্বদেশীয় সাধুদিগের জীবন অবলম্বন না করিয়া সাধু চরিত প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি কেন? স্বদেশীয় সাধুগণের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ ও ভক্তি, বিদেশীয় সাধুগণের প্রতি অনুরাগ-ভক্তি তদপেক্ষা ন্যূন বলিতে হৃদয় কুণ্ঠিত হয়। প্রাণের ভিতর যেখানে স্বদেশীয় ঋষি, তপস্বী ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের অভ্যর্থনা করা কর্ত্তব্য, বিদেশীয় ঋষি, তপস্বী ও সাধু মহাজনদিগকেও সেই স্থলে অভ্যর্থনা না করিয়া থাকা যায় না। সাধু তপস্বিগণ যে দেশবাসীই হউন না, সকলেই আমাদিগের ধর্ম্মজীবনের পরম বন্ধু ও উপকারী; সকলেই পৃথিবীর অপরিসীম কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত কেবল দেশ বিশেষ বা জাতিবিশেষের মঙ্গল সাধন করে নাই; কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিয়াছে। স্বদেশীয় সাধুগণের জীবন-চরিত আলোচনা করিবার যে কাহারও কাহারও প্রবৃত্তি আছে, তাহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। বিদেশীয় সাধু চরিত অধ্যয়ন করিলে, আমাদিগের কোন প্রকার ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দারাও অশেষ কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যেমন বৈরাগী তপস্বীদিগের জন্ম হইয়াছিল, সেরূপ

বৈরাগী তপস্বী যে অন্য দেশেও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় সাধুদিগের জীবনে যেরূপ দয়া, সুনীতি লক্ষিত হয়, অন্য দেশীয় সাধু-জীবনেও যে তদ্রূপ লক্ষিত হইয়া থাকে, এই সাধু চরিত পাঠ করিলে, লোকের তাহা বিলক্ষণ ধারণা হইবে। সকলেই জানিতে পারিবেন, সর্ব্বদেশীয় প্রকৃত ধর্ম্মার্থিগণ ভারতবর্ষীয় তপস্বিগণের ন্যায় ধ্যান, ধারণা ও বৈরাগ্য-ব্রত-পালন প্রভৃতি সাধন অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মপাদপদ্মে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। যে সকল সাধুর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগের জীবন্ত ব্রহ্ম বিশ্বাস, সৎসাহস, নিস্বার্থ পরহিতৈষণা ও গভীর তপস্যার বিষয় পাঠ করিয়া কাহারও হৃদয়ে যদি ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

১০, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
অগ্রহায়ণ, ১৮১৩ শক।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

উৎসর্গ।

যিনি

সকল সাধুর মধ্যে আপনাকে বিলীন

করিয়াছিলেন, ও সকল সাধুকে আপনার মধ্যে

সাদরে

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,

যাঁহার নিকট হইতে আমরা সকল সাধুকে

ভক্তি করিতে শিখিয়াছি,

তাঁহার

পবিত্র নামে

সাধু-চরিত

উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচীপত্র।

WORKS CONSULTED.

1. The Lives of the Saints—By The Rev: Alban Butler.
2. The Lives of the Primitive Fathers—By William Cave, D. D.
3. Biography of the Early Church—By The Rev: Robert Wilson Evans, M. A.
4. Biographical Notices of the Apostles, Evangelists and other Saints—By Richard Mant, D. D., M. R. I. A.
5. Little Lives of the Great Saints—By John O' Kane Murray, M. A., M. D.
6. The Pupils of St. John the Divine—By C. M. Yonge.

সাধু-চরিত।

সাধু যোহন।

সাধু যোহন জুডিয়া দেশে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম যাকেরিয়া; মাতার নাম এলিজাবেথ। সাধু যোহনের মাতার সহিত মহর্ষি ঈশার জননীর আত্মীয়তা ছিল। যাকেরিয়া ও এলিজাবেথ উভয়েই বিবিধ সদ্গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদিগের জীবনে প্রগাঢ় ঈশ্বর-নিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণতা লক্ষিত হইত। যে পরিবারে প্রকৃত ধর্ম্ম বিরাজ করে, সে পরিবারে শান্তি ও সদ্ভাবের অভাব হয় না; যাকেরিয়ার পরিবার যে একটী সুখী পরিবার ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাকেরিয়া একজন ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তিনি এক দিকে নিজে ধর্ম্মের গৌরব অনুভব করিতেন, অপর দিকে অন্য লোকে যাহাতে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন, একদিকে নিজে ধর্ম্ম-জীবনের মধুময় ফল আস্বাদন করিতেন, অপর দিকে সাধারণে যাহাতে তাহা আস্বাদন করিতে পারে, তাহার প্রয়াস পাইতেন।

বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যাকেরিয়ার কোন সন্তান হয় নাই। যোহন-জননী এলিজাবেথকে বন্ধ্যা বলিয়াই অনেকের ধারণা ছিল। বৃদ্ধ বয়সে এই সাধু-দম্পতি পরমেশ্বর-কৃপায় পুত্ররত্ন লাভ করেন। মহর্ষি ঈশার জন্মের ছয় মাস পূর্ব্বে সাধু যোহনের জন্ম হয়। তৎকালে জুডিয়ার রাজ-সিংহাসনে আন্তিপাস-হেরোদ নামক এক দুর্দ্ধর্ষ নৃপতি সমাসীন ছিলেন। এই হেরোদ কর্ত্তৃকই উত্তরকালে সাধু-যোহনের প্রাণ-বিনাশ হয়, এই হেরোদই মহর্ষি ঈশাকে পিলাতের নিকটে প্রেরণ করেন। সাধু যোহন যে সময়ে ভূমিষ্ঠ হন, তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে যাকেরিয়ার বাক্‌শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। পুত্র-সন্তান লাভ করিয়া যাকেরিয়া যার-পর-নাই আনন্দ লাভ করেন, এবং তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত-বাক্‌শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হন।

শৈশব কালেই যোহনের প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ লক্ষিত হইয়াছিল। তরুণ বয়সেই তিনি বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া জুডিয়ার অরণ্য-প্রান্তরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সাধন তপস্যাতেই তথায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। সাধু যোহন সাংসারিক সকল প্রকার সুখ ও বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জুডিয়ার প্রান্তরে বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি কোন প্রকার মাদক বা সুখকর ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করিতেন না; সামান্য বন্যমধু ও অরণ্য-বিহারী পঙ্গপাল আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিতেন। উষ্ট্রলোম-নির্ম্মিত সামান্য কম্বলই তাঁহার দেহাবরণ ছিল। সাধারণতঃ লোকে যেরূপ বিলাসী ও সংসারাসক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে এরূপ

বৈরাগী তপস্বীর জীবন সকলের সম্মুখে থাকা আবশ্যক। এরূপ দৃষ্টান্ত মানবকে অনিত্য বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া নিত্য পারমার্থিক বিষয়ে আসক্ত হইতে শিক্ষা দেয়।

যীহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে এলিজা নামে এক বিখ্যাত সাধু ছিলেন। সাধু যোহনের আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে সাধু এলিজার আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতির সদৃশ ছিল। আহার-পরিচ্ছদ বিষয়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া এলিজা বৈরাগ্য-ব্রত পরিপালন করিতেন, সাধু যোহনও সেই প্রণালী অবলম্বন করিযাছিলেন। এইরূপ বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক নির্জ্জন-প্রান্তরবাসী হইয়া সাধু যোহন অবিরত ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনাতে কালাতিপাত করেন। কঠোর তপস্যা করিতে করিতে ক্রমে তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে উপনীত হইলেন। এই দীর্ঘকাল নির্জ্জনবাস ও তপস্যা দ্বারা তিনি অসাধারণ বিশ্বাস, নিষ্ঠা, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া সাধু যোহন যে অমৃতময় ফল লাভ করিলেন, তদনন্তর সাধারণকে তাহারই অধিকারী করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, ত্রিশ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ গ্রহণ করা যীহুদী জাতির মধ্যে নিতান্ত গর্হিত বলিয়া গণ্য হইত। বোধ হয়, সেই কারণেই তপস্বী যোহন ও মহর্ষি ঈশা উভয়েই ত্রিশ বৎসর বয়সে ধর্ম্ম-প্রচার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে সময়ে মহাত্মা যোহন ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করেন, তৎকালে যীহুদী জাতির মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের

বিলক্ষণ অভাব হইয়াছিল; নানাপ্রকার পাপ, সংক্রামক রোগের ন্যায় দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। সাধু যোহন তন্নিবন্ধন সকলকেই নিজ নিজ পাপের জন্য অনুতাপ করিবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণরূপে পাপ বোধ করিয়া অনুতপ্ত না হইলে কাহারও ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হয় না, এই সত্য তিনি সতত উপদেশ দ্বারা সাধারণের হৃদয়ে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করিয়া দিতেন। প্রান্তরবাসী তপস্বী যোহন অনুতাপের উপদেশ দিয়া সকলকে স্বর্গরাজ্যের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তিনি নিজে সকল প্রকার পাপকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; এবং সকল প্রকার পাপের প্রতি যাহাতে সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে সুতীব্র ঘৃণার উদয় হয়, তাহার প্রয়াস পাইতেন। সুপ্রসিদ্ধ ফিরুসি ও সাডিয়ুসি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগের অসার কপট ধর্ম্মজীবন যাহাতে পরিবর্ত্তিত হয়, সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে যাহাতে দয়া, উদারতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার উৎপত্তি হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ছিল। তিনি কর-সংগ্রাহকদিগকে প্রজাপীড়ন হইতে নিবৃত্ত করিতেন; সৈন্যদিগকে কঠোরতা ও নৃশংসতা পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেন। সকল শ্রেণীর মধ্যে যাহাতে যথার্থ সাধুতা উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য তিনি নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতেন।

সাধু যোহনের বৈরাগ্য, স্বার্থত্যাগ, বিনয়, সরলতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সাহস ও অসাধারণ উৎসাহ-অধ্যবসায় দর্শন করিয়া চারিদিকের লোক মোহিত হইয়া গেল; জেরুসেলাম, জুডিয়া ও

জর্ডানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের বিস্তর লোক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। ফুল ফুটিলে যেমন মধুলোভে চারিদিক হইতে মধুকর সকল, ফুলের নিকটে সমাগত হয়, তেমনই নানা প্রদেশ হইতে অসংখ্য লোক সাধু যোহনের উপদেশ প্রার্থী হইয়া, জুডিয়ার প্রান্তরে সমবেত হইতে লাগিল। যীহুদীদিগের মধ্যে জলাভিষেক দ্বারা ধর্ম্মদীক্ষা প্রদানের বিধি ছিল। সাধু যোহন সকলকে প্রথমে পাপের জন্য যথার্থ অনুতপ্ত দেখিয়া, তদনন্তর জলাভিষেক পূর্ব্বক দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। পাপের নিবৃত্তি না হইলে দীক্ষা যে নিরর্থক, এবং প্রকৃত অনুতাপ বিনা যে পাপের নিবৃত্তি হয় না, ইহা তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে ইস্রায়েল-বংশীয় কত লোকের জীবন যে সাধু যোহন কর্ত্তৃক ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। মহর্ষি ঈশাও, গালিলি হইতে জুডিয়া গমন পূর্ব্বক সাধু যোহনের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তপস্বী যোহন, মহর্ষি ঈশার উচ্চতর ধর্ম্মজীবন ও প্রগাঢ় ব্রহ্মনিষ্ঠার বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি ঈশাকে দীক্ষার্থী দেখিয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে ধর্ম্মদীক্ষা প্রদানের যোগ্য নহি, অধিকন্তু আপনার নিকটে আমারই ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করা সঙ্গত"; কিন্তু মহর্ষি ঈশার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে তিনি অগত্যা তাঁহাকে জলাভিষেক পূর্ব্বক ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষি ঈশার অনুবর্ত্তী প্রেরিত সাধু জেম্‌স, জন ও আন্দ্রু প্রভৃতি এই তপস্বী যোহনের নিকটেই প্রথমে ধর্ম্মলাভ করেন। এই তপস্বীর প্রতি ঈশাও বিলক্ষণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

মহর্ষি ঈশার প্রতি তপস্বী যোহনের বিলক্ষণ অনুরাগ ও অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল। সাধু না হইলে সাধুর সাধুতাকে যথোচিত সম্মান করিতে পারা সহজ নহে। তপস্বী যোহন অসাধারণ সাধু ছিলেন বলিয়াই মহর্ষি ঈশার অলোক-সামান্য সাধুতার প্রতি বিলক্ষণ সম্মান প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহর্ষি ঈশা ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করিবার পরে যোহনের অনেক শিষ্য তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন; তদ্দর্শনে সাধু যোহনের কোন কোন শিষ্য তাঁহার নিকটে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সাধু শিষ্যদিগকে স্পষ্টভাবে বলিয়া দেন, "মহর্ষি ঈশা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলে লোকের ধর্ম্মভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; অতএব এ ব্যাপার কিছুতেই অতৃপ্তিকর হইতে পারে না"।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পাপের প্রতি সাধু যোহনের তীব্র ঘৃণা ছিল। ধনী বা লোকমান্য ব্যক্তিরা তাঁহার নিকটে সমাগত হইলে, তিনি তাহাদিগেরও পাপ দেখাইয়া দিতে নিরস্ত হইতেন না। অনেকে লোকমান্য ব্যক্তিদিগের ত্রুটী প্রদর্শন করিতে সঙ্কুচিত হন; তপস্বী যোহন সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। জুডিয়াধিপতি হেরোদ নীচ প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় ভ্রাতার জীবদ্দশায় ভ্রাতৃজায়া হেরোদিয়াসের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তপস্বী যোহন সাহসের সহিত রাজাকে এই ঘৃণিত আচরণের জন্য ভর্ৎসনা করেন। তন্নিবন্ধন রাজা তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। তপস্বীর অসাধারণ সাধুতা দর্শন করিয়া দুর্দ্ধর্ষ হেরোদ রাজাও তাঁহাকে

বিলক্ষণ ভক্তি করিতেন। রাজা এই সাধুর উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক অনেক বিষয় সম্পন্ন করিতেন। সাধু যোহন নৃপতির গর্হিত চরিত্র হেতু ভৎ র্সনা করিলেও, রাজা সহজে তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই; কিন্তু সাধুর প্রতি নীচাশয়া হেরোদিয়াসের যে বিষম ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল, হেরোদিয়াস্ সেই ক্রোধ চরিতার্থ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তপস্বী যোহনের প্রাণ-বিনাশের জন্য সেই কলঙ্কিনী নারী নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। এই পাপিয়সীর প্ররোচনায় রাজা হেরোদ ও অবশেষে সাধুর অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্বী যোহনের প্রতি অপর সাধারণের যে অপরিসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল, রাজা তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। প্রজাপুঞ্জের ভক্তি-ভাজন তপস্বী যোহনদেবকে একেবারে বিনষ্ট করিবার বাসনা হইলেও রাজা কেবল লোকভয়ে প্রথমে সে বাসনা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হন নাই। মহিষীর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত হেরোদ, যোহনদেবকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; কিন্তু তাহাতেও, পাপিয়সীর সম্যক তৃপ্তি হইল না। অবশেষে একদা হেরোদ রাজার জন্ম-দিবস উপলক্ষে রাজ-প্রাসাদ উৎসবময় হইল; রাজভবনে রাজসভায় প্রজাপুঞ্জের সমাগম হইল। মহিষীর অনুমতি অনুসারে রাজকন্যা সভাস্থলে নৃত্য করিয়া সকলের, বিশেষতঃ রাজার চিত্তরঞ্জন করিল। রাজা পরমাহ্লাদিত হইয়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার নৃত্য সন্দর্শনে অসীম সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করিয়াছি; শপথ করিয়া বলি-

তেছি, তুমি আমার নিকটে যে বস্তু প্রার্থনা করিবে, আমি তোমাকে তাহাই অর্পণ করিব।” পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যা স্বীয় জননীর পূর্ব্বপ্রদত্ত পরামর্শানুযায়ী কহিল, “পিতা, আপনি যখন শপথ করিয়া আমার অভিলষিত বস্তু প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই আমার বাঞ্ছিত দ্রব্য প্রার্থনা করিব। আমি অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করি না, যোহনের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে আনিয়া দিন”। এই ভয়ানক যাচ্ঞা শ্রবণ করিয়া নৃপতির মুখ-মণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে যোহনের শিরচ্ছেদ করিবার জন্য রাজাজ্ঞা ঘোষিত হইল। কারাগারে তপস্বী মহাসাধু যোহনদেব খড়্গাঘাতে প্রাণ-হীন হইলেন। তাঁহার মস্তক রাজকন্যার নিকটে নীত হইল। সাধু-আত্মা ব্রহ্মধামে শান্তি-নিকেতনে প্রবেশ করিলেন।

তদীয় শিষ্যগণ তাঁহার দেহ লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। সাধু-চরিত-লেখক বট্‌লার বলেন, ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সিরিয়া দেশে এমিসা নগরীতে তপস্বী যোহনের অস্থিময় মস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন, ৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা তদ্দেশীয় উপাসনা-মন্দিরে সমাদরে রক্ষিত হইয়াছিল; তদনন্তর উহা কনষ্টাণ্টিনোপল্ নগরে নীত হয়। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা কনষ্টাণ্টিনোপল্ অধিকার করিয়া তপস্বীর মস্তক তথা হইতে ফ্রান্সে লইয়া গিয়াছেন, এবং অদ্যাবধি উহা তথায় সযত্নে সুরক্ষিত হইতেছে।

সাধু যোহনের প্রাণনাশ হইলে পর, তদীয় শিষ্যগণ মহর্ষি

ঈশার নিকটে গিয়া আপনাদিগের উপদেষ্টা আচার্য্যের নিধন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। তদনন্তর মহর্ষি ঈশা জন-সাধারণকে সম্বোধন করিয়া মহাত্মা সাধু যোহনের মহত্ত্ব বিষয়ে কত কথাই বলিলেন। তিনি বলিলেন, যোহন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধু ধরাতলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। যে সময়ে সাধু যোহনের প্রাণ বিয়োগ হয়, সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম সার্দ্ধ বত্রিশ বৎসর। ২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। খৃষ্টাব্দ নামে যে অব্দ এক্ষণে প্রচলিত আছে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহার গণনা প্রবর্ত্তিত হয়। মহর্ষি ঈশার জন্ম-দিবস হইতে এই অব্দের গণনা আরম্ভ করা হয় বটে, কিন্তু ভ্রম বশতঃ ৪ বৎসব ন্যূন করিয়া ধরা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ৩২ খৃষ্টাব্দে তপস্বী যোহনেব পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছিল।

——00——

সাধু পিতর।

মহর্ষি ঈশা যীহুদী জাতির মধ্যে যখন ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দলে দলে অনেক গুলি লোক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। সেই সকল অনুবর্ত্তী সাধকগণের মধ্য হইতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহর্ষি ঈশা দ্বাদশজনকে ধর্ম্মপ্রচারক রূপে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছিলেন। যাঁহাদিগের জীবন ধর্ম্ম-

প্রচারার্থ ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত বলিয়া তিনি অনুভব করিলেন, তাঁহারাই প্রেরিত প্রচারক রূপে আহূত ও মনোনীত হইয়াছিলেন। এই সকল প্রচারকের মধ্যে সাধু পিতরকে অনেকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বিবেচনা করেন।

সাধু পিতর গালিল প্রদেশস্থ বেথসৈদা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম,—জোনা। জোনা ধীবরের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সাধু পিতর বয়সে ঈশা-জননী মেরী অপেক্ষা তিন বৎসর ও মহর্ষি ঈশা অপেক্ষা সপ্তদশ বৎসর বড় ছিলেন। জোনার দুইটি পুত্র,—সাধু আন্দ্রু ও সাধু পিতর। উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কেপারনেয়ম-নগর-নিবাসিনী এক কামিনীর সহিত সাধু পিতরের বিবাহ হয়। পিতরের সহধর্ম্মিণীর জননী কেপারনেয়মে বাস করিতেন। পরিণয়ের পরেই সাধু পিতর স্বীয় সহোদর আন্দ্রু সমভিব্যাহারে বেথসৈদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেপারনেয়মে গমন করিয়া বাস করিতে থাকেন।

আন্দ্রু ও পিতর,—উভয়েরই তরুণ বয়সে বিলক্ষণ ধর্ম্মানুরাগ জন্মে। তপস্বী যোহনের অপূর্ব্ব ধর্ম্মজীবন ও উপদেশ-প্রভাবে যে সকল লোকের প্রাণে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা হয়, সাধু আন্দ্রু তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। সাধু পিতরের উপরে যোহনের ধর্ম্মপ্রভাব সঞ্চারিত হয় নাই, এরূপ মনে করা যায় না। সাধু যোহনের নিকটে সাধু আন্দ্রু ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করিয়া, তরুণ বয়সেই সাধন ভজন ও বিবিধ ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। সাধু পিতরও সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হন। এই ধর্ম্মপরায়ণ ভ্রাতৃযুগল ধীবরের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আন্দ্রু, তপস্বী যোহনের নিকটেই প্রথমে মহর্ষি ঈশার পরিচয় লাভ করেন; যোহনের নিকট হইতেই ঈশার মহত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হন। পিতরের বয়ঃক্রম যখন চল্লিশ বৎসর, সেই সময়ে আন্দ্রু, পিতরকে মহর্ষি ঈশা-সকাশে উপনীত করেন; সেই সময়েই মহর্ষি ঈশা, পিতরকে আশীর্ব্বাদ করতঃ শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লন। জোনা পিতরের নাম "সাইমন" রাখিয়াছিলেন; মহর্ষি ঈশা সাইমনকে সাদরে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "তুমি জোনার পুত্র সাইমন; কিন্তু অদ্য হইতে তুমি পিতর নামে আখ্যাত হইবে"। সেই সময় হইতে সাইমনের নাম পিতর হইয়াছে। পিতর শব্দের অর্থ,—শৈল বা অচল।

মহর্ষি ঈশার শিষ্য হইয়াই যে পিতর সাংসারিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ নহে; তিনি কেপারনেয়মে পূর্ব্ববৎ ধীবর-ব্যবসায়েই নিযুক্ত ছিলেন। যখন মহর্ষি ঈশা জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, পিতর আগ্রহ সহকারে তথায় গমন পূর্ব্বক তদীয় অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম-পিপাসা চরিতার্থ করিতেন। তৎকালে কেপারনেয়ম একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল। এই নগরের অতি নিকটে মহর্ষি ঈশার সুপ্রসিদ্ধ "পার্ব্বত্য উপদেশ" (Sermon on the Mount) অভিব্যক্ত হইয়াছিল। মহর্ষি ঈশা যখনই কেপারনেয়মে গমন করিতেন, আন্দ্রু ও পিতরের আলয়ের

তিনি অবস্থিতি করিতেন। আন্দ্রু ও পিতর একদা মহর্ষি ঈশার সমভিব্যাহারে কানা ও জেরুসেলাম নগরে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঈশার স্বর্গীয় প্রভাব তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকতর সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

যে বৎসরে আন্দ্রু ও পিতর, মহর্ষি ঈশা সমভিব্যাহারে প্রচার-যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহারই পর-বৎসরে তাঁহারা মৎস্যধারী না হইয়া মনুষ্যধারী ধর্ম্মপ্রচারক হইবার জন্য আহুত হন। কথিত আছে, আন্দ্রুই সর্ব্বপ্রথমে প্রেরিত-প্রচারক-দলভুক্ত হইয়াছিলেন। আন্দ্রু ও পিতর, বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে পরিচালিত হইয়া, ধীবর-ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেরিত-প্রচারক-পরিবারের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেন; কি উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে, সে চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন; দেহ ও প্রাণ সকলই ব্রহ্মচরণে উৎসর্গ করিয়া দিলেন; তাঁহারা সকল প্রকার সুখস্পৃহা পরিহার করিয়া বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিলেন। সাধু পিতর সস্ত্রীক, মহর্ষি ঈশার অনুগামী হইয়াছিলেন। পিতর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়েই বৈরাগী বৈরাগিনী হইয়া বিধাতার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। উভয়ের মধ্যে যে ঐহিক সম্বন্ধ ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া গেল, তাঁহারা পরস্পর আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন। পিতরের হৃদয়ে এক দিকে যেমন অকৃত্রিম সরলতা ছিল, অপর দিকে তেমনই কর্ত্তব্যসাধনে তাঁহার অদম্য উৎসাহ লক্ষিত হইত।

যে সময়ে সাধু আন্দ্রু ও সাধু পিতর প্রচার-ব্রত অবলম্বন

করেন, সেই সময়েই সাধু জেম্‌স ও সাধু জন উক্ত ব্রত গ্রহণ করেন। মহর্ষি ঈশা, পিতরকে যেমন "অচল" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, সাধু জেম্‌স ও সাধু জনকে তিনি তেমনই "বজ্রবাণী" আখ্যা প্রদান করেন। পিতর, জেম্‌স ও জন, অপরাপর প্রচারক অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহর্ষি ঈশার প্রতি সাধু পিতরের প্রগাঢ় অনুরাগ ও সোদ্যমা ভক্তি ছিল।

যে দিন মহর্ষি ঈশা ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি শিষ্যগণের সহিত একত্র ভোজন করেন; এবং সাধু-চরিত্রই যে আত্মার অন্ন পান, তাহা শিষ্য-দিগকে বুঝাইয়া দেন। খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে সাধু-চরিত্র আত্মস্থ করিবার সাধন করিতে হয়, তদ্বিষয় ঐ রাত্রিতেই মহর্ষি ঈশা, শিষ্যগণকে শিক্ষা প্রদান করেন। ঐ রাত্রিতেই তিনি শিষ্যগণের পদ-প্রক্ষালন দ্বারা স্বকীয় বিনম্র-সেবক-প্রকৃতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। মহর্ষি ঈশা যখন শিষ্যগণের পদ-প্রক্ষালন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন পিতর নিতান্ত বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি গুরু হইয়া আমার পদ-প্রক্ষালন করিয়া দিবেন, ইহা কথনই হইতে পারে না"। মহর্ষি ঈশা কহিলেন, "আমাকে তোমার পদ-প্রক্ষালন করিতে না দিলে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ থাকিবে কিরূপে?" এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া অনুরাগী সাধু পিতর কহিলেন, "পদ-প্রক্ষালন করিতে না দিলে যদি সম্বন্ধ কাটিয়া যায়, তবে আমি অবশ্যই পদ-প্রক্ষালন করিতে

দিব ; কেবল চরণ ধৌত করিয়া দিলে চলিবে না ; গুরুদেব। আপনাকে আমার মস্তক ও হস্ত পর্য্যন্ত ধৌত করিয়া দিতে হইবে"।

মহর্ষি ঈশা, শত্রুগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, যখন প্রধান যীহুদী-যাজকের নিকটে নীত হন, তখন সাইমন পিতর নিতান্ত ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শত্রু-পক্ষীয় একজন তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি না ঈশার সঙ্গীদিগের মধ্যে এক-জন ?" তিনি ভয় বশতঃ উত্তর করিলেন,—"না"। এইরূপে আরও কতকগুলি ব্যক্তি পিতরকে দুইবার পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন,—"না,—আমি ঈশাকে জানি না"। উপর্য্যুপরি তিনবার ঈশার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অস্বীকার করায় পিতর যার-পর-নাই অনুতপ্ত হইলেন। অনু-তাপে তাঁহার চক্ষু ভেদ করিয়া অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল ; তিনি ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন। সাধু পিতর যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিনের মধ্যেও এই অনুতাপ-যাতনা তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই ঘটনা তাঁহার জীবনের সুখ অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল, মনের দুঃখে ভালরূপে আহার বিহার করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না ; সামান্য শাক মূল ভোজন করিয়াই তিনি জীবন-ধারণ করিতেন। সাধু পিতর নিজের এই দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া, পাপীর দুর্ব্বলতায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

যদিও সাধু পিতরের জীবনে এই ঘটনা কলঙ্ক-চিহ্নস্বরূপ, কিন্তু তাঁহার জীবন বহুল সদ্‌গুণের আধার ছিল। উত্তর-কালে

তিনি যে গভীর বিশ্বাস, অমিত উৎসাহ ও অদ্ভুত স্বার্থ-ত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই অসাধারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পিতরের মহত্ত্ব অনুভব করিয়াই মহর্ষি ঈশা আপনার অনুবর্ত্তিগণের আধ্যাত্মিক মঙ্গল-সাধনের ভার অনেক পরিমাণে তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া যান। মহর্ষি ঈশার স্বর্গারোহণের পরে তদীয় শিষ্যগণের হৃদয় শোকে নিতান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহারা সকল নর-নারী মিলিয়া কাতরভাবে পরমেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করিতেছিলেন। অবশেষে স্বর্গীয় পবিত্র আশীর্ব্বাদ তাঁহা-দিগের উপর অবতীর্ণ হইল; তাঁহারা পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক অনু-প্রাণিত হইয়া উঠিলেন। মহর্ষি ঈশার প্রতি যাহাতে লোক-দিগের ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হইয়া ভক্তির উদ্রেক হয়, তদীয় ধর্ম্মের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহাতে তৎসাধনে তাহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ জন্মে, তাহারই জন্য যত্ন করিতে হইবে,—এই কর্ত্তব্য তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। সে সময়ে যীহুদী জাতির একটী উৎসব চলিতেছিল; নানাজাতীয় বহুবিধ লোকের সমাবেশ দেখিয়া ঈশার শিষ্যগণ সেই বহুজন-মণ্ডলী-মধ্যে ঈশার মহত্ত্ব ও তদীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ব্যক্ত করিতে গমন করিলেন। সাধু পিতর স্বর্গীয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া বক্তৃতা করিলেন; সমুদয় লোকে সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন; সেই এক তেজস্বী ভাবপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তদ্দিবসেই তিন সহস্র ব্যক্তি ঈশার ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।

তদনন্তর তিনি আপনার গুরুর পদ-চিহ্নের অনুসরণ পূর্ব্বক উৎসাহ সহকারে ধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে ঈশার অনুবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে গভীর প্রেম ও স্বার্থ-ত্যাগের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। অসংখ্য লোকে আপনাদিগের সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া এক ভাণ্ডারে অর্পণ করিতে লাগিলেন; একের মঙ্গলে অপরের মঙ্গল, একের দুঃখে অপরের দুঃখ অনুভব হইতে লাগিল। এনানিয়স নামক এক ব্যক্তির বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুরাগ বড় দৃঢ় ছিল না। এনানিয়স, ঈশার অনুবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করতঃ আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিল বটে, কিন্তু বিক্রয়-লব্ধ সমস্ত অর্থ, সাধারণ-ভাণ্ডারে উপস্থিত করিতে পারিল না। কতক গোপন করিয়া কতক সাধারণ-ভাণ্ডারে উপস্থিত করিল। ধর্ম্মভাবের ঈদৃশ শিথিলতা ও কপটতাচরণ জানিতে পারিয়া সাধু পিতর নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া এনানিয়সকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "দেখ, এরূপ কপটতাচরণের কি প্রয়োজন ছিল? কেহ তোমাকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলীতে অর্পণ করিতে অনুরোধ করে নাই; অতএব বিক্রয় করিয়া অর্থ প্রদান করিতেই বা কেন আসিলে? কেনই বা গোপনে কিয়দংশ রক্ষা করিলে?" পিতরের উপদেশ ও ভর্ৎসনা শ্রবণ করিয়া এনানিয়স এরূপ কাতর ও ব্যথিত-হৃদয় হইয়া পড়িল, যে সেই দুঃখেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। তদনন্তর এনানিয়স-পত্নী সাফিরা উপস্থিত হইল; তাহাকে সাধু পিতর জিজ্ঞাসা করিলেন,

"সত্যই কি, যে অর্থ তোমরা মণ্ডলীর সাধারণ-ভাণ্ডারে আনয়ন করিয়াছ, উহাতেই তোমাদের সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে?" সাফিরা কহিল, "হাঁ"। তখন সাধু পিতর তাহাকেও মিথ্যা বাদ ও কপটতাচরণের জন্য ভর্ৎসনা করিলেন। কথিত আছে, সাফিরাও বিষম অন্তর্বেদনায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মণ্ডলীর বৈরাগ্য ও বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সাধু পিতরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

মহর্ষি ঈশার স্বর্গারোহণের পরে পাচ-বৎসর কাল সাধু পিতর জুডিয়ায় বাস করিয়া চারিদিকে ধর্ম্ম-প্রচার করেন। তদনন্তর যখন প্রাচীন দলের লোকেরা মহর্ষি ঈশার শিষ্য দিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল, তখন তিনি চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহে ভ্রমণ করিয়া বিশ্বাসী সাধকদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই রূপে পাচ বৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি সিজারিয়া নগরে সুবিখ্যাত কর্ণি লিয়সকে ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিবার জন্য গমন করেন। য়ীহুদী ভিন্ন অপরজাতীয় লোক এই প্রথমে মহর্ষি ঈশার ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। এই কর্ণিলিয়স একজন সেনাপতি ছিলেন, উত্তর-কালে তিনি ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া সে ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিজারিয়ার প্রথম ধর্ম্মযাজকের পদ লাভ করিয়াছিলেন।

প্যালেষ্টাইনে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া মহাত্মা পিতর ৩৩ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার রাজধানী আণ্টিয়োক নগরে গমন করেন। এই নগর তৎকালে বিলক্ষণ বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। রোম-

সাম্রাজ্যের মধ্যে রোম ও আলেক্‌জেন্দ্রিয়া ব্যতীত আর কোন নগরই ঈদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল না। সাধু পিতর আণ্টিয়োক নগরে গমন পূর্ব্বক তথায় সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্ম-সমাজ স্থাপন করেন। সাত-বৎসর-কাল তিনি আণ্টিয়োকে অবস্থান পূর্ব্বক কত লোকের মনকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

মহর্ষি ঈশার অনুবর্ত্তী ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের মধ্যে কে কোন্ জাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন, যখন এই বিষয় নির্দ্ধারিত হয়, তৎকালে মহাত্মা পিতর রোম-নগর স্বকীয় কার্য্য-ক্ষেত্র রূপে মনোনীত করেন। তিনি সাত-বৎসর-কাল অমিত উদ্যম উৎসাহ সহকারে আণ্টিয়োক নগরে কার্য্য করিয়া ৪০ খৃষ্টাব্দে রোম-নগরে গমন করিলেন। এই নগর তৎকালে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য-দুর্গ স্বরূপ ছিল। রাজা ক্লডিয়স সে সময়ে রোমের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। সাধু পিতর রোম নগরে উপস্থিত হইয়া, অসাধারণ উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে সকলের নিকটেই ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। রোম-সাম্রাজ্যের রাজ-সভার পুডেন্স্ নামক এক প্রধান সভ্য তদীয় অমৃতময় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি-ঈশা-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই ঘটনার পরেই পুডেন্স্, সাধু পিতরকে সামান্য ভাবে অবস্থিতি করিতে না দিয়া, ভিমিনাল-পর্ব্বতোপরি স্বকীয় সুরম্য হর্ম্ম্যে লইয়া গেলেন।

রোম নগরে অবস্থিতি করিয়া কিছুকাল ধর্ম্মপ্রচার করিবার পরে সাধু পিতর এসিয়া-খণ্ডে প্রত্যাগমন করেন।

সে সময়ে জেরুসেলাম নগরের ধর্ম্মমণ্ডলীব প্রতি অপরাপর লোকেরা বহু প্রকার অত্যাচার কবিতেছিল। সাধু পিতর আসিয়া মহর্ষি ঈশার অনুবর্ত্তী ধর্ম্মসাধকদিগের মৃতকল্প হৃদয়ে উদ্যম ও সাহস উদ্দীপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নৃপতি হোরোদ-আগ্রিপাব আদেশানুসারে ৪৪ খৃষ্টাব্দে সাধু পিতর কারারুদ্ধ হইলেন। তাঁহাব মুক্তির কোন উপায় ছিল না; এক ব্যক্তি স্বর্গীয় দেবদূতেব ন্যায় কাবামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলমুক্ত কবেন। তথা হইতে সাধু পিতর পুনবায় আপনার কার্য্যক্ষেত্র বোম নগবে গমন পূর্ব্বক, ধর্ম্ম-প্রচাবে নিযুক্ত হন। সেখানেও তাঁহাকে অচিবকাল-মধ্যে বিপজ্জালে জড়িত হইযা পড়িতে হইল। বোম-সম্রাট্ ক্লডিযস তাঁহাকে বোম হইতে নির্ব্বাসিত কবিযা দেন। ৫১ খৃষ্টাব্দে জেরুসেলাম নগরে মহর্ষি ঈশাব অনুবর্ত্তিগণেব যে মহাসভা হইযাছিল, সাধু পিতব তাহাতে উপস্থিত থাকিযা বিচার্য্য বিষযের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বিধাতাব নিকট হইতে রোম-নগবে কার্য্য করিবার জন্য তিনি আদেশ পাইযাছিলেন, সুতরাং অধিক কাল সে স্থান হইতে দূরে থাকিতে পাবিলেন না; তিনি রোম নগরে গমন কবিলেন। তথায সাইমন-নামক এক ব্যক্তি তাঁহাব অতিশয় বিপক্ষতাচরণ কবিয়াছিল। রোম-নগবে সাইমনের বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। এমন কি তাহার জীবদ্দশায় কেহ কেহ তাহাকে দেবতাবোধে পূজা করিত। জগদ্বিখ্যাত নৃশংস রোম-সম্রাট্ নীরোর সহিত এই সাইমনের প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মে। লোকে বিশ্বাস করিত, সাইমন দৈবশক্তি-প্রভাবে

বিবিধ অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ। সাধু পিতর সাইমনের ক্রিয়া-কলাপের অলীকতা প্রদর্শন করেন।

ক্রমে রোম-নগরবাসিগণ দলে দলে সাধু পিতরের নিকটে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জন-সাধারণে সেই বিশ্বাসী ধর্ম্মাত্মাদিগকে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। এই নবধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা দলে দলে ধৃত হইয়া নৃশংস নীরোর নিকটে বন্য পশুর ন্যায় নিহত হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা সাধকেরা এই মহাবিপদ দর্শন করিয়া সাধু পিতরকে কোন স্থানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করিবার পরামর্শ প্রদান করিলেন। শিষ্যদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয় বশতঃ তিনি কিছুকালের জন্য নির্জ্জনে বাস করিবার অভিলাষী হইয়া রজনীযোগে রোম নগর পরিত্যাগ করিতেছিলেন,এমন সময়ে মহর্ষি ঈশার প্রাণত্যাগের অদ্ভুত চিত্র তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, রোম নগরে অবস্থান করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার জন্য তিনি ব্রহ্মের আদেশ লাভ করিলেন। রোম নগর পরিত্যাগের বাসনা তাঁহার অন্তর হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অচিরকালমধ্যেই সাধু পিতর ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। সাধু পল‌ও, তাঁহার সঙ্গে ধৃত হইয়া কারাবাসী হন। আট মাস কাল তাঁহাদিগকে কারাগারে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। কারাগারে অবস্থান-কালেও তাঁহারা উভয়ে ব্রহ্ম পূজায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মজীবন দর্শন ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক প্রোসেসস্ ও মার্ত্তিনিয়েনস্ নামক দুই জন কারা-রক্ষক বিমুগ্ধ হইয়া নবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এই দুই ব্যক্তি

উত্তরকালে বিলক্ষণ সাধু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই রূপে সাধু পিতর ও সাধু পল সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, জীবনে মরণে পরমেশ্বরের অভিপ্রায় সাধন করিয়া ধন্য হন। অবশেষে একই দিনে তাঁহারা উভয়ে বধ্য-ভূমিতে নীত হইলেন। প্রহারে সাধু পিতরের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল; তিনি বিশ্বাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৯ এ জুন রোম-নগরে সম্রাটের আদেশানুসারে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া সাধু পিতরকে হত্যা করা হইল। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রীকেও ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল। ক্রুশে বিদ্ধ হইবার সময় সাধু পিতর, ঘাতকদিগকে কেবল এই অনুরোধ করিয়াছিলেন, "আমার গুরু মহর্ষি ঈশাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিবার সময়ে ঘাতকেরা তাঁহার দেহকে যে ভাবে ক্রুশোপরি রাখিয়াছিল, আমি হীন,—আমার দেহ তদবস্থায় স্থাপিত হইবে কিরূপে? আমার চরণদ্বয় ঊর্দ্ধভাগে ও মস্তক নিম্নভাগে স্থাপন পূর্ব্বক ক্রুশ বিদ্ধ করিয়া, তোমরা আমাকে হত্যা কর"। ঘাতকেরা তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিল। সাধু পিতর এইরূপে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া পৃথিবীর ভবিষ্যদ্বংশের জীবন লাভের হেতু হইয়া রহিলেন। তদীয় দেহ এক্ষণে রোমের পোপ নিবাসে সমাধিস্থ রহিয়াছে; তদীয় নাম এক্ষণে অসংখ্য লোকের হৃদয়-পটে সুচিত্রিত হইয়াছে।

—00—

সাধু পল।

সুবিখ্যাত সাধু পল, এসিয়া-মাইনরের অন্তঃপাতী টার্স'স নগরে যীহুদী-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় পিতা মাতা তাঁহার নাম "সল" রাখিয়াছিলেন। টার্স'স-নগর রোম-সাম্রাজ্যের অধীন এক উৎকৃষ্ট বাণিজ্য-স্থান ছিল; তত্রত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইত। সাধু পলের পিতা টার্স'স-নগরে অবস্থান করিয়া ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি পুত্রকেও ব্যবসায়-বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যীহুদীজাতির ব্যবসায়ানুরাগ চিরদিনই প্রবল; উক্ত জাতির প্রত্যেকেই তৎকালে আপন আপন সন্তানবর্গকে কোন না কোন ব্যবসায় শিক্ষা দিতেন। সাধু পল স্বীয় পিতার অভিপ্রায়ানুসারে তাম্বু নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিলেন। টার্স'স নগরের তাম্বু অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল; পল বাল্যকালেই অতি উৎকৃষ্ট তাম্বু নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সকল তাম্বু বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। সাধু পলের পিতা স্বীয় সন্তানের শৈশবাবস্থাতেই তদীয় অসাধারণ ধী-শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন; সেই জন্য তিনি শিশু পলকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিতেও শিথিল-যত্ন হন নাই। সাধু-পল প্রথমে কয়েক বৎসর টার্স'স নগরেই শিক্ষালাভ করেন; সেই সময়ের মধ্যে তিনি যীহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তদনন্তর ত্রয়োদশ-বৎসর-বয়ঃক্রম-

কালে তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের আকাঙ্খায় জেরুসেলাম নগরে গমন করিয়া তত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক গ্যামেলিয়েলের শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হন। মহাত্মা গ্যামেলিয়েল বিবিধ শাস্ত্র-বিশারদ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; দর্শন শাস্ত্রে ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তদীয় শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে নিয়মিতরূপে গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিতেন; সময়ে সময়ে তাঁহারা লাটিন ভাষারও শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। অল্পকাল মধ্যেই গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় সাধু পলের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল; তিনি গ্রীক ভাষায় আরিষ্টটল্, প্লেটো প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতগণের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছিলেন। গ্যামেলিয়েল শিষ্যদিগকে কেবল ভাষা শিক্ষা দিয়া নিরস্ত হইতেন না; তর্কশাস্ত্র ও যীহুদীজাতির রীতি-নীতি-বিষয়ক শিক্ষাও প্রদান করিতেন। সাধু পল স্বকীয় স্বাভাবিক প্রতিভা-বলে তর্কশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। শিক্ষা-গুরু গ্যামেলিয়েল, পলের মেধা ও প্রতিভা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন; অবশেষে তদীয় পাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিলেন। কালক্রমে সাধু পলের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

যে সময়ে যীহুদী জাতির ধর্ম্মভাব মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিল, তৎকালে ফিরুসি ও সাডিযুসি-সম্প্রদায় ভুক্ত লোকদিগের ধর্ম্মাড়ম্বরপ্রিয়তা বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইত। তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মসাধন ছিল না; কিন্তু অসার

ক্রিয়া-কলাপ বিলক্ষণ ছিল। মহর্ষি ঈশা উল্লিখিত ফিরুসি ও সাডিয়ুসিদিগকে অসার ক্রিয়া-কলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত ধর্ম্মসাধনে মনোনিবেশ করিবার উপদেশ প্রদান করিতেন; তাহাতেই উহারা তাঁহার ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া উঠে। তিনি উঁহাদিগের বিপক্ষতায় ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন; অবশেষে যখন তদীয় শিষ্যমণ্ডলী আপনাদিগের মধ্যে পবিত্রাত্মার আবির্ভাব অনুভব করতঃ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন, দলে দলে লোকেরা ঈশা-প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল, তখন ফিরুসিগণের বিদ্বেষানল অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; তাহারা বিবিধপ্রকারে ঈশা-শিষ্যগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। যীহুদীরা নবধর্ম্মাবলম্বি-গণের অনিষ্টসাধন করিবার সুযোগ পাইলে কখনই সে সুযোগ পরিত্যাগ করিত না। একদা সাধু ষ্টিফেনের উপর তাহা-দিগের ক্রোধ-দৃষ্টি পতিত হইল। সাধু ষ্টিফেন নবধর্ম্ম-মণ্ডলীর এক প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। যে সময়ে এই মহাত্মার উপর নির্যাতন আরম্ভ হয়, তৎকালে পল অত্যাচারকারীদিগের দলভুক্ত হইয়াছেন। সাধু পল জীবনের প্রথমাবস্থায় ফিরুসি-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি যে ঈশা-শিষ্যগণের বিপক্ষতাচরণে নিযুক্ত হইবেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। যীহুদীগণ ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হওয়া সাধু ষ্টিফেনের উপর মিথ্যা দোষারোপ পূর্ব্বক তত্রত্য বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিল; বিপক্ষগণের অসদুপায়ে সাধু, ঈশ্বর-নিন্দুক বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। সে দেশে উক্ত সময়ে ঈশ্বর-

নিন্দুককে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করিবার বিধি ছিল। সাধু, বধ-স্থানে নীত হইলেন। পল, মহাত্মা ষ্টিফেনের বিপক্ষগণের মধ্যে এক প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিচার-সভায় ষ্টিফেনের প্রাণদণ্ডাদেশ শ্রবণ করিবার জন্য ব্যগ্রচিত্তে দণ্ডায়মান ছিলেন, বধস্থানে উপস্থিত হইয়া হত্যাকারিগণের সাহায্য করিয়াছিলেন। যে সময়ে চারিদিক হইতে লোকেরা মহাত্মা ষ্টিফেনের উপর শিলা-খণ্ড সমূহ নিক্ষেপ করিতেছিল, তৎকালে তিনি হত্যা-কারিগণের উত্তরীয়-বস্ত্ররাশি গ্রহণ পূর্ব্বক এক পার্শ্বে বসিয়া সেই নৃশংস ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। ষ্টিফেন দারুণ যাতনা পাইয়াও স্থির ভাবে শত্রুগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া প্রকৃত বিশ্বাসীর ন্যায় মানবলীলা সংবরণ করিলেন। ঈশা-শিষ্যগণের মধ্যে এই মহাত্মাই সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মের জন্য শত্রু-হস্তে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে পলের উপদ্রব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি এরূপ কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল, যে নিরীহ নবধর্ম্মাবলম্বিগণের উপর ঘোরতর উৎপীড়ন করিতে তিনি অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না; অবলাগণের প্রতিও তাঁহার অত্যাচারের সীমা ছিল না। ঈশানুবর্ত্তিগণকে নিপীড়ন করিয়া পৃথিবী হইতে নবধর্ম্ম উৎসন্ন করাই তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়াছিল। প্রাচীনমতাবলম্বিগণের এইরূপ উৎপীড়ন নিতান্ত অসহ্য বোধ করিয়া, নবধর্ম্ম-মণ্ডলীর কতক-গুলি ব্যক্তি জেরুসেলাম হইতে ডামাস্কস্ নগরে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পলের শ্রুতি-পথারূঢ় হইবা মাত্র

তিনি ডামাস্কস্-নগরে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য ঈশা-শিষ্যগণের উপর নির্য্যাতন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পল, জেরুসেলামস্থ যীহুদি-ধর্ম্মযাজক থিয়োফিলাঁসের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ঈশানুবর্ত্তী নূতন-মতাবলম্বী যে সকল লোক ডামাস্কস্ নগরে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে জেরুসেলামের কারাগারে আনয়ন পূর্ব্বক শাসন করা কর্ত্তব্য বোধে আমি তথায় যাইতে উদ্যত হইয়াছি; যাহাতে তত্রত্য যীহুদীগণ উহাদিগকে ধৃত ও শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করে, সেই ভাবে আপনি যীহুদীমণ্ডলীকে একখানি পত্র লিখিয়া দিলে ভাল হয়"। এই প্রস্তাবানুসারে থিয়োফিলাস্, পলের হস্তে এক পত্র লিখিয়া দিলেন; পল সেই পত্র লইয়া ডামাস্কস্ যাত্রা করিলেন।

জেরুসেলাম হইতে ডামাস্কস্ যাইবার সময়ে পলের হৃদয় ঘোর-দুরভিসন্ধিপূর্ণ ছিল; কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার জীবনে এক মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। তিনি যখন ডামাস্কসের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময়ে সহসা এক স্বর্গীয় আলোক তাঁহার নয়ন-পথে উপস্থিত হইল। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির প্রখর তেজ, পল ও তাঁহার সঙ্গিগণ অসহ্য বোধ করিতে লাগিলেন। সাধু পলের হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িল; তিনি আর চক্ষুরুন্মীলন করিতে পারিলেন না। পল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। তিনি বোধ করিলেন, সেই জ্যোতির মধ্য হইতে যেন মহর্ষি ঈশা তাঁহাকে বলিতেছেন, "সল! সল! কেন তুমি আমাকে উৎপীড়ন করিতেছ?" এই ঘটনায় পল

নবজীবন লাভ করিলেন ; এই আলোক তাঁহাকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিল ; এই বাণী তাঁহাকে সাধু-পীড়ন হইতে নিবৃত্ত করিয়া নির্ম্মল ধর্ম্ম-পথে আকর্ষণ করিল। ঈশা-শিষ্যগণের ন্যায় ধর্ম্মসাধন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। তিনি নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক দৈবাভিপ্রায় অনুসারে ভূপৃষ্ঠ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নগরাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ এই অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনায় নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। সাধু পল নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জুডাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি নিরশনে অবস্থান পূর্ব্বক প্রার্থনা ও আত্মচিন্তায় তিন দিবস অতি-বাহিত করিলেন ; তদনন্তর এনানিয়স নামক এক সাধু পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মহাত্মা এনানিয়সের উপদেশ-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে তিনি আপনার মধ্যে পবিত্রাত্মার আবির্ভাব অনুভব করিলেন। পল দিব্য-চক্ষু প্রাপ্ত হইলেন ; এনানিয়স কর্ত্তৃক তদীয় দীক্ষাভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। তিনি মহর্ষি-ঈশা-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, নূতন ভাব ও নূতন উৎসাহ লাভ করিলেন। শুষ্ক ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তে সরস ধর্ম্মভাব তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল ; ধর্ম্মবিতণ্ডার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মসাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি প্রধাবিত হইল। এই ঘটনার পরে সাধু পল কয়েক দিন ডামাস্কস্ নগরে অবস্থান করেন ; তৎকালে তত্রত্য উপাসনা-মন্দিরে তিনি বিলক্ষণ উৎসাহ সহকারে নবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ঈশা-শিষ্যগণের প্রবল শত্রু পলকে নবধর্ম্ম-

প্রচারে প্রবৃত্ত দেখিয়া সকলেই যার-পর-নাই বিস্ময় বোধ করিল। অবশেষে গভীর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মলাভের বাসনা সাধু পলের হৃদয়ে জাগ্রত হইল; তিনি আরবের অন্তর্গত এক নির্জ্জন আরণ্য প্রদেশে গমন পূর্ব্বক একাকী ব্রহ্ম-সাধনে নিযুক্ত হইলেন।

কিছুকাল নির্জ্জন-তপস্যায় অতিবাহিত করিয়া ধর্ম্মাত্মা পল ডামাস্কস্ নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই পণ্ডিত ও বাগ্মী ছিলেন; এক্ষণে সাধু-জীবন ও তপোবল লাভ করিয়া অদ্ভুত শক্তি সহকারে ডামাস্কসের উপাসনা-মন্দিরে নবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। পলের পরিবর্ত্তনে যীহুদী-সম্প্রদায়েব ভয়ানক ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল; ক্রমে ক্রমে তাঁহার উপর যীহুদীদিগের ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিল। যীহুদীগণ তাঁহার প্রাণ-বিনাশের নানাপ্রকার চক্রান্ত করিতে লাগিল; ডামাস্কসের শাসনকর্ত্তার নিকটে সাধু পলের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল; শাসনকর্ত্তাও শত্রুগণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সাধু পল যাহাতে নগর হইতে পলায়ন করিতে না পারেন, তজ্জন্য চক্রান্ত-কারিগণ নগর-দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহারা পলকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাধু পলকে তদীয় শিষ্যগণ রজনী-যোগে নগর-প্রাচীর হইতে নগরের বহির্ভাগে নামাইয়া দিলেন। ধর্ম্মাত্মা পল ডামাস্কস্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাপদে জেরুসেলাম যাত্রা করিলেন। জেরুসেলামে উপস্থিত হইয়া

তিনি প্রধানাচার্য্য মহাত্মা পিতরের সহিত ধর্ম্মালাপে পরম-সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সাধু পল নিজে বলিয়াছেন, "আমি মহাত্মা পিতরকে দেখিবার জন্যই জেরু-সেলাম যাত্রা করিয়াছিলাম"। পলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি পঞ্চদশ দিবস মাত্র জেরুসেলামে অবস্থান করিয়াছিলেন; উক্ত-কালমধ্যে তথায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে ক্ষান্ত ছিলেন না। সাধু পল এরূপ পাণ্ডিত্যসহকারে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, যে যীহুদীগণ তাহার প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার প্রাণবিনাশে কৃত-সংকল্প হইয়া উঠে। তদীয় বন্ধুগণ যীহুদী-দিগের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া, তাঁহাকে লইয়া সিজারিয়া নগরীতে প্রস্থান করেন; তথা হইতে তাঁহারা সাধু পলকে সমুদ্রপথে তদীয় জন্মভূমি টার্স স নগরে পাঠাইয়া দেন। সাধু পল তথায় তিন বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল অবস্থান পূর্ব্বক সিলিসিয়া ও সিরিয়া প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে নবধর্ম্ম প্রচার করিয়া বিলক্ষণ ফল লাভ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত স্থান সমূহের বহুলোক তদীয় শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রকৃত সাধুজীবনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

সাধু ষ্টিফেনের বিনাশের পরে, মহর্ষি ঈশার যে সকল শিষ্য জেরুসেলাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আণ্টিয়োক নগরে পলায়ন করেন, তাঁহারা তথায় অসংখ্য লোকের হৃদয়ে নবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপন করিয়াছিলেন। সাধু বার্ণাবাস, ৪৩ খৃষ্টাব্দে আণ্টিয়োক নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় ভালরূপে প্রচার কার্য্য সম্পাদিত হইলে, বিস্তর

সুফল ফলিবে। সাধু পলের ন্যায় এক জন উৎসাহী সুবক্তা প্রচারকের সাহায্য পাইলে যে তিনি উক্ত স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, তাঁহাও বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। সাধু বার্ণাবাস এইরূপ অনুভব করিয়া টার্সস হইতে সাধু পলকে আণ্টিয়োক নগরে লইয়া যান। তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া বৎসর-কাল তথায় অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে ধর্ম্ম-প্রচার করেন। এই সময়েই আণ্টিয়োক নগরে ঈশা-শিষ্যগণ সর্ব্বপ্রথম "খৃষ্টান" নামে অভিহিত হইলেন। ৪৪ খৃষ্টাব্দে জেরুসেলামে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল; তত্রত্য নরনারীগণ অন্নাভাবে হাহাকার করিতে লাগিল; তৎকালে জেরুসেলামবাসী ঈশা-শিষ্যগণকে যে বিষম ক্লেশে পতিত হইতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। আণ্টিয়োকবাসী সাধকগণ সেই ভয়ানক দুঃখের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যথাসাধ্য অর্থ ও খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। সাধু বার্ণাবাস ও সাধু পল তৎ-সমুদায় লইয়া সেই দুঃখ-প্রপীড়িত ধর্ম্মাত্মাবর্গের সাহায্যার্থে জেরুসেলাম নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কিছুকাল তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক তত্রত্য দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট বন্ধুগণের সেবা করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত পরিশ্রম সহকারে সেবা-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া অবশেষে সাধু বার্ণাবাস ও সাধু পল আণ্টিয়োক নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে সাধু পলের ধর্ম্মসাধনপথে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিঘ্ন যে কি, তাহা ইতিহাস

পাঠ করিয়া স্পষ্টরূপে নির্ণয় করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, শারীরিক পীড়াতেই সাধনের ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। অপর কেহ কেহ বলেন, নানা প্রকার প্রলোভনেই তাঁহার সাধন-বিঘ্ন উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। যাহা-হউক, ধর্ম্মাত্মা পল ধর্ম্মসাধনে অধিকতর যত্নবান হইয়া অচিরেই সেই বিঘ্ন বিদূরিত করিতে সমর্থ হন। তিনি স্বকীয় হীনতা চিন্তা করিয়া পরমেশ্বরের চরণেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন; ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধির জন্য নানাপ্রকার বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; একান্তচিত্তে পরব্রহ্মের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরমেশ্বরের কৃপা লাভ করিয়া পল, বার্ণাবাস সমভিব্যাহারে দেশে বিদেশে নবধর্ম্ম প্রচারার্থ যাত্রা করিলেন। তৎকালে নানাস্থানে ঈশা-শিষ্যগণ প্রাচীন-মতাবলম্বীদিগের দ্বারা নিপীড়িত হইতেছিলেন। প্রেরিত প্রচারকগণ অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করিতেন না; সাধারণের দানেই তাঁহাদিগের আহারাদি নির্ব্বাহিত হইত, কিন্তু মহাত্মা পল ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া অবশিষ্ট যে সময় পাইতেন, সেই সময়ে তাম্বু প্রস্তুত করিতেন; সেই তাম্বু বিক্রয়ের দ্বারাই তদীয় আহার সংগ্রহ হইত। সাধু পল জীবিকা নির্ব্বাহার্থ ঈদৃশ উপায় অবলম্বন করিতেন বটে, কিন্তু সে দিকে তাঁহার অধিক যত্ন ছিল না; সাধারণের দানে যাঁহাদিগের দেহযাত্রা সম্পন্ন হইত, তাঁহা-দিগকে যেমন সময়ে সময়ে অন্নাভাবে ও বস্ত্রাভাবে ক্লেশ পাইতে হইত, সাধু পলও সেই প্রকার ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেন।

সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল ; ধর্ম্মই তাঁহার প্রাণ মন সমগ্রভাবে অধিকার করিয়াছিল। প্রচার-যাত্রায় বহির্গত হইয়া সাধু পল ও সাধু বার্ণাবাস, সিলিসিয়া বন্দরে উপস্থিত হন ; তথা হইতে তাঁহারা সমুদ্র-পথে সাইপ্রস দ্বীপে যাত্রা করেন। সাধু মার্ক এই প্রচার-যাত্রায় তাঁহাদিগের সঙ্গী হইয়াছিলেন। সাইপ্রস দ্বীপ, মহাত্মা বার্ণাবাসের জন্মভূমি। তথায় উপস্থিত হইয়া সাধু পল অসাধারণ দক্ষতা সহকারে নানাস্থানে প্রচার করিয়াছিলেন। সাইপ্রস দ্বীপে অসংখ্য লোক তদীয় বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া নবধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সার্জিয়স পলস নামক এক রোমীয় শাসনকর্ত্তা সাধু পলের অদ্ভুত ধর্ম্মজীবন দর্শনে ও অমৃতময় ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে বিমোহিত হইয়া তাঁহার নিকটে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করেন। এই উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তিকে দীক্ষিত করাতেই ইহাঁর নামানুসারে সল, "পল" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

নানাস্থানে প্রচার করিয়া সাধু পল ও সাধু বার্ণাবাস এসিয়া-মাইনরে উপস্থিত হন। এসিয়া-মাইনরের অন্তঃপাতী লিক্কোনিয়া প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসিবর্গ তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ দর্শনে ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে ঈদৃশ বিমুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা তাঁহাদিগকে দেবতা বোধে নৈবেদ্য লইয়া পূজা করিতে গিয়াছিল। সাধু পল তদ্দর্শনে তাহাদিগকে, "একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের পূজাই বৈধ ; অন্য কোন প্রাণীর পূজা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ"—এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন। তাহাতে তত্রত্য লোকেরা অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠে ; যাহারা

পূজা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই শিলাখণ্ড ছুড়িয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করে। সাধু পল ঈদৃশ আহত হইয়াছিলেন, যে লোকেরা তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া তাঁহার দেহ টানিয়া লইয়া নগরের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তদনন্তর তিনি শিষ্যগণের শুশ্রূষায় অচিরে আরোগ্য লাভ করিয়া বার্ণাবাস সমভিব্যাহারে সে স্থান পরিত্যাগ করেন।

৪৮ খৃষ্টাব্দে সাধু পল ও সাধু বার্ণাবাস দেশে দেশে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ আণ্টিয়োক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনবৎসর-কাল নানা স্থানে মহর্ষি-ঈশা-প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্মের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া ৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা পুনরায় আণ্টিয়োকে প্রত্যাগত হইলেন। এই সময়ে জেরুসেলাম নগরে ঈশা-শিষ্যগণের প্রথম সম্মিলনী সভার (The First General Council) অধিবেশন হয়; উক্ত সভায় সমুদয় প্রেরিত-প্রচারক ও নানাদেশীয় নব-ধর্ম্মাবলম্বী প্রধান ব্যক্তি সমবেত হন; সাধু পলও আণ্টিয়োক হইতে যাত্রা করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বার্ণাবাস ও মহাত্মা টাইটস্ তাঁহার সমভিব্যাহারে জেরুসে-লামে গমন করিয়াছিলেন। নানা স্থানে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া আণ্টিয়োকে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পরে, পলের হৃদয়ে জেরুসেলাম গমনের বিলক্ষণ ইচ্ছা হইয়াছিল; বিধাতা সে ইচ্ছা সফল করিলেন। যে উদ্দেশ্যে জেরুসেলাম নগরে ঈশা-শিষ্যগণের প্রথম মহাসভার অধিবেশন হয়, তাহা সিদ্ধ হইয়া গেল। সভা-স্থলে ধর্ম্মাত্মা পিতর সর্ব্বপ্রথমে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করেন; তদনন্তর সাধু পল ও সাধু বার্ণাবাস, বিজাতীয় নর-

নারীগণের মধ্যে কিরূপ ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসিয়াছেন, বিজাতীয়গণ নবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিরূপ সাধু-জীবনের অধিকারী হইয়াছেন,—তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যীহুদীজাতীয় যে সকল ব্যক্তি নবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কোন কোন আচার-ব্যবহার অপরজাতীয় নবধর্ম্মাবলম্বীরা গ্রহণ করেন নাই, সেই জন্যই যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহারই মীমাংসা করিবার জন্য উল্লিখিত মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল; মহাত্মা পিতর, পল, বার্ণাবাস ও জেম্‌স প্রভৃতির বক্তৃতায় সভাস্থ সকলেই বুঝিতে পারিলেন, আচার-ব্যবহারের পার্থক্য থাকিলেও সর্ব্বজাতীয় লোক সমভাবে ধর্ম্মজীবনের অধিকারী হইতে পারেন।

জেরুসেলাম হইতে সাধু পল ও সাধু বার্ণাবাস কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে আণ্টিয়োকে প্রত্যাগত হন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা উৎসাহ সহকারে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া সাধু পল দ্বিতীয়বার দূরবর্ত্তী দেশ সমূহে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। 'নানাস্থানে অগণ্য নর-নারী ঈশ্বর-বিস্মৃত হইয়া,—ধর্ম্মসাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া,—সংসারে জড়িত হইয়া কালক্ষেপ করিতেছে, তাহাদিগের উদ্ধার-সাধন করা আবশ্যক'—এই চিন্তা সাধু পলের প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল; সেই জন্যই তিনি আণ্টি-য়োক নগরে স্থির থাকিতে পারিলেন না। এবার সাধু বার্ণাবাস, সাধু পলের সঙ্গী হইলেন না। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সাধু পল ও সাধু বার্ণাবাস প্রথম-প্রচার-যাত্রা-কালে মার্ককে

সঙ্গে লইয়াছিলেন; কিন্তু মার্ক কিছুকাল তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া, পরিশেষে নিরুদ্যম হইয়া একাকী আণ্টিয়োকে প্রত্যাবৃত্ত হন। সেই কারণেই হউক, অথবা মার্কের সহিত পলের কোন প্রকার মতদ্বৈধ থাকাতেই হউক, সাধু পল, মার্ককে এবার সঙ্গে লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। সাধু বার্ণাবাস, মার্ককে সমভিব্যাহারে লইয়া সাইপ্রস দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন; সাধু পল, কিলাস নামক এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আণ্টিয়োক পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর সাধু পল সিরিয়া, সিলিসিয়া ও পিসিডিয়া প্রভৃতি বহু দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বহুলোককে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সিলিসিয়া প্রদেশের অন্তবর্ত্তী টার্স্‌স নগরই পলের জন্মস্থান। টার্স্‌স হইতে সাধু পল সিলিসিয়ার উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী টরস পর্ব্বত উত্তরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচারার্থ লিকোনিয়া প্রদেশে পদার্পণ করেন। এই স্থানেই পূর্ব্বে তাঁহাকে ভয়ানক নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। লিকোনিয়া-প্রদেশে যে সকল লোক সাধু পলের শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হন, সাধু টিমথি তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। সাধু পল লিকোনিয়া হইতে ফ্রিজিয়া ও গ্যালেশিয়া প্রদেশে গমন পূর্ব্বক নবধর্ম্মের তত্ত্ব সকল প্রচার করিতে থাকেন। কথিত আছে, গ্যালেশিয়া প্রদেশে লোকেরা তাঁহাকে "স্বর্গীয় দূত" বোধ করিয়াছিল। গ্যালেশিয়ায় অবস্থান-কালে সাধু পল পীড়াগ্রস্ত হন; তৎকালে তত্রত্য শিষ্যগণ এরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন যে, তিনি যত দিন বাঁচিয়াছিলেন,

ততদিনই তাঁহাদিগের প্রতি তজ্জন্য অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।

রোগমুক্ত হইয়া সাধু পল, গ্যালেশিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া ট্রোয়াস্ নগরে উপস্থিত হন। তথায় অবস্থিতি-কালে তিনি রজনীতে স্বপ্নযোগে দর্শন করিলেন, যেন মাসিডোনিয়া-নিবাসী এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আগ্রহ সহকারে বলিতেছে, "আপনি আমাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য মাসিডোনিয়ায় চলুন"। এই রূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া সাধু পল, মাসিডোনিয়া-রাজ্যে প্রচার-যাত্রা করাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া অনুভব করিলেন। তদনন্তর তিনি তথায় গমন করিবার জন্য সাধু লুক ও অপর কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে পোতারোহণ পূর্ব্বক ইয়োরোপে উপস্থিত হইলেন। সাধু পল মাসিডোনিয়ার অন্তঃপাতী ফিলিপি নগরীতে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই নগরী মহাবীর আলেকজণ্ডারের পিতা ফিলিপ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারই নামানুসারে ঐ স্থান "ফিলিপি" নামে আখ্যাত হইয়াছিল। যে সময়ে সাধু পল তথায় উপস্থিত হন, তৎকালে উহা রোমীয়দিগের এক উপনিবেশ-ক্ষেত্র ছিল। মহর্ষি-ঈশা-প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্ম ইয়োরোপ-খণ্ডে প্রথমে ফিলিপি নগরীতে প্রচারিত হয়; ফিলিপি নগরীতে সাধু পল, লিডিয়া নাম্নী এক বস্ত্র-ব্যবসায়িনী রমণীকে প্রথমে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সাধু পলের পরিশ্রম-প্রভাবে তথায় অচিরকাল-মধ্যেই এক ধর্ম্মসমাজ

প্রতিষ্ঠিত হইল। ফিলিপি নগরীতে এক ব্যক্তির এক ক্রীতদাসী ছিল। উক্ত দাসী অদৃষ্ট গণনার ভাণ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত; তাহার প্রভুই ঐ অর্থের অধিকারী হইত। সাধু পলের ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা ঐ নারীর হৃদয়ে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়; সে স্বকীয় অধর্ম্মকর ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মলাভে ব্যগ্র হইয়া উঠে। এই ঘটনায় উল্লিখিত নারীর প্রভুর হৃদয়ে ভয়ানক ক্রোধ-সঞ্চার হইল; সে আর ক্রীতদাসীর অধর্ম্ম-উপার্জ্জিত অর্থের অধিকারী হইতে পারিবে না, এই ভাবিয়া সাধু পলকে মহানর্থের মূল বিবেচনা করিতে লাগিল। সেই পাপাশয় ব্যক্তি দুষ্টবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সাধু পল ও সিলাসের বিরুদ্ধে এই বলিয়া তত্রত্য শাসনকর্ত্তার নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, তাঁহারা উভয়ে নগরের শান্তি-ভঙ্গ করিতেছেন, এবং রোমীয়দিগের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত সকল সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। বিচারপতি রোমীয় ছিলেন; তিনি ঈদৃশ অভিযোগ শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগকে অনাবৃত-শরীর করিয়া নিদারুণ বেত্রাঘাত করিবার জন্য কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। তাদৃশ প্রহারেও সাধু পলের ও সিলাসের অব্যাহতি হইল না; তাঁহারা কারাবদ্ধ হইলেন। কারাগারে তাঁহাদিগকে শৃঙ্খল বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে হইয়াছিল। অসীম যন্ত্রণা উপ-ভোগ করিয়াও সাধু পল ও সিলাস্ নিস্তেজ-হৃদয় হইয়া পড়েন নাই; রাত্রিকালে যখন চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইল, তাঁহারা অনুরাগে প্রমত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মনাম গান করিতে

লাগিলেন। তৎকালে দৈবঘটনায় অকস্মাৎ তথায় ভূমিকম্প উপস্থিত হইল। তাহাতে কারাগৃহ যার-পর-নাই কম্পিত হইতে থাকে; সেই প্রবল ভূ-কম্পন প্রভাবে কারা-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, এবং বন্দীদিগকে যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহা সহসা বন্ধন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এ সময়ে সাধু পল ও সিলাস ইচ্ছা করিলে পলায়ন করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা পলায়ন না করিয়া কারামধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন। কারা-প্রহরী অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া দেখিল, কারা-দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। বন্দিগণ অবশ্যই পলায়ন করিয়াছে ভাবিয়া, সে রাজ-ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। কারা-প্রহরী মনে করিল, "রাজা এ সংবাদ প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয়ই আমাকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন"। অবশেষে সে দারুণ ভয়ে আক্রান্ত হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না; তরবারি দ্বারা আপনি আপনার শিরচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইল। সাধু পল তদ্দর্শনে তাহার মনের ভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আপনার অনিষ্ট করিও না; আমরা কেহই পলায়ন করি নাই, উভয়েই কারামধ্যে অবস্থান করিতেছি"। বন্দীদিগের ঈদৃশ সাধুতা দর্শনে প্রহরীর চিত্ত তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইল; সে সাধু পলের চরণতলে পতিত হইয়া মনের অনুরাগ প্রকাশ করিল। সাধু পল নব-ধর্ম্মের মহত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন; অবশেষে সেই প্রহরী সপরিবারে তাঁহার নিকটে ধর্ম্ম-দীক্ষা গ্রহণ করিল। রজনী প্রভাত হইলে

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ বিচারপতির কর্ণগোচর হইল ; অধিকন্তু তিনি জানিতে পারিলেন, বন্দী রোমীয় প্রজা বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ; তৎকালে তাঁহার হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। রোমীয় প্রজার প্রতি বেত্রাঘাত প্রভৃতি দারুণ দণ্ড প্রদানের বিধি ছিল না বলিয়াই বিচারপতি যার-পর-নাই ভীত হইয়াছিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া স্বয়ং কারাগারে উপস্থিত হইয়া সাধু পলকে ও সিলাসকে মুক্তি প্রদান করিলেন। বিচারপতি তৎকালে সৌজন্যের পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাধু পল ও সিলাস কারামুক্ত হইয়া প্রথমে লিডিয়ার আলয়ে উপস্থিত হন। তদনন্তর সাধু পল বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ও তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিয়া সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সিলাস সমভিব্যাহারে ফিলিপি পরিত্যাগ করেন।

সাধু পল ধর্ম্ম-প্রচারেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ফিলিপি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি মাসিডোনিয়ার রাজধানী থিসালোনিকা নগরীতে উপস্থিত হন। সাধু পল তথায় কিছু-কাল অবস্থান পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করেন। তত্রত্য যীহুদী-বংশীয় কতিপয় ব্যক্তি ও অপর জাতীয় বহুসংখ্যক লোক তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারে ও মনোহর উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া নব-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। নব-ধর্ম্মাভিষিক্ত এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কয়েকজন অসাধারণ সাধুতা লাভ করিয়া বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। থিসালোনিকা নগরীতে সাধু পল, জেসন নামক এক ব্যক্তির আলয়ে

বাস করিতেন। যখন বহুসংখ্যক লোক প্রাচীন-মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু পলের শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইলেন, তখন যীহুদী-সাধারণের ঈর্ষ্যানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা তাঁহাকে ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে কতিপয় দস্যু নিযুক্ত করিয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা পলের শিষ্যগণ সেই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে ও সিলাসকে জেসনের আলয় হইতে স্থানান্তরিত করিয়া এক গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। যে সকল দস্যু সাধু পলকে ধৃত করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা নানাস্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করতঃ অবশেষে জেসনের আবাস-স্থান আক্রমণ করে; তথায় সাধু পলকে না পাইয়া জেসনকে ধরিয়া লইয়া বিচারপতিদিগের নিকটে উপস্থিত করে। জেসন যাহাতে ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া চলেন, তদ্রূপ উপদেশ দিয়া বিচারপতিরা তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পরে সাধু পল, সিলাস-সহ বিরিয়া নগরীতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রস্থান করেন। সে স্থানেও অসংখ্য যীহুদী নব-ধর্ম্মে অভিষিক্ত হওয়ায় লোকেরা তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠে। সাধু পল, সিলাস ও টিমথিকে তথায় রাখিয়া একাকী গ্রীস দেশে এথেন্স্ নগরে প্রচার-যাত্রা করেন। এথেন্সবাসী জ্ঞানী, অজ্ঞান,—সমুদয় শ্রেণীর লোকের নিকটেই তিনি, মহর্ষি ঈশার জীবন ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত নব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতেরা আগ্রহ সহকারে তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এথেন্সবাসী লোকদিগের মধ্যে কুসংস্কার বিলক্ষণ প্রবল ছিল। তাহারা নানা-

প্রকার দেব-দেবীর পূজা করিয়াও পরিতৃপ্ত ছিল না; যদি কোন দেবতার নাম তাহাদিগের অজ্ঞাত থাকে, পাছে সেই দেবতার পূজা না করাতে তাহারা নিরয়গামী হয়, এই ভয়ে এথেন্সবাসীরা "অজ্ঞাত দেবতার" পূজার্থও এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সাধু পল এথেন্সবাসীদিগকে বলিলেন,—"তোমরা যে অজ্ঞাত দেবতার পূজার্থ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছ, তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর; আমি তাহারই বিষয় তোমাদিগের নিকটে প্রচার করিতে আসিয়াছি" এথেন্স নগরেও তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারের সুফল উৎপন্ন হইল। সাধু পলের নিকটে ব্রহ্মতত্ত্ব ও মহর্ষি ঈশার অদ্ভুত জীবন-কাহিনী শ্রবণ করিয়া কতকগুলি লোক নব ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ডায়োনিসিয়স নামক তত্রত্য এক প্রধান বিচারপতি, সাধু পলের উল্লিখিত নবাভিষিক্ত শিষ্য-সমূহের মধ্যে অন্যতম। জেসুইট-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত থিরো বলেন, "প্রচারক চূড়ামণি সাধু পল কর্তৃক এথেন্স নগরে প্রথম নবধর্ম্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়"। সাধু পল পবিত্রাত্মার পরিচালনাক্রমে এথেন্স হইতে করিন্থ নগরে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করেন। করিন্থ নগরে তিনি আকুইলা নামক এক ব্যক্তির আলয়ে অবস্থিতি করিতেন। এই আকুইলা ও তদীয় পত্নী প্রিস্কিলা যীহুদী বংশীয় ছিলেন। ইহাঁদের জন্মভূমি পণ্টস প্রদেশ। ইহাঁরা রোমনগরে বাস করিতেন। সম্রাট ক্লডিয়স আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন,—"রোম নগরে যীহুদীরা বাস করিতে পাইবে না; সকল যীহুদীকে রোম নগর

ত্যাগ করিতে হইবে”। তন্নিবন্ধন রোমবাসী যীহুদীরা নানা-স্থানে গমন করিয়া বাস করে; অনেকে করিন্থে আসিয়া বসতি করিয়াছিল। আকুইলা ও প্রিস্কিলা, উল্লিখিত তাড়িত যীহুদী বর্গের অন্তর্ভূ্ত। আকুইলা তাম্বু নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিতেন, তদ্দ্বারাই ঐ যীহুদী দম্পতির গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হইত। মহাত্মা পলও তথায় অবস্থিতি-কালে রাত্রিতে তাম্বু প্রস্তুত করিতেন, সেই তাম্বু বিক্রয় দ্বারাই তদীয় সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। সাধু পল, আকুইলার আলয়ে অবস্থান পূর্ব্বক অষ্টাদশ মাস করিন্থনগরে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তত্রত্য বহুসংখ্যক লোক নবধর্ম্মে অভিষিক্ত হন। ক্রিস্পাস নামক প্রাচীনমতাবলম্বী এক ধর্ম্মযাজক সপরিবারে সাধু পলের নিকটে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় করিন্থবাসীরা ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মাত্মা পলের বিরুদ্ধে শাসনকর্ত্তার নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিল। পল প্রাচীন মতের বিরুদ্ধ মতসমূহ সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন, ইহাই তাহাদিগের অভিযোগের বিষয় ছিল। যে শাসনকর্ত্তার নিকটে এই অভিযোগ উপস্থিত হয়, তিনি অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাহার নাম নোভাটস্ গাল্লিয়ো; তিনি সুবিখ্যাত পণ্ডিত সেনেকার অগ্রজ সহোদর ছিলেন। গাল্লিয়ো সাধু পলকে নিরপরাধী বিবেচনা করিয়া অব্যাহতি প্রদান করিলেন। এইরূপে সাধু পল এক নগর হইতে নগরান্তরে গমন পূর্ব্বক নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াও ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন; সর্ব্বত্রই নবধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইতে লাগিল। করিন্থে অবস্থান-কালে

সাধু পল ৫২ খৃষ্টাব্দে থিসালোনিয়াবাসী নবধর্ম্মাভিষিক্ত লোকদিগকে বিবিধ-উপদেশ-পূর্ণ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান বহিয়াছে। উহাই মহাত্মা পলের প্রথম বচনা। কবিন্থ হইতে সাধু পল একটী ধর্ম্মোৎসবে যোগ দিবাব অভিপ্রায়ে আকুইলা ও প্রিস্কিলা সমভিব্যাহাবে জেরুসেলাম যাত্রা কবেন, পথিমধ্যে কেংখ্রিযা নগবীতে মস্তক মুণ্ডন কবিযা বৈবাগ্য-ব্রত গ্রহণ কবেন। তদনন্তব তিনি অর্ণবপোতাবোহণ পূর্ব্বক এফিসস নগবে উপস্থিত হন, তথায় কযেকদিন অবস্থান পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচাব কবিযাছিলেন। অবশেষে আব ও কযেকটী স্থান পবিদর্শন কবিযা জেরুসেলামে উপস্থিত হইলেন। তিনি কিছুকাল পবমানন্দে উক্তস্থানে যাপন কবিযা আণ্টিযোক নগবে উপনীত হন।

সাধু পল নিশ্চেষ্ট হইযা অবস্থান কবিবাব লোক ছিলেন না। আণ্টিয়োক হইতে তিনি অনতিবিলম্বেই এফিসস নগবে ধর্ম্মপ্রচাবার্থ গমন কবিলেন। তিন বৎসব কাল তথায় বাস কবিয়া, সাধু পল অসংখ্য লোককে ধর্ম্মপথে আকর্ষণ কবিযাছিলেন। এই সমযে তিনি এরূপ পবিশ্রম কবিতেন, যে তদ্বিরণ পাঠ কবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয। সাধারণ লোকে তাঁহার উপর নির্যাতন কবিতেও ক্রটি কবে নাই। এফিসসে তাঁহাকে নিত্যই প্রায় নূতন বিপদ আক্রমণ করিত, পবমেশ্বর-কৃপায় তিনি সকল প্রকাব বিপদ অতিক্রম কবিয়া স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধু পল প্রথমতঃ এফিসস নগরস্থ যীহুদী-মন্দিরে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন;

য়ীহুদীগণ তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করায় তিনি টাইরেনাস্-নামক এক ব্যক্তির বিদ্যামন্দির স্বীয় প্রচার-ক্ষেত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট করেন। এই রূপ ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা এফিসসবাসী বহুসংখ্যক লোকের জীবনে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়; তাহারা নানা-প্রকার প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের পূজা অবলম্বন করে। যে সকল লোক প্রতিমা নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, ইহাতে তাহাদিগের হৃদয়ে বিষম ক্রোধের সঞ্চার হইল। একদা দায়েনা দেবীর পূজা উপলক্ষে এথেন্স্ নগরে এক মহোৎসব হয়, উক্ত উৎসব-কালে তত্রত্য শিল্পকরগণ দায়েনা দেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজত-প্রতিমা বিক্রয় করিয়া বিস্তর অর্থ লাভ করিত। সাধু পলের শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া বহুলোক প্রতিমার প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন দেখিয়া ডেমিট্রিয়স নামক এক জন স্বর্ণকার, সম-ব্যবসায়ী-দিগকে একত্র আহ্বান করিয়া কহিল, "দেখ, এই পল যে কেবল আমাদিগের ব্যবসায়ের ক্ষতি করিতে বসিয়াছে, এরূপ নহে, অধিকন্তু এই ব্যক্তি আমাদিগের দায়েনা দেবীর মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পাইতেছে"। ডেমিট্রিয়সের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমবেত লোকদিগের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সকলেই ধর্ম্মাত্মা পলের অনিষ্ট সাধনের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। ৫৭ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা উপস্থিত হয়। এফিসস নগরের দায়েনা দেবীর পূজা-মন্দির ভূমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য্য সপ্ত বস্তুর অন্যতম। তত্রত্য লোকেরা মনে করিত, উক্ত ধর্ম্ম-মন্দির ও তাহার অভ্যন্তরস্থ প্রতিমা-

সমূহ, দেবতাগণ স্বর্গধামে প্রস্তুত করতঃ পৃথিবীতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এথিসস্‌বাসীরা দায়েনা দেবীর মন্দির-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, "দায়েনা দেবীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সাধু পলের. শত্রুগণ তাঁহাকে বন্য-পশুমুখে নিক্ষেপ করতঃ বধ করিবার অভিলাষী হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; তাঁহাকে ধৃত করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা, গাইয়স ও আরিষ্টার্কস্‌-নামক তদীয় মাসিডোনিয়াবাসী দুই জন শিষ্যকে ধৃত করিয়া বন্য-পশু-মুখে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়। শিষ্য-দ্বয়ের বিপদ-সংবাদ অবগত হইবা মাত্র সাধু পল বিপক্ষগণের সম্মুখীন হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন, তিনি বিপক্ষগণের নিকটে উপস্থিত হইলেও শিষ্য-দ্বয়কে রক্ষা করিতে পারিবেন না, অধিকন্তু নিজেই জীবন হারাইবেন, তখন অগত্যা সে সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক, পরমেশ্বর-কৃপায় গাইয়স ও আরিষ্টার্কস অক্ষত-শরীরে শত্রুগণের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জনৈক রাজপুরুষ বিবিধ উপায়ে উত্তেজিত জন-সাধারণকে শান্ত করিয়া উহাঁদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত ঘটনার অব্যবহিত পরে সাধু পল এফিসস হইতে মাসিডন যাত্রা করেন। তিনি যখন যে স্থানে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, তখন অপর স্থানের লোকদিগকে বিস্মৃত হইতেন না; পত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকদিগের

ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। ৫৫ খৃষ্টাব্দে করিন্থ হইতে গ্যালেশিয়া প্রদেশের শিষ্যদিগকে এইরূপ এক পত্র লিখিয়াছিলেন; ৫৬ খৃষ্টাব্দে এফিসস্ হইতে করিন্থ-বাসী শিষ্যদিগকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; মাসিডন হইতে ৫৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় করিন্থবাসী শিষ্যদিগের নিকটে আর এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। এইরূপে ফিলিপি ও এফিসসের নবধর্ম্মাভিষিক্ত লোকেরাও তদীয় উপদেশ-পূর্ণ পত্র লাভ করিয়াছিলেন। সাধু পল ৫৯ খৃষ্টাব্দে করিন্থ হইতে রোম-নিবাসী ঈশা-শিষ্যগণকেও একখানি ধর্ম্মোপদেশ-পত্র প্রেরণ করেন। ঐ সকল পত্র চিরপাঠ্য হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। সাধু পল মাসিডন হইতে গ্রীসদেশে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিন-মাস-কাল অবস্থিতি করিয়া তিনি জেরুসেলাম যাত্রা করেন; গমনকালে কতিপয় প্রধান নগরে ও কতকগুলি দ্বীপে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। নানা-স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি জেরুসেলামস্থ ধর্ম্ম-সমাজের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত অর্থ লইয়া সাধু পল জেরুসেলামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সংগৃহিত অর্থে জেরুসেলামের ধর্ম্মমণ্ডলীর বিস্তর উপকার হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সাধু পল একদা জেরুসেলামের যীহুদী-মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন; তৎকালে কতকগুলি যীহুদী তাঁহাকে তথায় দেখিয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। ঐ যীহুদীরা তাঁহাকে বিদেশে অবৈধ প্রচার করিতে শুনিয়াছিল। এক্ষণে সাধু পলকে তাহার

ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ! এখানে এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত রহিয়াছে, যে আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত সকল প্রচার করে; আর দেখ, এই ব্যক্তি বিজাতীয় এক জনকে সঙ্গে লইয়া আমাদিগের ধর্ম্ম-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে"। যদিও সাধু পল কোন বিজাতীয় লোক সমভিব্যাহারে উক্ত মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই, কিন্তু নগর মধ্যে তাহারা তাঁহাকে বিজাতীয় লোক সহ ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিল বলিয়াই তাদৃশ সিদ্ধান্ত কল্পনা করিয়া লয়। যাহা হউক ঐ যীহুদীদিগের বাক্যাবসান হইলে সকলেই সাধু পলের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা সাধু পলকে সবলে মন্দির হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। জনৈক রাজপুরুষ বাধা প্রদান না করিলে সেই ক্রোধোন্মত্ত যীহুদীবর্গ সাধু পলকে মন্দিরের বাহিরে হত্যা করিতেও ক্ষান্ত হইত না। উক্ত রাজপুরুষ, উত্তেজিত জন-সাধারণের ভয়ে সাধু পলকে একেবারে অব্যাহতি প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সাধু পলকে মিসরবাসী মনে করিয়া শৃঙ্খলবদ্ধ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। সাধু পল শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া কিছু বলিবার জন্য গ্রীক ভাষায় অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে গ্রীকভাষায় কথা কহিতে দেখিয়া রাজপুরুষ বুঝিতে পারিলেন, তিনি মিসরদেশীয় নহেন। সাধু পলের আবেদন গ্রাহ্য হইল। তিনি সেই অবস্থায় দৈব বলে বলীয়ান হইয়া স্বীয় জীবনের ব্রহ্মলীলা সুললিত ভাষায় বাগ্মীতা সহকারে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরের প্রসাদে কিরূপে তাঁহার নবজীবন

লাভ হইল, কিরূপে তিনি স্বজাতীয় বিজাতীয় বহুলোকের চিত্তকে ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন, তৎসমুদয় বর্ণনা করিলেন। বিপক্ষকুলের রোষানল তদ্দ্বারা নির্ব্বাপিত হওয়া দূরে থাকুক, বিজাতীয়দিগের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহারা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সকলে বলিতে লাগিল,—"এ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হউক,—এ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হউক"। যে রাজপুরুষের আজ্ঞা পাইয়া সাধু পল এই বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম লিসিযস। লিসিয়স ও সাধু পলের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি পলকে কারাগারে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করিবার জন্য সেনাপতির প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। সেনাপতি, সাধু পলকে কারাগারে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ধর্ম্মবীর পল, সেনাপতিকে কহিলেন, "বিনা বিচারে কোন রোমীয় লোককে কি প্রহার করিবার বিধি আছে" ? সেনাপতি তচ্ছ্রবণে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া লিসিয়সের নিকটে সেই কথা বিজ্ঞাপন করিলেন। সাধু পলকে বেত্রাঘাতের দারুণ যাতনা উপভোগ করিতে হইল না। সে রাত্রি তিনি কারাগারেই অতিবাহিত করিলেন। নিশীথ সময়ে ধর্ম্মাত্মা পল উপলব্ধি করিলেন, পরমেশ্বর বলিতেছেন, "পল! পল! তুমি জেরুসেলাম নগরে যেরূপ ব্রহ্মলীলা কীর্ত্তন করিলে, রোম নগরে গমন করিয়া তোমাকে তদ্রূপ ব্রহ্মলীলা কীর্ত্তন করিতে হইবে"। তদনন্তর নিশার অবসান হইল। প্রভাতে সাধু পলের বিচারার্থ যীহুদী ধর্ম্মযাজকবর্গ সমবেত হইলেন।

বিচার-সভায় কোন প্রকার মীমাংসা হইল না; অধিকন্তু ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। লিসিয়স, সাধু পলকে রোমীয়-সৈন্যপরিবেষ্টিত করিয়া সভাস্থল হইতে অন্যত্র লইয়া যান। ঐরূপে সৈন্য-পরিবেষ্টন পূর্ব্বক না লইয়া গেলে, বোধ হয় তদীয় বিপক্ষগণ তাঁহার জীবন হরণের চেষ্টা করিত। তদনন্তর সাধু পলের শত্রুগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য এক চক্রান্ত করিল; সাধু পলের ভাগিনেয় জেরুসেলামে অবস্থান করিতেন, তিনি মাতুলের আসন্ন বিপদ অবগত হইয়া তাঁহাকে উল্লিখিত ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রদান করেন। ক্রমে সেই সংবাদ লিসিয়সের কর্ণগোচর হইলে তিনি সাধু পলকে অতি সাবধানে তৎপ্রদেশের রোমীয় শাসনকর্ত্তা ফেলিক্সের নিকটে প্রেরণ করেন। ফেলিক্স্ তাঁহাকে দুই বৎসর কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফেলিক্সের তিন পত্নীর মধ্যে ড্রুসিল নাম্নি এক যীহুদী জাতিয়া রমণী ছিলেন; এমিসা-রাজ আজিজের সহিত উক্ত রমণীর বিবাহ হইয়াছিল। দুরাচার ফেলিক্স্ অসাধু কামনার বশবর্ত্তী হইয়া বিবিধ কৌশলে তাঁহাকে স্বীয় অবৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত রমণী বহুকাল হইতে অসাধারণ-প্রতিভাসম্পন্ন ধর্ম্মবীর পলের বিষয় শুনিয়া আসিতেছিলেন; সেই জন্য সাধু পলকে দেখিবার জন্য তাঁহার অভিলাষ হইল। তদীয় অভিলাষানুসারে ফেলিক্স্, সাধু পলকে এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে আহ্বান করিলেন। সাধু পল তথায় সমবেত হইলেন; ফেলিক্স্ ও তদীয় পত্নী সাধুর সম্মুখভাগে আসন গ্রহণ পূর্ব্বক

তদীয় ধর্ম্মমত শ্রবণাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। সাধু পল সেই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ নীচ-প্রকৃতি নরনারীর সম্মুখে সতেজে স্বকীয় নির্ম্মল ধর্ম্ম-মতসকল ব্যাখ্যা করিতে করিতে ব্যভিচার ও ইন্দ্রিয়াসক্তির সুতীব্র প্রতিবাদ করিলেন। সাধুর উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পাপাসক্ত নর-নারীর হৃদয়ে দুর্ব্বিষহ আত্মগ্লানির উদয় হইল। তাঁহারা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া পলকে কারামধ্যে গমন করিবার জন্য বিদায় প্রদান করিলেন। ৫০ খৃষ্টাব্দে ফেলিক্স্ রোম-সম্রাটের আদেশানুসারে তথা হইতে রোম নগরে গমন করেন। তদনন্তর ফেষ্টস নামক এক ব্যক্তি উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে অধিরূঢ় হন। সম্রাট ক্লডিয়স, হেরোদরাজার ভ্রাতুষ্পুত্র আগ্রিপাকে গালিলি ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় প্রদেশের রাজা রূপে বরণ করিয়াছিলেন। রাজা আগ্রিপা, স্বীয় ভগ্নী বেরেনিস সমভিব্যাহারে একদা ফেষ্টসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সাধু পল, কারাগারে অবস্থান করিতেছেন। রাজা আগ্রিপা, সাধুকে দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করায় ফেষ্টস তাঁহাকে রাজ-সদনে উপস্থিত করিলেন। তথায় আরও বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। রাজার অভিলাষানুসারে ধর্ম্মাত্মা পল স্বীয় ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিয়া সভাস্থলে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আগ্রিপার হৃদয় ঈদৃশ বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, যে নব-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সাধু পলের শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় বাসনার উদ্রেক হইয়াছিল।

অনেক চেষ্টায় রাজা আগ্রিপা সেই সাধু-অভিলাষ হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। কত সময়ে কত লোকের হৃদয়ে এইরূপ সাধুভাবের উদয় হয়, ও তাহারা অসাধু প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া হৃদয় হইতে সাধু-সংকল্প বিদূরিত করিয়া দেয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সাধু পল, সম্রাট-সদনে যাহাতে তাঁহার বিচার হয়, তাহারই আয়োজন করিয়া দিবার জন্য ফেষ্টসকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ফেষ্টস, তদনুসারে সাধু পলকে অর্ণবপথে রোম নগরে প্রেরণ করিলেন। সাধু লুক ও অপর কতিপয় শিষ্য ধর্ম্মাত্মা পলের সঙ্গী হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইল; নাবিকেরা পোত চালনে অসমর্থ হইয়া পোত রক্ষায় নিরাশ হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দশ দিবস পরেও সেই ভয়ঙ্কর ঝটিকার নিবৃত্তি হয় নাই; সেই কয় দিবস পোতারোহিগণ ভয়ে আকুল হইয়া আহার নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশেষে নাবিকেরা পোত-রক্ষার্থ তদুপরিস্থ সমস্ত দ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিল। অর্ণবযান ক্রমে ক্রমে এমন এক স্থলে উপস্থিত হইল, যে স্থান হইতে নাবিকেরা বুঝিতে পারিল, ভূমি দূরবর্ত্তী নহে। তখন তীর-প্রাপ্তির আশায় তাহারা বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তীরে উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পোত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া জলমগ্ন হইয়া পড়িল। ঈশ্বর-কৃপায় পোতস্থ কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ হয় নাই; কেহ বা সন্তরণ দ্বারা, কেহ বা অন্য উপায়ে তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সাধু পল ও পোতস্থ অপর সমুদায় লোক মাল্টা দ্বীপে উত্তীর্ণ

হন ;তথায় তিন মাস অবস্থিতির পর, সাধু পল ও তদীয় সঙ্গিগণ সমুদ্রপথে রোম যাত্রা করেন। গমনকালে মহাত্মা পল সিসিলি দ্বীপে ধর্ম্ম প্রচার করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা রোম নগরে উপস্থিত হন। তত্রত্য নবধর্ম্মাবলম্বী সাধকবর্গ রোম নগরে ধর্ম্মবীর পলের উপস্থিতি-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎকালে জগদ্বিখ্যাত নৃশংস নীরো রোমের রাজ-সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন; তিনি স্বীয় রাজত্বের প্রারম্ভে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সেনেকার পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন বলিয়া তখনও তদীয় রাজ্যে অবিচার ও অত্যাচারের দৃষ্টান্তসকল দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সম্রাটের আজ্ঞাক্রমে সাধু পলকে বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতে হইল বটে; কিন্তু তাঁহাকে কারাগারে বাস করিতে হয় নাই; তিনি স্বতন্ত্র বাটীতে অবস্থিতি করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। অসংখ্য লোক তথায় সমবেত হইয়া সাধু মহাত্মার সহিত ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। ধর্ম্মাত্মা পল এইরূপে বন্দী অবস্থাতেও ধর্ম্মপ্রচার পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সাধু পলকে বন্দীভাবে দুই বৎসর কাল অবস্থান করিতে হইয়াছিল; এই দীর্ঘকাল মধ্যেও অভিযোগকারীদিগের কেহই উপস্থিত হইল না দেখিয়া সম্রাট তাঁহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন।

সাধু পল নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পুনরায় নানা দেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থে গমন করেন। রোম হইতে প্রাচ্য দেশসমূহে আগমন করিয়া তিনি স্বাভাবিক উৎসাহ সহকারে ধর্ম্মপ্রচারে

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্থলপথে ও জলপথে ভ্রমণ পূর্ব্বক সাধু পল নানাস্থানে নবধর্ম্মের বিজয়-পতাকা বহন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আবার নানা স্থানে নানা বিপদে নিপতিত হইতে হইয়াছিল; সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সর্ব্বকালেই স্বকার্য্য সাধনে তৎপর ছিলেন। শত্রুগণের চক্রান্তে তিনি পুনরায় রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া এফিসস হইতে রোমে প্রেরিত হন। ৬৪ খৃষ্টাব্দে সাধু পল দ্বিতীয়বার রোমে পদার্পণ করেন। সাধু মহাত্মা পিতর বহুকাল পূর্ব্ব হইতে রোম নগরে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। রোম নগরে নব-ধর্ম্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নীরোর আক্রোশের সীমা ছিল না। দিন দিন সেই দুর্দ্ধর্ষ সম্রাটের অত্যাচার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। সেই জঘন্য-চরিত্র নীচাশয় সম্রাটের অত্যাচারে কেবল নিরীহ নব-ধর্ম্মাবলম্বিগণকে নিপীড়িত হইতে হয় নাই, তদীয় জননী ও শিক্ষা-গুরু সুপরামর্শদাতা সেনেকাকেও অকালে কালকবলে নিপতিত হইতে হইয়াছিল। যাহাহউক এবার সাধু পল, নীরোর আদেশানুসারে শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া ভয়ানক অন্ধকারময় কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইলেন। তিনি দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় দীর্ঘকাল নানাদেশে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন; এইবার তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়া আসিল। সাধু পল কতবার সমুদ্রপথে জলমগ্ন হইলেন, কত বিপদে পতিত হইলেন, শত্রুগণ তাঁহাকে কত বেত্রাঘাত করিল, কতবার তদীয় প্রাণ-বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিল, কিন্তু কিছুতেই তিনি নিরুদ্যম হন নাই। এক্ষণে পরমেশ্বর বলি-

লেন, “সন্তান! তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে; তুমি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছ; অমরধামে এস, আমার শান্তিময় বক্ষ তোমার বিশ্রামের জন্য প্রসারিত রহিয়াছে”। সাধু পলের জীবনাভিনয় শেষ হইয়া আসিল। তাঁহাকে কারাগৃহে কয়েক মাস অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। সেই সময়েও পাপীকে সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে তদীয় চেষ্টার বিরাম হয় নাই। পাপাশয় নীরোর এক প্রেমাস্পদা রমণী তদীয় উপদেশ-প্রভাবে নব-জীবন প্রাপ্ত হয়; সে পাপের সহিত সকল সংশ্রব বিচ্ছিন্ন করিয়া অনুতপ্ত-হৃদয়ে ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিল। অবশেষে ৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৯এ জুন সম্রাটের আদেশানুসারে প্রচারক-চূড়ামণি ধর্ম্মবীর মহাত্মা সাধু পল বধ্য-ভূমিতে নীত হইলেন; তরবারির আঘাতে তদীয় শিরচ্ছেদ হইল। মর্ত্ত্যলোকে তদীয় রুধিরাক্ত কলেবর পড়িয়া রহিল; তিনি শান্তি-নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। এ লোকে তিনি বিশ্রাম করেন নাই; পৃথিবীর বিশ্রাম তাঁহার প্রিয় ছিল না; পরমেশ্বর তাঁহাকে পরম বিশ্রাম-ধামে গ্রহণ করিলেন। সাধু পল বিধাতার ইচ্ছা পালনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; ব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক পরমানন্দে অমরলোকের নিভৃত নিবাসে প্রবেশ করিলেন।

——oo——

সাধু জন।

সাধু জন্ গালিল প্রদেশস্থ বেথসৈদা নগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা জেবিদি ধীবর-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। পূর্ব্বকালে যীহুদীরা এই ব্যবসায়কে অপমান-জনক বোধ করিতেন না। জেবিদির সঙ্গতি নিতান্ত অল্প ছিল না; তাঁহার নিজের এক খানি পোত ও কিঞ্চিৎ সম্পত্তি ছিল। সাধু জনের মাতা সালোমা ঈশা-জননী মরিয়মের ভগ্নী ছিলেন। কথিত আছে, যে সকল রমণী মহর্ষি ঈশার ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, সালোমা তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। বোধ হয়, জেবিদির মৃত্যুর পরে সালোমা, মহর্ষি ঈশার অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। সাধু জনের পিতা মাতা, উভয়েরই প্রকৃতি অতি উৎকৃষ্ট ছিল। সাধু জন যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই জাতির অনেকেই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন; সাধু জনও শৈশবাবস্থায় ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পৈতৃক ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। যৎকালে অতুল-তপোবল-সম্পন্ন যোহনদেবের উপদেশ-প্রভাবে অসংখ্য লোকের সংসারাসক্ত জীবন ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট হয়, সেই সময়ে তরুণ-বয়স্ক ধর্ম্মানুরাগী সাধু জনও তপস্বী যোহনের শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া ধর্ম্মসাধনে মনোনিবেশ করেন। বৎসর-কাল তিনি তপস্বী যোহনের উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনে অতিবাহিত করিয়া, যোহনের নিকটেই

মহর্ষি ঈশার মহত্বের বিষয় অবগত হইয়া মহর্ষির অনুবর্ত্তী হন। যখন তিনি মহর্ষি ঈশা কর্ত্তৃক আহূত হইলেন, তখন একাকী ঈশার অনুচর হইয়া ক্ষান্ত হন নাই; আপনার অগ্রজ ভ্রাতা জেম্‌সকেও মহর্ষির অনুচর করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সাধু জন, তপস্বী যোহনের সহবাসে যেরূপ আনন্দানুভব করিতেছিলেন, ঈশা-সহবাস লাভ করিয়াও তদ্রূপ বিমলানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন; অধিকন্তু মহর্ষি ঈশার নিকটে তিনি ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বসকল অবগত হইয়া দিন দিন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন।

যে সময়ে সাধু জন, মহর্ষি ঈশার শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হন, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হইয়াছিল। সেই তরুণ-বয়সেই তিনি মহর্ষির সহবাস লাভ করিয়া যেরূপ সরলতা, সদ্বুদ্ধি ও ব্রহ্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অনেক প্রবীণ সাধক তাদৃশ পরিচয় প্রদানে সমর্থ হন নাই। মহর্ষির শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াই, সাধু জন পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন নাই; অবশেষে যখন ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়া উঠিল, ধর্ম্মজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হইল, তিনি ধর্ম্মসাধনে ও ধর্ম্মপ্রচারে আত্মোৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ব্যবসায়াদির সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। মহর্ষি ঈশা যে দ্বাদশ জন শিষ্যকে প্রেরিত প্রচারক রূপে মনোনীত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মাত্মা জন তাঁহাদিগের অন্তর্ভূত। মহর্ষি ঈশা, জেম্‌স ও ও জন্‌কে "বজ্রবাণী" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সাধু জন তদীয় সকল প্রচারক শিষ্যের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ ও কৌমার

ব্রতধারী ছিলেন। সাধু জনের প্রতি মহর্ষির অপরিসীম স্নেহ ছিল; মহর্ষির প্রতিও ধর্ম্মাত্মা জনের অবিচলিত ভক্তি ও প্রেমানুরাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। যে দিন যীহুদীরা মহর্ষি ঈশাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে মহর্ষি স্বীয় শিষ্যগণের সহিত একত্র ভোজন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "যে সকল ব্যক্তি আমার প্রাণ-বিনাশের চক্রান্ত করিয়াছে, তোমাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিই আমাকে তাহা-দিগের হস্তে সমর্পণ করিবে"। মহাত্মা পিতর তচ্ছ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া সে ব্যক্তির নাম জানিবার জন্য অভিলাষী হন। সাধু জন, ভোজন-কালে মহর্ষি ঈশার অব্যবহিত পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। পিতরের ইঙ্গিত অনুসারে তিনি মহর্ষিকে সে ব্যক্তির নাম বলিবার জন্য অনুরোধ করেন; মহর্ষি সঙ্কেতে যীহুদাকে দেখাইয়া দেন। যে সময়ে মহর্ষি ঈশা যীহুদার বিশ্বাসঘাতকতায় শত্রু-হস্তে নিপতিত হন, সে সময়ে সাধু পিতর ও সাধু জন, অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় ভয়ে পলায়নপর না হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচার-স্থলে গমন করিয়াছিলেন। সাধু পিতর প্রথমে বিচার-সভায় প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন নাই; সাধু জন, প্রধান যীহুদী-যাজকের পরিচিত ছিলেন বলিয়া মহর্ষি ঈশার সঙ্গে বিচার-স্থলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন; অবশেষে তাঁহারই চেষ্টায় মহাত্মা পিতরও তথায় প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। যে স্থানে মহর্ষি ঈশা ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, সাধু জন সেই ভয়ানক ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। মহর্ষি ঈশা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে

জনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি চলিলাম ; মরিয়ম-জননীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার তোমারই হস্তে রহিল"। সাধু জন, গুরু-প্রদত্ত এই ভার তদীয় প্রগাঢ় স্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্য বোধ করিতে লাগিলেন। যে সময়ে মহর্ষি ঈশাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হইল, তৎকালে সাধু জন দুঃখে কাতর ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করেন নাই। কথিত আছে, যে সময়ে ক্রুশ হইতে মহর্ষির মৃত-শরীর ভূতলে নামাইয়া লওয়া হয়, তখন সাধু জন প্রিয়তম গুরুর সেই দেহ মরিয়ম-জননীর নিকটে উপস্থিত করেন; সাধু জনের অশ্রুজলে সেই দেহ ধৌত হইয়াছিল; তিনি গভীর প্রেম সহকারে পুনঃ পুনঃ সেই মৃতদেহ চুম্বন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি ঈশার লোকান্তর-যাত্রার পরে সাধু জন বহুকাল জেরুসেলাম নগরে অবস্থান করিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা জনের অসাধারণ প্রেমে অনেকে তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল; তাঁহার অলৌকিক বিশ্বাস, অদ্ভুত ধর্ম্মভাব ও নির্ম্মল পবিত্র স্বভাব দর্শনে অনেকে তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইয়াছিল। সাধু জনের চেষ্টায় বহুলোকের চিত্ত ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ঈশা-জননী মরিয়মের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সাধু জন জেরুসেলাম পরিত্যাগ করেন নাই; মরিয়মের স্বর্গারোহণের পরে তিনি এফিসস যাত্রা করেন। এফিসস নগর বাসস্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া সাধু জন সমস্ত এসিয়া-মাইনর ভ্রমণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। সাধু

জন এসিয়ামাইনরের সাতটী ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাতটী ধর্ম্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। সমস্ত এসিয়ামাইনর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল বটে, কিন্তু এফিসস্ তাঁহার প্রধান বাসস্থান ছিল। ৯৫ খৃষ্টাব্দে ডোমিশিয়ানের রাজত্বের শেষভাগে চতুর্দ্দিক হইতে লোকেরা নবধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপরে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। এসিয়ামাইনরের শাসনকর্ত্তা সাধু জনকে নব-ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া বলিলেন, "তুমি নব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাচীন-মতাবলম্বীদিগের ন্যায় দেব-দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হও"। সাধু জন তদীয় প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে শাসনকর্ত্তার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোম-সম্রাট ডোমিশিয়ানের নিকটে সাধু জনের বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট, সাধু জনকে রোম নগরে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। সাধু জন রোমে উপস্থিত হইলে তথায় তদীয় বিচার আরম্ভ হইল। তিনি দেব-দেবীর প্রতিমা পূজা করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় অপরাধী বলিয়া গণ্য হইলেন। নিষ্ঠুর সম্রাট দণ্ড-প্রদানকালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সাধু জনের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিবার আজ্ঞা করিলেন; সে আজ্ঞা পরিপালিত হইল। সম্রাটের আদেশক্রমে সাধু জনকে উপর্য্যুপরি ভয়ানক বেত্রাঘাত করা হইল; অবশেষে তাঁহাকে উত্তপ্ত-তৈল-পূর্ণ লৌহ-কটাহে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দগ্ধ করিবার আয়োজন করা হইল; পরমেশ্বর-কৃপায় সাধু জন সেই ভয়ানক দণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করি-

লেন ; সম্রাট ডোমিশিয়ানের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে পাট্‌মস্-দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইতে হইল। কথিত আছে, তথায় অবস্থিতি-কালে তিনি "প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাণী" নামক বাইবেল গ্রন্থের শেষ অধ্যায় রচনা করেন। সাধু জন যে সময়ে পাট্‌মস্ দ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে তত্রত্য এক বিচারপতি তদীয় ধর্ম্মজীবন দর্শনে ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া নব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

ডোমিশিয়ানের পরে সম্রাট নার্ভা রোমের রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিলে সাধু জন নির্ব্বাসন-দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ পূর্ব্বক ৯৭ খৃষ্টাব্দে এফিসস্ নগরে গমন করেন। "জন-লিখিত সুসমাচার" নামক বাইবেল গ্রন্থের যে অংশ অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, সাধু জন তাহা পাট্‌মস্ দ্বীপ হইতে এফিসসে প্রত্যাগত হইয়া রচনা করিয়াছিলেন। মথি, মার্ক ও লূক প্রভৃতি মহাত্মারা মহর্ষি ঈশার জীবনের ঘটনাপুঞ্জ ইতিহাসবদ্ধ করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়া-ছিলেন ; কিন্তু মহর্ষির উচ্চ আধ্যাত্মিক মত ও ভাব লিপিবদ্ধ করাই সাধু জনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পাট্‌মস্ হইতে প্রত্যাগত হইয়া বৃদ্ধ সাধু জন পুনরায় অমিত উদ্যম সহকারে এসিয়ামাইনরের নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি এসিয়ামাইনরের অন্তর্ব্বর্ত্তী সমুদয় নবধর্ম্ম-সমাজ পরিদর্শন করিয়া নবধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বের কোন কোন বিষয়ে যাঁহা-দিগের সন্দেহ ছিল, সাধু জনের উপদেশ দ্বারা তাঁহাদিগের সকল

সন্দেহ অপনীত হইয়াছিল; যাঁহারা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য নিপীড়িত হইতেছিলেন, সাধু জনের সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাদিগের দুঃখের উপশম বোধ হইয়াছিল। সাধু জন ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিদর্শন-কালে তত্তৎস্থানীয় ধর্ম্মসমাজের হিত-সাধনার্থ আচার্য্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত আচার্য্যেরা স্থানীয় লোকদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত হওয়াতে প্রভূত সুফল উৎপন্ন হইয়াছিল। একদা এফিসসের নিকটবর্ত্তী কোন নগরে একটী সুদৃশ্য অল্পবয়স্ক যুবাপুরুষ তদীয় নয়ন-পথে পতিত হইয়াছিল। তিনি সেই যুবাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তত্রত্য আচার্য্যের নিকটে রাখিয়া আসেন। উক্ত আচার্য্য তাঁহাকে শিক্ষিত করিয়া ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ বালক মন্দ-স্বভাব হইয়া ক্রমে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। অধিক কি, ঐ বালকই তত্রত্য দস্যুদলের সর্দ্দার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাধু জন বহুকালের পর আর একবার উক্তস্থানে গমন পূর্ব্বক যখন আচার্য্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার গচ্ছিত ধন আমাকে অর্পণ কর", তখন উক্ত আচার্য্য বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সাধু জন কহিলেন, "আমি তোমার নিকটে একটী আত্মা গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই প্রার্থনা করিতেছি"। আচার্য্য যখন সমস্ত দুঃখজনক ইতিহাস ব্যক্ত করিলেন, তখন সাধু জন অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই; তিনি একটী অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দস্যুদিগের জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইলেন। দস্যুদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও ধৃত হইয়া সাধু জন যখন দলপতির নিকটে নীত

হইলেন, দলপতি তখন তাঁহাকে দেখিবামাত্র পলায়নপর হইল। বৃদ্ধ জন, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক পলাইতে নিবারণ করিলেন। সাধু জন প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সেই দস্যুদলপতিকে পাপ-পথ পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দস্যুদলপতির হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে তদীয় চরণযুগল জড়াইয়া ধরিল। বৃদ্ধ সাধু জনের উপদেশ ও প্রবোধ বাক্যে সে অনুতপ্ত হইয়া সেই পাপ-ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মসমাজে প্রত্যাগমন করিল। সাধু জনের যত্নে কালক্রমে তাহার চরিত্র বিবিধ সদগুণের ও ধর্ম্মভাবের আধার হইয়া উঠিয়াছিল। সাধু জন কিছুদিন তাহাকে লইয়াই অবস্থান করিয়াছিলেন; তৎকালে তিনি তাহার সহিত উপবাস করিয়া একত্র প্রার্থনা করিতেন। তিনি তাহাকে নানাপ্রকারে ধর্ম্ম-সাধন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তিকে পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সাধু জন কিরূপ যত্ন করিতেন, এই ঘটনায় তাহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অন্তিম কাল পর্য্যন্ত সাধু জন উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে লোক-শিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তদীয় শিষ্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ বিলক্ষণ জ্ঞানী ও সাধু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সাধু জনের তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও প্রেমিক হৃদয় সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিত। তাঁহার বৈরাগ্যও অলোক-সামান্য ছিল। জীবনের অত্যন্ত শেষভাগে যখন তিনি নিতান্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, চলিয়া উপাসনা-মন্দিরে উপস্থিত

হইতে পারিতেন না, তখন লোকেরা তাঁহাকে কোন রূপে বহন করিয়া তথায় উপস্থিত করিত। যখন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে উপদেশ দিবার শক্তি ছিল না, তখন তিনি কেবল এই বলিয়া উপদেশ দিতেন, "সন্তান সকল! পরস্পরকে ভালবাস"। শ্রোতৃগণ প্রতিদিন এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আচার্য্য! আপনি প্রতিদিনই এই এক কথা কেন বলেন?" সাধু জন উত্তর করিলেন, "ইহা প্রভুর আদেশ; এই একটী মাত্র উপদেশ অনুষ্ঠিত হইলেই যথেষ্ট"। ১০৯ খৃষ্টাব্দে ৯৬ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে সাধু জন মানবলীলা সংবরণ করেন। এফিসস নগরে তাঁহার ইহজীবনের শেষ দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। যখন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, তদীয় শিষ্যগণ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তিনি মধুর বচনে সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মৃদুস্বরে পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। প্রেম ও পবিত্রতা, বিশ্বাস ও উৎসাহ, সরলতা ও ধর্ম্মতেজ সাধু জনের জীবনে বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইত; যে লোকে ঐ সকল সদ্গুণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কখনই হ্রাস প্রাপ্ত হয় না; তিনি সেই লোকে পরম বিশ্রাম লাভ করিলেন।

——00——

সাধু ইগ্নেশিয়স।

মহর্ষি ঈশা এক সময়ে আপনার শিষ্যদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন; তিনি তৎকালে একটী ক্ষুদ্র শিশুকে নিকটে লইয়া তাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া শিষ্য-দিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা শিশু না হইলে কোন ক্রমেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এই যে শিশুটীকে অবলোকন করিতেছ, ইহার সদৃশ না হইলে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হওয়া যায় না"। কথিত আছে, সেই ক্ষুদ্র শিশুই মহর্ষি ঈশার শিষ্যগণের নিকট হইতে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমে সাধুতার উচ্চমঞ্চে অধিরোহণ পূর্ব্বক "সাধু ইগ্নেশিয়স" নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কোন্ দেশে কোন্ বংশে সাধু ইগ্নেশিয়স জন্মগ্রহণ করেন, ইতিহাসে তদ্বি-বরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইগ্নেশিয়স—নাম শ্রবণ করিলে বোধ হয়, রোম-সাম্রাজ্যের মধ্যেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। মহর্ষি ঈশার অনুবর্ত্তী প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারকেরাই শিশু ইগ্নে-শিয়সকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ইগ্নেশিয়স সেই সাধু-পুরুষদিগের নিকটে থাকিয়া যে সুশিক্ষা লাভ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ তিনি সেই পবিত্র-চরিত্র প্রেরিত সাধু-দিগের নিকট হইতে প্রচুর ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। প্রেরিত সাধু জন তাঁহাকে অতি যত্নে নানাবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। ইগ্নেশিয়স, সাধু জনের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন; তিনি সময়ে সময়ে সাধু পিতর ও সাধু পলের উপ-

দেশ গ্রহণ করিয়াও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে শৈশবাবস্থাতেই যেরূপ সংসর্গে স্থাপন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে তিনি যে এক সৌভাগ্যশালী পুরুষ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। তরুণ-বয়সেই সাধু ইগ্নেশিয়স চিন্তাশীল, অল্পভাষী ও সাধু-চরিত্র-সম্পন্ন হইয়াছিলেন।

সাধু পিতরের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, তিনি প্রথমে আণ্টিয়োক নগরে এক ধর্ম্মমণ্ডলী স্থাপন করেন। জগদ্বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী আলেকজন্দারের গ্রীক সেনাপতি সিলিয়ুকস্, মহর্ষি ঈশার জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সিরিয়া, বাবিলোনিয়া ও প্রায় সমস্ত এসিয়ামাইনর অধিকার পূর্ব্বক নবাধিকৃত সাম্রাজ্যের রাজধানী স্বরূপ আণ্টিয়োক নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। সিলিয়ুকসের পিতা ও পুত্র,—উভয়ের নামই "আণ্টিয়োকস্" ছিল, তদনুসারেই ঐ নগরের নাম আণ্টিয়োক হইয়াছে। সিলিয়ুকস্ বহুসংখ্যক যীহুদীকে তথায় বাস করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এইরূপে আণ্টিয়োক নগরে বহুসংখ্যক যীহুদী ও গ্রীক জাতীয় লোকের বসতি হয়। সাধু-পিতর-প্রতিষ্ঠিত আণ্টিয়োক নগরীয় ধর্ম্ম-মণ্ডলীতেও যীহুদী এবং অন্যজাতীয় লোক ছিলেন। সাধু পিতর ও সাধু পল উভয়েই এইস্থলে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এই স্থলেই মহর্ষি ঈশার শিষ্যগণ সর্ব্বপ্রথমে বিরোধিগণ কর্তৃক "খৃষ্টান" সংজ্ঞা লাভ করেন। কালক্রমে সেই ধর্ম্ম-মণ্ডলীর যীহুদী সাধকদিগের সহিত অপরজাতীয় সাধকদিগের

বিলক্ষণ অসদ্ভাব উপস্থিত হয়; তদ্দর্শনে সাধু পিতর ও সাধু পল, যীহুদীদিগের ধর্ম্মশিক্ষার ভার মহাত্মা ইভোডিয়সের হস্তে সমর্পণ করিয়া সাধু ইগ্নেশিয়সকে অপর জাতীয় লোকদিগের আচার্য্যরূপে মনোনীত করেন।

৬৫ খৃষ্টাব্দে এই গুরুতর কার্য্য-ভার প্রাপ্ত হইয়া সাধু ইগ্নেশিয়স আণ্টিয়োক নগরের লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় ৩৫—৩৬ বৎসর। তাঁহার সাধু জীবন সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিল; তাঁহার প্রতি সকলেরই অসাধারণ শ্রদ্ধা-ভক্তি সমুৎপন্ন হইল। মহাত্মা ইভোডিয়স ও মহাত্মা ইগ্নেশিয়স, উভয়ের যত্নে যীহুদী ও অপরাপর জাতীয় লোকদিগের চরিত্র সাধু হইয়া উঠিল; অন্য জাতীয় লোকদিগের সহিত যীহুদী দিগের যে অসদ্ভাব ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে মহাত্মা ইভোডিয়স মানবলীলা সংবরণ করিলেন; তৎকালে আণ্টিয়োক নগরের কি যীহুদী, কি অন্যজাতীয় লোক,—সকলেরই ধর্ম্মশিক্ষার ভার সাধু ইগ্নেশিয়সের উপর পতিত হইল। রোম-সম্রাট্ ডোমিশিয়ানের রাজত্বকালে মহর্ষি ঈশার শিষ্যগণের উপর অপরিসীম নির্য্যাতন আরম্ভ হয়; সাধু ইগ্নেশিয়স আণ্টিয়োক নগরের ধর্ম্ম-মণ্ডলীর রক্ষার জন্য তৎকালে যার-পর-নাই পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন যত্নসহকারে সকলের হৃদয়ে প্রকৃত বিশ্বাস, নির্ভর ও ধর্ম্মবল উদ্দীপন করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন; লোকেরা একদিকে তাঁহার অলোক-

সামান্য ধর্ম্মজীবন দর্শন করিত, অপরদিকে তদীয় জীবন্ত-বিশ্বাস-পূর্ণ হিতগর্ভ উপদেশসমূহ শ্রবণ করিত। এইরূপে অসংখ্য ব্যক্তি আপনাদিগের বিশ্বাস স্থির রাখিয়া নির্ভয়ে ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিল। সাধু ইগ্নেশিয়স ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতেন; উপবাস ও ব্রতপালন দ্বারা ধর্ম্মসাধন করিতেন; তাঁহার সেই দৃষ্টান্তসমূহ বহুলোকের নিকটে মুক্তি-মার্গের পথ-প্রদর্শক হইয়াছিল।

সম্রাট ডোমিশিয়ানের মৃত্যুর পরে বহুকাল পর্য্যন্ত মহর্ষি ঈশার শিষ্যবর্গের উপর কোন প্রকার অত্যাচার সংঘটিত হয় নাই। সাধু ইগ্নেশিয়স প্রায় পঞ্চাশ-বর্ষ-কাল নির্ব্বিঘ্নে আণ্টিয়োক নগরের লোকদিগের সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদনন্তর ১০৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় নবধর্ম্মাবলম্বী সাধকদিগের উপর নির্যাতন আরম্ভ হয়। রোম-সম্রাট ট্রাজান দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া ১০৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী আণ্টিয়োক নগরে উপস্থিত হন। সম্রাট তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি ঈশার শিষ্যগণ দেশীয় দেবদেবীর প্রতিমা পূজা করিতে সম্মত নহেন; তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাদিগের দলপতি সাধু ইগ্নেশিয়সকে দণ্ড-বিধানার্থ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সাধু ইগ্নেশিয়স তাহা অবগত হইয়া, পাছে তাহার শিষ্যগণের উপর কোনরূপ অত্যাচার আরম্ভ হয়, এই ভয়ে স্বেচ্ছাক্রমে সম্রাট-সদনে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট সিংহাসনে আসীন ছিলেন; বৃদ্ধ সাধুর পবিত্র প্রশান্ত মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন;

কহিলেন, "রে দুষ্ট দানব! তুমি কে? এবং কোন্ সাহসেই বা আমার আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রতিমাপূজায় অসম্মত হইয়া স্বীয় মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছ?" সাধু কহিলেন, "আমার নাম ইগ্নেশিয়স থিয়োফোরস; একমাত্র ঈশ্বর আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন।" সম্রাট কহিলেন, "যে সকল দেব-দেবীর অনুগ্রহে আমরা নানাদেশ জয় করিতেছি, শত্রুদিগকে হত্যা করিতেছি, তুমি কি বলিতে চাও, সেই সকল দেব-দেবী আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন না?" সাধু কহিলেন, "পরমেশ্বর একমাত্র; দ্বিতীয় পরমেশ্বর নাই"। এই বলিয়া তিনি সম্রাটকে আরও দুই একটী ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তদনন্তর সম্রাট ক্রোধে অন্ধ হইয়া সাধু ইগ্নেশিয়সকে শৃঙ্খল-বদ্ধ কবিবার জন্য অনুচরবর্গেব প্রতি আদেশ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "এই ব্যক্তিকে রোম নগবে লইয়া গিয়া বন্য পশুর মুখে নিক্ষেপ কবিতে হইবে"। সেই দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সাধু, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করতঃ কহিলেন, "হে পরমেশ্বর! আমাকে কত সম্মানের অধিকাবী করিতেছ; সাধু পল তোমার জন্য শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় আমাকেও শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া তুমি আমার প্রতি অপরিসীম প্রেম প্রকাশ করিতেছ।" ধর্ম্মের জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন,—এই চিন্তাতেই তদীয় হৃদয়ে আনন্দো দ্রেক হইয়াছিল।

অনতিবিলম্বে দশ জন সৈনিক পুরুষ তাঁহার প্রহরীরূপে নিযুক্ত হইল। তিনি রোমনগরে প্রেরিত হইলেন; তিন

জন বন্ধু তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আণ্টিয়োক নগর হইতে সরল পথে রোমে লইয়া যাওয়া হয় নাই। সাধু ইগ্নেশিয়স্, প্রফুল্ল হৃদয়ে শিশুর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আণ্টিয়োক হইতে ষোল ক্রোশ দূরে সিলিয়ুসিয়া নগরীতে অর্ণব-পোতারোহণ করেন; সেই অর্ণবতরী তাঁহাদিগকে সরলপথে রোম নগরে না লইয়া গিয়া স্মির্ণা নগরীতে উপস্থিত হইল। সম্রাট মনে করিয়াছিলেন, সাধু ইগ্নেশিয়সকে এইরূপে নানাস্থানে দেখাইয়া লইয়া গেলে তত্তৎস্থানীয় লোকেরা মহর্ষি ঈশার ধর্ম্মানুসরণ করিতে ভয় প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু ঐ ঘটনায় সম্রাটের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, ইগ্নেশিয়স স্বকীয় অসাধারণ বিশ্বাস ও ধর্ম্মতেজ প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলেরই হৃদয়াকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কত লোকে যে এতদ্দ্বারা সাধুর হিতগর্ভ উপদেশ শ্রবণের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে ধন্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। স্মির্ণা নগরীতে সাধু ইগ্নেশিয়সকে দর্শন করিবার অভিলাষে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহের ধর্ম্মাচার্য্যগণ সমবেত হইতে লাগিলেন। সাধু ইগ্নেশিয়স ও স্মির্ণার ধর্ম্মাচার্য্য সাধু পলিকার্প উভয়েই শৈশবে সাধু জনের শিষ্য ছিলেন; বহুকালের পর উভয় সুহৃদের সহবাস পরস্পরের হৃদয়ে আনন্দ বিধান করিতে লাগিল। সকলে মিলিয়া কয়েক দিন উপাসনা ও প্রার্থনাদি করিয়া অতিবাহিত করিলেন। সাধু ইগ্নেশিয়স স্মির্ণা নগর হইতে নানাস্থানীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর সভ্যগণকে উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন; সেই সকল পত্র পাঠ করিলে বুঝিতে

পারা যায়, ধর্ম্ম-মণ্ডলীর হিতসাধন ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা আসন্ন-মৃত্যু অবস্থাতেও তদীয় হৃদয়কে অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি রোম-নগরবাসী সমবিশ্বাসী বন্ধুগণকে লিখিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলে আমার কোন লাভ হইবে না; আমি মৃত্যুমুখে পড়িয়া এক্ষণে যেরূপ ব্রহ্ম-সম্ভোগ করিতেছি, জীবনে এমন আর কখনও করি নাই"। অবশেষে তাঁহাকে স্মির্ণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোম যাত্রা করিতে হইল।

রোম নগরে মধ্যে মধ্যে এক একটী উৎসব হইত; ঐ সকল উৎসব উপলক্ষে রোমের হীন-শ্রেণীর বলশালী লোকেরা রঙ্গভুমিতে সিংহ ব্যাঘ্রাদি আরণ্য পশুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের চিত্ত-বিনোদন করিত। ঐরূপ রঙ্গক্ষেত্রে কত হতভাগ্য লোকের যে প্রাণ-বিনাশ ঘটিত, তাহার সংখ্যা করা যায় না। যে সময়ে সাধু ইগ্নেশিয়স স্মির্ণা পরিত্যাগ করিলেন, উক্ত প্রকার একটী উৎসব সেই সময়ের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। সম্রাটের লোকেরা ঐ উৎসব উপলক্ষে সাধু ইগ্নেশিয়সকে আরণ্য-পশুমুখে সংস্থাপন পূর্ব্বক বধ করিবার অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে স্মির্ণা নগরীতে অধিক বিলম্ব করিতে দিল না। সাধু ইগ্নেশিয়স দেখিলেন, সৈনিক পুরুষেরা তাঁহাকে রোম নগরে শীঘ্র লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে; তাহাতে তিনি অচিরে অমরলোকে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইবেন ভাবিয়া, বিলক্ষণ আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ট্রোয়াস, নিয়াপলিস, ফিলিপি প্রভৃতি কতিপয় নগর

হইয়া অর্ণবপোত পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইল; তদনন্তর তাঁহারা পুনরায় পোতারোহণ পূর্ব্বক দুই একটী স্থান হইয়া রোম নগরে উপস্থিত হইলেন। ট্রোয়াস নগরে পৌছিয়া সাধু ইগ্নেশিয়স জানিতে পারিলেন, আণ্টিয়োক নগরের ধর্ম্মমণ্ডলীর উপর অত্যাচার অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে, এই সংবাদ লাভ করিয়া তিনি নিতান্ত হর্ষ লাভ করিলেন; তদনন্তর তথা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমণ্ডলীর সভ্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ আরও কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ সকল পত্রের দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া ও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই; এসিয়া-খণ্ডের যে সকল সমবিশ্বাসী বন্ধুকে সময়াভাবে পত্র লিখিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে পত্র লিখিবার জন্য সাধু পলিকার্পকে পত্রযোগে অনুরোধ করেন।

সম্রাট কর্ত্তৃক সাধু ইগ্নেশিয়সের প্রাণ-দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই সাধুর কতিপয় বন্ধু রোম যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধুর রোমে উপস্থিতির বহু পূর্ব্বে তথায় উপনীত হন। ধর্ম্মাত্মা ইগ্নেশিয়স রোম নগরে উপস্থিত হইলে পর পূর্ব্বোক্ত বন্ধুগণ ও তত্রত্য সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃবর্গ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমরা আপনার মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবার অভিলাষ করি"; কিন্তু সাধু তাঁহাদিগকে সে চেষ্টা অবলম্বন করিতে নিষেধ করিলেন। তদনন্তর যাহাতে ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতি লোকে অত্যাচার না করে, যাহাতে ধর্ম্মার্থীদিগের ধর্ম্ম-ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য সকলে জানু

পাতিয়া পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সাধু ইগ্নেশিয়স নগরাধ্যক্ষ-সন্নিধানে নীত হইলেন; নগরাধ্যক্ষ সম্রাটের আদেশ অবগত হইয়া সাধুকে রঙ্গভূমিতে প্রেরণ করিলেন। তথায় সাধুকে সিংহ-মুখে সংস্থাপন করা হইল। দুই দিক হইতে দুইটী ভয়ানক সিংহ রঙ্গক্ষেত্রে সাধুকে আক্রমণ পূর্ব্বক তদীয় দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। অল্পকাল মধ্যে সাধুর শরীরের চিহ্নও আর সেখানে রহিল না। দুই এক খণ্ড অস্থি ভিন্ন সমস্ত শরীরই সেই সিংহদ্বয়ের উদরস্থ হইল। সমবিশ্বাসী বন্ধুগণ কাঁদিতে কাঁদিতে উল্লিখিত দুই এক খণ্ড অস্থি যত্ন ও সম্ভ্রমসহকারে গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ১০৭ খৃষ্টাব্দে ২০এ ডিসেম্বর সাধু ইগ্নেশিয়স এইরূপে পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যে লোকে নির্যাতন নাই, মৃত্যু নাই, সেই লোকে প্রস্থান করিয়াছেন; তাঁহার সাধু-চরিত্র ও অতুল ধর্ম্মতেজ সকলের চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

——oo——

সাধু পলিকার্প।

জগদ্বিখ্যাত নিষ্ঠুর নীরো যখন রোম-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়েই সাধু পলিকার্পের জন্ম হয়। কোথায় কত খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না; বোধ হয় তুরক দেশে

স্মির্ণা নগরীতে সাধু পলিকার্প জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবাবস্থায় যে তিনি পিতৃ-মাতৃ-হীন অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার স্পষ্টই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে সময়ে মনুষ্য-বিক্রয়-প্রথা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল; সাধু পলিকার্প যাহাদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, তাহারাও তাঁহাকে বিক্রয়ার্থ উদ্যত হইয়াছিল। কালিষ্টো নাম্নী এক ধর্ম্মপরায়ণা দয়াবতী রমণী ঈশ্বরাদেশ বুঝিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে শিশু পলিকার্পকে গ্রহণ করেন। এই সাধ্বী নারী সন্তান-নির্ব্বিশেষে পলিকার্পকে প্রতিপালন ও তদীয় বিদ্যা-শিক্ষা-বিধান করিয়াছিলেন। কালিষ্টো, সাধু পলিকার্পকে স্বীয় গৃহের ভাণ্ডারীরূপে নিযুক্ত করেন। উক্ত রমণীর বিলক্ষণ দানশীলতা ছিল; সাধু পলিকার্প স্বহস্তে দরিদ্রদিগকে অর্থ ও আহার বিতরণ পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। কালিষ্টোর অনুপস্থিতি-কালে তিনি সমস্ত সামগ্রী দুঃখীদিগকে প্রদান করিয়া ভাণ্ডার শূন্য করিয়া ফেলিতেন; করুণাময় পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া প্রার্থনা করিতেন, অচিরকাল মধ্যেই ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। বালক পলিকার্প একদিকে যেমন ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছিলেন, অন্য দিকে দুঃখী দরিদ্রের প্রতি তেমনই তাঁহার অপরিসীম দয়া ও প্রেম পরিলক্ষিত হইত। সাধু পলিকার্প, বাল্যকালেই মহর্ষি ঈশার অনুবর্ত্তী সাধকদলের সহবাস লাভ করিয়াছিলেন। প্রেরিত সাধু জন অতিশয় স্নেহ ও যত্ন সহকারে পলিকার্পকে সুশিক্ষিত করেন। পলিকার্প সাধু জনের নিকট হইতে ধর্ম্ম-

শিক্ষা লাভ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বে বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার মেধা ও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল; তিনি যে কোন বিষয় দেখিতেন বা শ্রবণ করিতেন, তাহা কখনই বিস্মৃত হইতেন না। সাধু পলিকার্প এক দিকে যেমন ধর্ম্মবিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, অন্য দিকে তেমনই নিষ্ঠাসহকারে ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হইযাছিলেন। অল্প কাল মধ্যেই তাঁহার পবিত্র সাধু জীবনের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পলিকার্প স্মির্ণার ধর্ম্মাচার্য্য মহাত্মা বিউকোলসের সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। বিউকোলসের নিকট হইতেও তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাচার্য্য বিউকোলস, পলিকার্পের মহত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া প্রায়ই বলিতেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরে সাধু পলিকার্পই স্মির্ণার ধর্ম্মাচার্য্য-পদে অধিরূঢ় হইবেন। বিউকোলসের সেই ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থই পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রেরিত সাধুগণ পলিকার্পের ধর্ম্মজীবনের সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকেই উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধু জন, অপর কতিপয় প্রেরিত সাধুর সহিত মিলিত হইয়া ঐ অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাচার্য্য-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধু পলিকার্প অপরিসীম যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে তত্রত্য ধর্ম্মমণ্ডলীর মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হন। কত লোকে যে তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করেন, কত ব্যক্তি যে তাঁহার উপদেশে পাপ-পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক

ধর্ম্ম-পথের পথিক হন, তাহার সংখ্যা নাই। মহাত্মা ইরিনিয়স, সাধু পলিকার্পের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন। প্রেরিত-সাধু জনের জীবন-চরিত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, তিনি একদা কোন স্থানে একটী বালককে প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য ধর্ম্মাচার্য্যের হস্তে তদীয় প্রতিপালন ও ধর্ম্ম শিক্ষার ভার প্রদান করিয়াছিলেন; ঐ ধর্ম্মাচার্য্য সেই বালককে সুশিক্ষিত করিয়া ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করেন বটে, কিন্তু উক্ত বালক ক্রমে মন্দ-স্বভাব হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে; পরিশেষে সাধু জন পুনরায় তাহাকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সাধু জন, স্মির্ণা নগরীতে ধর্ম্মাচার্য্য পলিকার্পের হস্তেই উল্লিখিত বালককে অর্পণ করিয়াছিলেন; এই নির্দ্ধারণ সত্য কি না, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, সাধু পলিকার্প ঈদৃশ অনুরাগসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলেন, যে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া ইতিহাস-লেখকগণ তাঁহাকে "স্বর্গীয় পুরুষ" নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সাধু পলিকার্প যে সময়ে স্মির্ণার ধর্ম্মমণ্ডলীর সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, সেই সময়ে রোম-সম্রাট ট্রাজান, মহর্ষি-ঈশা-প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আণ্টিয়োক নগরের ধর্ম্মাচার্য্য সাধু ইগ্নেশিয়সের প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। রাজপুরুষেরা সাধু ইগ্নেশিয়সকে বধ করিবার জন্য আণ্টিয়োক হইতে রোম নগরে লইয়া যায়। রোম-যাত্রা কালে সাধু ইগ্নেশিয়স স্মির্ণা ও ট্রোয়াস প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে অবতরণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিবার সুবিধা

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্মির্ণা নগরে উপস্থিত হইয়া শৈশব-সহচর ধর্ম্মাত্মা পলিকার্পের সাক্ষাৎ লাভ করতঃ অপরিসীম আনন্দানুভব করেন। উভয় সাধু মিলিত হইয়া কয়েক দিন এক সঙ্গে প্রার্থনা করিতেন, ও ধর্ম্ম-বিষয়ক কথোপকথনে নিরত থাকিতেন। "ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা কত সুখকর"—তাহা সেই ধর্ম্মালাপে উভয়েই বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। সাধু ইগ্নেশিয়স ধর্ম্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন; প্রাণ উৎসর্গ করা তাঁহার অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। সাধু পলিকার্প মরিবার জন্য সেরূপ ব্যাকুল ছিলেন না বটে, কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মৃত্যু সমাগত হইলে ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধনার্থ তিনি অকাতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। সাধু ইগ্নেশিয়স, ধর্ম্মাত্মা পলিকার্পের সাধুতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আণ্টিয়োক নগরস্থ স্বীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর সাধকদিগের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

একদা মহর্ষি-ঈশা-প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কোন উৎসবের দিন নির্দ্ধারণ বিষয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। সেই বিরোধ দূর করিবার অভিপ্রায়ে সাধু পলিকার্প রোম নগরে গমন করেন। যে সময়ে তিনি রোম যাত্রা করিয়াছিলেন, তৎকালে নীরোর উত্তরাধিকারী সম্রাট হাড্রিয়ান গতাসু হইয়াছিলেন; সম্রাট আণ্টোনিয়স অধীশ্বর হইয়া রোম-সাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে নব-ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের উপর অত্যাচার অনেক পরিমাণে

নিবারিত হইয়াছিল। সেই জন্যই সাধু পলিকার্প নির্ভয়ে রোম নগরে উপস্থিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনের চেষ্টাবলম্বনে সমর্থ হইয়াছিলেন। রোম নগরে উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্মাত্মা পলিকার্প সাধু ইরেনেশিয়সের প্রাণ-বিনাশ-কালীন সমস্ত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা শ্রবণ করিলেন। তিনি নিজে শৈশবে পুণ্যাত্মা সাধুদিগের যে কার্য্যকলাপ অবলোকন ও বিবিধ উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, রোমে অবস্থিতি-কালে তত্রত্য ধর্ম্ম-সাধকদিগের নিকটে তৎসমুদয় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন; তাঁহারা সাধু পলিকার্পের মুখে নানা বিষয় শ্রবণ পূর্ব্বক বিস্তর শিক্ষা লাভে সমর্থ হইলেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া সাধু পলিকার্প রোম-যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। রোমের তদানীন্তন ধর্ম্মাচার্য্য, সাধু পলিকার্পের সহিত তদ্বিষয়ে এক মত অবলম্বন করিতে সমর্থ হন নাই বটে, কিন্তু তিনি সাধুর অনুপম ধর্ম্মভাব দর্শনে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

রোম নগর হইতে স্মির্ণায় প্রত্যাগত হইয়া সাধু পলিকার্প তৎপ্রদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। ৭৫ বৎসর কাল তিনি সেই মহদ্ব্রত পরিপালন করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি কখনও কর্ত্তব্য পালনে শিথিল-যত্ন হন নাই। অবশেষে মার্কস অরিলিয়স ও লিসিয়স ভেরস নামক ভ্রাতৃযুগল যৎকালে রোম-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, সেই সময়ে পুনরায় ঈশা-শিষ্যগণের উপর ভয়ানক অত্যাচার হইতে থাকে। তৎ-

কালে রোম-সাম্রাজ্য মধ্যে এক দিকে যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ও ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনিই নবধর্ম্মাবলম্বী প্রজাপুঞ্জের উপর রাজপুরুষদিগের অমানুষিক অত্যাচার সংঘটিত হইতেছিল। ক্রমে স্মির্ণা-নগরী মধ্যেও উল্লিখিত যাবতীয় বিপত্তি সমুপস্থিত হইল। তত্রত্য ধর্ম্মমণ্ডলীর সাধকদিগের উপর রাজপুরুষেরা ভয়ানক অত্যাচার করিতে লাগিলেন। একদা এক তরুণ-বয়স্ক যুবা, রাজপুরুষদিগের হস্তে ধৃত হন। তাঁহাকে নিতান্ত বালক দেখিয়া সম্রাটের লোকেরা নবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য দয়ার্দ্র-চিত্তে অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু সেই বিশ্বাসী যুবকের হৃদয় কিছুতেই ভীত বা চঞ্চল হইল না। অবশেষে সেই যুবক রোম নগরের রঙ্গ-ভূমিতে বন্য-পশুমুখে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তিনি সকল যন্ত্রণা অনায়াসে সহ্য করিয়া জীবন্ত বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে দিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে সাধকদিগের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। অপর এক যুবক উৎসাহ-প্রমত্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে রাজপুরুষদিগের নিকটে স্বকীয় বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক শাস্তি ভিক্ষা করিয়াছিল। বিচারপতিগণ তাহাকেও আরণ্য-পশু মুখে নিক্ষেপ করিবার জন্য রাজপুরুষদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। সেই যুবক বধ-ভূমিতে নীত হইয়া ভয়ানক পশু সকল নিরীক্ষণ করিবামাত্র ভয়বিহ্বল চিত্তে অবলম্বিত নবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে বলিয়া স্বীকার করিল। সেই ঘটনায় তত্রত্য ধর্ম্মসাধক-

দিগের মধ্যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। অবশেষে রাজপুরুষেরা, ধর্ম্মাচার্য্য সাধু পলিকার্পের প্রাণ-বিনাশের সংকল্প করিয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। সাধুর বন্ধুগণ তাঁহাকে এক গ্রামের মধ্যে কিছুকাল গোপনে অবস্থান করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তৎপূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্মবীর উক্তস্থানে প্রাচীন-মতাবলম্বীদিগের হস্তে ভয়ঙ্কর নিপীড়িত হইয়াও বিশ্বাসপতাকা ধারণ পূর্ব্বক অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সাধু পলিকার্প তাঁহাদিগের বিবরণ অবগত ছিলেন। যখন তিনি সর্ব্ব প্রথমে ঐ সকল অত্যাচার ও প্রাণ-বিসর্জ্জনের কথা শ্রবণ করেন, তখন তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই; অবশেষে বন্ধুগণের উপরোধে অনতিদূরবর্ত্তী একটী গ্রামে গমন পূর্ব্বক কতকগুলি বন্ধুর সহিত অবিশ্রান্ত ভগবানের নিকটে, ধর্ম্মমণ্ডলীর উপর যাহাতে রাজপুরুষেরা অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই প্রার্থনার সময়েই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাকেও অনতিবিলম্বে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে;—শত্রুরা তাঁহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। সাধু পলিকার্প যখন উক্ত গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে রাজপুরুষেরা তাঁহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া গ্রামের দুইটী বালককে ধৃত করে। সাধু কোথায় গোপনে বাস করিতেছেন, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য তাহারা বালকদ্বয়কে বিস্তর ক্লেশ দানে প্রবৃত্ত হয়। একটী বালক তাহাদিগের প্রহারে মৃতবৎ হইয়া পড়িল, তথাপি সাধুর

বাসস্থান দেখাইয়া দিল না; অপর বালক যাতনায় অস্থির হইয়া তাঁহারি বাসস্থান প্রকাশ করিয়া দিল। শত্রুপক্ষীয়েরা সাধু পলিকার্পের বাসস্থান অবগত হইয়া যখন তথায় উপনীত হইল, তৎকালে পলিকার্প উপরের একটী গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তথা হইতে তিনি অনায়াসে পলায়ন করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করিলেন না,—বলিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হউক"। শত্রুরা ধরিতে আসিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া তিনি তাহাদিগের নিকটে গমন পূর্ব্বক নম্র ও প্রফুল্লভাবে কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; তাহারা তাঁহার প্রফুল্ল মুখশ্রী ও অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। পলিকার্প তাহাদিগের অভিপ্রায় জানিয়াও আদরসহকারে আতিথ্যসৎকার করিলেন; তদনন্তর ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার জন্য এক ঘণ্টা কাল অবকাশ যাচ্ঞা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা-কালে যাহারা তথায় বর্ত্তমান ছিল, তাহারা সকলেই বুঝিতে পারিল, তাঁহার উপরে ব্রহ্মের আশীর্ব্বাদ অবতীর্ণ। তখন সাধু লোকের প্রতি অত্যাচার হইবে ভাবিয়া, অনেকে দুঃখ করিতে লাগিল।

তিনি যখন বিচারপতির নিকটে নীত হইলেন, বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই কি পলিকার্প?" উত্তর হইল,—"হাঁ"। বিচারপতি কহিলেন, "দেখ, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, এ বয়সে কেন আর দুঃখ ডাকিয়া আনিবে? বল,—দেবতাবিহীন লোকেরা বিলুপ্ত হউক"। পলিকার্প হস্ত বিস্তার করিয়া তত্রত্য জনতার সম্মুখে বলিলেন,—"দেবতা-বিহীন লোকেরা

বিলুপ্ত হউক"। শত্রুপক্ষীয়েরা মহর্ষি ঈশার শিষ্যদিগকেই দেবতাবিহীন বলিত ; কিন্তু পলিকার্পের নিকটে "দেবতাবিহীন" শব্দের অর্থ ভিন্ন প্রকার। বিচারপতি কহিলেন, "তুমি ঈশাকে নিন্দা কর ; আমি এই ক্ষণেই তোমাকে অব্যাহতি দিব"। "ছিয়াশি বৎসর কাল আমি তাঁহার দাস হইয়া আছি, আজ তাঁহাকে নিন্দা করিব কিরূপে" ?—পলিকার্পের মুখে এই উত্তর শুনিয়া বিচারপতি তাঁহাকে অবলম্বিত নব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ধর্ম্মবীর পলিকার্প বলিয়া উঠিলেন,—"কেন বৃথা আমাকে অনুরোধ করিতেছেন ? শুনুন, আমি সাহসের সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, আমি মহর্ষি ঈশার একজন শিষ্য। যদি আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের যৌক্তিকতা জানিতে চান, আমাকে এক দিন সময় দান করুন, আমি তৎসমুদয় বলিতে প্রস্তুত আছি"। বিচারপতি তাঁহার যুক্তিসকল শ্রবণ না করিয়াই কহিলেন, "তুমি যদি অনুতাপ না কর, আমি তোমাকে বন্য পশুর মুখে নিক্ষেপ করিব"। পলিকার্প উত্তর করিলেন, "বন্য পশু আনয়ন করুন, আমাকে তাহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলুক ; আমি কিছুতেই ভাল ছাড়িয়া মন্দ লইব না, পাপ-পথ হইতে পুণ্য-পথেই গমন করা শ্রেয়ঃ"। বিচারপতি বলিলেন, "তুমি বন্য পশুকে ভয় কর না ? ভাল, তোমাকে আমি অগ্নিতে দগ্ধ করিব ; দেখ, এখনও তোমার অনুতাপের সময় আছে"। পলিকার্প কহিলেন, "দেখুন,—যে অগ্নি ক্ষণকাল দগ্ধ করিয়া নিবিয়া যায়, আপনি সেই অগ্নির ভয় দেখাইতেছেন ;

দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে পরিণামে যে বিচারাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে, আপনি তদ্বিষয় অবগত নহেন। যাহা হউক বন্যপশুই হউক, আর অগ্নিই হউক, যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আনয়ন করিতে পারেন"। এই প্রকার বলিতে বলিতে সাধু পলিকার্প একপ্রকার অপূর্ব্ব সাহস ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি অণুমাত্র ভীত হইলেন না দেখিয়া, বিচারপতি ঘোষণা করিয়া দিলেন, "পলিকার্প আপনাকে ঈশার শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে"। তচ্ছ্রবণে সাধারণ লোকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "ইহাকে সিংহমুখে নিক্ষেপ করা হউক,—ইহাকে সিংহমুখে নিক্ষেপ করা হউক"। অবশেষে তাহা ব্যবস্থা-বিরুদ্ধ হওয়াতে সকলে একমত হইয়া তাঁহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করাই স্থির করিলেন। মহাত্মা পলিকার্প বীরের ন্যায় বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়া নির্ভয়ে অকাতরে জীবিতাবস্থায় অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার ক্ষণভঙ্গুর শরীর পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার অমরাত্মা এখনও আমাদিগকে সাহসসহকারে বিশ্বাসের পরিচয় দিতে বলিতেছেন।

——oo——

সাধু লরেন্স্।

এই পৃথিবীতে যে সকল সাধু ধর্ম্মের জন্য প্রাণ-বলি প্রদান পূর্ব্বক চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, সাধু লরেন্স্ তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন। কোন্ সময়ে কোথায় এই সাধুর জন্ম হয়, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না; স্পেন দেশের লোকেরা তাঁহাকে স্বদেশীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতেই যে তদীয় জীবনে বিলক্ষণ ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুবা লরেন্সের অসাধারণ সাধুতার বিষয় ক্রমে রোম-নগরের তদানীন্তন অন্যতম ধর্ম্মাচার্য্য সাধু সিক্স্টসের শ্রুতিপথারূঢ় হইল। সেই ধর্ম্মাচার্য্য লরেন্সের অদ্ভুত ধর্ম্মপরায়ণতার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে আপনার আশ্রয়ে রাখিয়া ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। যুবক লরেন্সের স্বাভাবিক প্রবল ধর্ম্মানুরাগ ছিল; তাহার উপরে তিনি ঈদৃশ সাধু-সহবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; মণি-কাঞ্চনের যোগ হইল। সাধু লরেন্স্ এইরূপে যৌবনকালে বিধাতার কৃপায় ক্রমশঃই ধর্ম্মোন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

২৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন সাধু সিক্স্টস্ রোমের প্রধান-ধর্ম্মযাজক-পদে অধিরূঢ় হইলেন, তখন তিনি লরেন্স্‌কে সহকারী ধর্ম্মাচার্য্য রূপে বরণ করিলেন। তৎকালে পোপের অধীন যে সাত জন সহকারী ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন, লরেন্স্ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রূপে নির্ব্বাচিত হইয়া-

ছিলেন। রোমীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর অনেক প্রধান প্রধান কর্ম্ম তাঁহাকেই নির্ব্বাহ করিতে হইত; তাঁহারই হস্তে মণ্ডলীর যাবতীয় ধন-সম্পত্তি থাকিত; তিনিই মণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে দরিদ্রদিগকে অর্থ বিতরণ করিতেন। দরিদ্রেরা তাঁহাকে যেরূপ চিনিত, এরূপ আর কাহাকেও চিনিত না। তিনি দরিদ্রদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিতেন।

যে সময়ে সাধু সিক্স্‌টস্‌ ও সাধু লরেন্স্‌ উভয়ে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা রোমীয় নর-নারীর চিত্তকে ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিতেছিলেন, তখন রোমের রাজ-সিংহাসনে সম্রাট ভ্যালে-রিয়ান সমাসীন। মহর্ষি ঈশার অনুবর্ত্তী ধর্ম্ম-সাধকদিগের উপর তাঁহার বিষম বিদ্বেষ ছিল। সাধু সিক্স্‌টস্‌ ও সাধু লরেন্স্‌ তন্নিবন্ধন সম্রাটের অপরিসীম বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। সম্রাট ভ্যালেরিয়ান মনে করিলেন, "যদি এই নবধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রধান যাজক ও উপদেষ্টাবর্গের প্রাণ বিনাশ করা যায়, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই ইহাদিগের দল ধরাতল হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে"। এই মনে করিয়া নিষ্ঠুর সম্রাট সমস্ত নবধর্ম্ম-প্রচারকের প্রাণ সংহার করিবার আদেশ ঘোষণা করিলেন।

সম্রাটের উল্লিখিত ভয়ানক আদেশ ঘোষিত হইবার পরে বৎসর-কাল মধ্যেই সাধু সিক্স্‌টস্‌ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। রাজপুরুষেরা যখন তাঁহাকে বধ করিবার জন্য বধ-ভূমিতে লইয়া যাইতেছিল,—সাধু লরেন্স কাঁদিতে কাঁদিতে

পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। তিনি সাধু সিক্স্‌টস্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "পিতা, আপনি পুত্রকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়াছেন? পরমেশ্বরের নিকটে আত্মবলি দিবার জন্য একাকী চলিয়াছেন কেন? ব্রহ্মাণ্ডপতির সিংহা-সন-তলে আত্মবলি প্রদান করিবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইতেছেন না কেন? আমাকে কোন্ অপরাধে পৃথিবীতে একাকী রাখিয়া যাইতেছেন?" সাধু সিক্স্‌টস্, তাঁহার এই কাতর-বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "বৎস! আমি ইচ্ছা করিয়া তোমাকে একাকী রাখিয়া যাইতেছি না; অল্প-কালমধ্যেই প্রবলতর-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে হইবে বলিয়াই পরমেশ্বর আজ তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন; অশ্রু মোচন কর; তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাক"। সাধু লরেন্স্ এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। তদনন্তর সাধু সিক্স্‌টস্, ভাণ্ডার-স্থিত সমস্ত অর্থ দরিদ্রদিগকে অবিলম্বে বিতরণ করিবার আদেশ দিয়া তাঁহাকে বিদায় প্রদান করিলেন।

"অল্পকালমধ্যে প্রবলতর-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে হইবে বলিয়াই আজ আমাকে বধ-ভূমিতে নীত হইতে হইল না" —এই ভাবিয়া সাধু লরেন্স্ ধর্ম্মাচার্য্য সিক্স্-টসের পশ্চাদ্গমন হইতে বিরত হইলেন। তিনি অবিলম্বে নগরের যাবতীয় দুঃখী, দুঃখিনী, অনাথ ও বিধবাকে আহ্বান করিয়া ভাণ্ডারস্থিত সমস্ত অর্থ বিতরণ করিয়া দিলেন; বহুমূল্য সামগ্রীসকল বিক্রয় করিয়া যে অর্থলাভ করিলেন,

তাহাও দরিদ্রদিগকে অর্পণ করিলেন। এইরূপে সমস্ত অর্থ বিতরণ করিয়া না দিলে অর্থলোলুপ রাজপুরুষেরাই তৎসমুদয় লুণ্ঠন করিয়া লইত। সেই প্রাচীন সময়ে ঈশা-শিষ্য-আখ্যাধারী যে সকল লোক রোম নগরে ধর্ম্মমণ্ডলী-ভুক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মমণ্ডলী প্রচুর অর্থের অধিকারী ছিলেন। যাজকদিগের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া উক্ত মণ্ডলী সেই প্রচুর অর্থে সার্দ্ধ সহস্র দরিদ্র ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। ধর্ম্মসাধন-নিরত অসংখ্য বিধবা ও কুমারীর প্রতিপালন-ভারও ঐ মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত ছিল।

সাধু সিক্সটস্ যে সময়ে লরেন্সের প্রতি দরিদ্রদিগকে ধনসম্পত্তি বিতরণ করিবার আদেশ প্রদান করেন, তৎকালে তদীয় সমভিব্যাহারী রাজপুরুষবর্গের কেহ কেহ সেই আজ্ঞা শুনিতে পাইয়াছিল। তাহারা অনতিবিলম্বে তদ্বিষয় আপনাদিগের অধ্যক্ষ-সকাশে ব্যক্ত করিল। উক্ত অধ্যক্ষ অর্থ-গৃধ্নু ছিলেন; তিনি মনে করিলেন, "এই নবধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রচুর গুপ্তধন আছে, যে কোন প্রকারে হউক, তৎসমুদয় আত্মসাৎ করিতে হইবে"। অধ্যক্ষ এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধু লরেন্সকে আপনার নিকটে আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। সাধু লরেন্স্ তাঁহার নিকটে উপনীত হইলে অধ্যক্ষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা কেবলই বলিয়া থাক, আমরা তোমাদিগের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করি; কিন্তু দেখ, আমি এক্ষণে তোমাদিগের নিকটে কোন নিষ্ঠুর প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি না;

শুনিয়াছি, তোমাদের বিপুল অর্থ আছে; তোমাদের ধর্ম্ম-মন্দিরে স্বর্ণময় পাত্রসকল ব্যবহৃত হয়; ঐ সকল গুপ্ত ধন আনিয়া দাও; সৈন্যদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য সম্রাটের তৎসমুদয় আবশ্যক হইয়াছে। তোমরাই বলিয়া থাক, 'যাহা রাজার, তাহা রাজাকে দিতে হইবে; যাহা ঈশ্বরের, তাহা ঈশ্বরকে দিতে হইবে'। 'তোমাদের ঈশ্বর মুদ্রা-সকল প্রস্তুত করেন নাই, তিনি তোমাদিগকে কেবল সদুপদেশ সমূহেরই অধিকারী করিয়াছেন; অতএব ধনসম্পত্তি রাজাকে আনিয়া দাও; নিজেরা কেবল সদ্বাক্যসমূহের অধিকারী হইয়া অবস্থান কর"। সাধু লরেন্স্ অধ্যক্ষের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, "আমাদিগের ধর্ম্মমণ্ডলীতে যে ঐশ্বর্য্য আছে, সম্রাটের ভাণ্ডারেও তাদৃশ ঐশ্বর্য্য নাই, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। এই মণ্ডলীর মহামূল্য অংশ আমি আপনার নিকটে প্রদর্শন করিতে পারিলে যথার্থই আহ্লাদ বোধ করিব; কিন্তু আমাকে কিঞ্চিৎ সময় প্রদান করিতে হইবে"। অধ্যক্ষ এই উত্তর শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহাকে তিন দিবস সময় দান করিলেন।

'তিন দিবস'—সময় লাভ করিয়া সাধু লরেন্স্ নগরের পথে পথে দীন দুঃখীদিগকে অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দুঃখী ও অনাথদিগের আবাসস্থান তাঁহার অপরিচিত ছিল না; তিনি তৃতীয় দিবসে রোম নগরের যাবতীয় অন্ধ, খঞ্জ, বধির, বিধবা, জরাজীর্ণ ও কুষ্ঠাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে ও অনাথ শিশুগণকে একত্রিত করিলেন। তদীয় আদেশানুসারে

তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তিনি অধ্যক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই দেখুন, ইহারাই আমাদিগের ধর্ম্ম-মণ্ডলীর ধনসম্পত্তি"। অধ্যক্ষ সেই দৃশ্য দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন; ক্রোধ-ঘৃণা-কষায়িত নেত্রে সাধুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সাধু লরেন্স্ অতুল সাহস সহকারে কহিলেন, "কি মহাশয়! আপনি এই ঐশ্বর্য্যরাজি দর্শন করিয়া কি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? ইহারাই সত্য সত্য মণ্ডলীর ঐশ্বর্য্য; আর যে সকল বিধবা ও কুমারী ধর্ম্মসাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়া এই ধর্ম্মমণ্ডলীতে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারাও ইহার ঐশ্বর্য্য; ধর্ম্মমণ্ডলীর আর ঐশ্বর্য্য নাই। ইহাদিগকে গ্রহণ করুন, ইহাদের দ্বারা সম্রাটের, আপনার ও এই রোম নগরের কল্যাণ সাধিত হউক"। অধ্যক্ষ এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি আমাকে উপহাস করিতেছ? প্রবল পরাক্রমশালী রোম-সম্রাটের প্রতিনিধির অপমান করিতে তুমি ভীত হও না? আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, তুমি কালের করাল কবলে পতিত হইবার উপক্রম করিয়াছ। তোমার সহজে মৃত্যু হইবে,—মনে করিও না; অসীম ও ভয়ানক যন্ত্রণা উপভোগ করিতে করিতে যাহাতে তোমার মৃত্যু ঘটে, আমি তাহারই আয়োজন করিতেছি"। সাধু লরেন্স্, অধ্যক্ষের ভয় প্রদর্শনে অণুমাত্র বিচলিত হইলেন না; তিনি জীবনে একমাত্র ঈশ্বরকেই ভয় করিয়া চলিতেন। অধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া সাধু লরেন্স্ কহিলেন, "আপনি যে যন্ত্রণার উল্লেখ করিয়া আমাকে ভয়

প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা আপনার নিকটে যন্ত্রণা বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকটে কিছুমাত্র ভয়-উদ্দীপক নহে”।

অধ্যক্ষের ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি সাধু নরেন্সের প্রাণ-সংহারে উদ্যত হইলেন। অচিরে সাধুর শরীর বস্ত্র-বিহীন হইল; বেত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দুরাত্মাগণ সাধুর শরীরের ক্ষতস্থানসমূহে অগ্নিদগ্ধ অত্যুষ্ণ লৌহ-খণ্ডসকল সন্নিবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভয়ানক যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। কিছুতেই সাধুর মুখশ্রী বিবর্ণ হইল না; তিনি পরমেশ্বরে চিত্ত-সমাধান করিয়া অকাতরে সমুদয় ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। এই ভয়ানক শাস্তিতেও সাধুকে অবিচলিত দেখিয়া অধ্যক্ষ ক্রোধে বন্য পশুর ন্যায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। সাধু, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “এ সকল যন্ত্রণায় আমি ভীত হই না, যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে আমাকে যাতনা প্রদান করুন, আমি সমুদয় সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি”। অধ্যক্ষের আদেশ অনুসারে দুরাত্মাগণ লৌহ-শলাকা দ্বারা সাধুর শরীরের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল। সাধু ধীর প্রশান্তভাবে সেই সমুদয় ক্লেশ সহ্য করিলেন; বোধ হয়, যেন তৎকালে স্বর্গের দূত আসিয়া তাঁহার ক্ষত বিক্ষত শরীর স্পর্শ পূর্ব্বক সমস্ত বেদনা অপনয়ন করিতেছিলেন। রোম-সম্রাটের সেনানীবর্গের মধ্যে একব্যক্তি সেই দৃশ্যে বিমুগ্ধ হইয়া সেই ভয়ানক সময়ে সাধুর সদনে গমন পূর্ব্বক

ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিলেন; আরও কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীর মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইল। এইরূপে সাধু লরেন্সের মৃত্যুও কতিপয় ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন-লাভের হেতু-স্বরূপ হইয়া উঠিল।

ক্রোধোন্মত্ত দুরাচার অধ্যক্ষ একটী বৃহৎ পাত্র আনাইয়া তন্মধ্যে উত্তপ্ত অঙ্গাররাশি স্থাপন করিলেন। তদুপরি লৌহ-শয্যা নির্ম্মিত হইল। সাধু লরেন্স্ শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া সেই শয্যায় শায়িত হইলেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করা নিতান্ত কঠিন। সাধুর প্রাণ পরমেশ্বরের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল; তিনি সেই ভয়ানক অবস্থাতেও বিশ্বজননীর প্রেমানন সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহের একদিক সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া গেল; তিনি নিজে হত্যাকারীদিগকে কহিলেন, "দেহটা উল্টাইয়া দাও, এক দিক সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়াছে"। দেহ উল্টাইয়া দেওয়া হইল; অপর দিকও সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া গেল। তখনও দেহে প্রাণ ছিল; সাধু মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমার দেহ তোমরা ভোজন কর"। তদনন্তর তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন, "দয়াময় ঈশ্বর! রোম নগরের পাপ,অধর্ম্ম যেন বিনাশ প্রাপ্ত হয়; এই নগরের লোকেরা যেন ধর্ম্ম লাভ করে"। এই প্রার্থনার পরেই তাঁহার নির্ম্মল তেজস্বী আত্মা সেই ক্ষত বিক্ষত দগ্ধ কলেবর হইতে বহির্গত হইয়া শান্তি-নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। ২৫৮ খৃষ্টাব্দে ১০ই আগষ্ট সাধু লরেন্স্ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার

আত্মোৎসর্গের দৃশ্য চিরকাল পৃথিবীর সম্মুখে থাকিয়া নিস্তেজ পাপভগ্ন হৃদয়সমূহকে ধর্ম্মতেজে পূর্ণ করিবে, ইহাতে অণু-মাত্র সন্দেহ নাই।

——oo——

সাধু আন্তনি।

দুই শত একান্ন খৃষ্টাব্দে মিসর দেশের অন্তঃপাতী কমা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য পরিরারে সাধু আন্তনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা, উভয়েই মহর্ষি-ঈশা-প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সাধুজীবন ও সুদৃষ্টান্ত দ্বারা শৈশবেই আন্তনির কোমল হৃদয়ে বিলক্ষণ ধর্ম্ম-ভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল। পিতা মাতার সুদৃষ্টান্ত ও সদাচরণ, সন্তানদিগকে যেরূপ ধার্ম্মিক ও নীতিপরায়ণ করিতে পারে, এরূপ আর কিছুই পারে না। যে পরিবার মধ্যে সন্তান-বর্গকে অধিক সময় অতিবাহিত করিতে হয়, যে পরিবারের ক্রিয়া-কলাপ সন্তানবর্গের নয়নপথে প্রতিনিয়ত উপস্থিত হয়, সেই পরিবারই তাহাদিগের নীতি শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট স্থল। পিতা মাতার ভাব ও চরিত্র যে সন্তানদিগের মধ্যে অল্পে অল্পে সঞ্চারিত হয়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আন্তনির পিতা মাতা উভয়েই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন

বলিয়া, শৈশবাবস্থাতেই যেমন তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। শিশু আন্তনি স্বীয় পিতা মাতা ও পরিজনবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহাকেও চিনিতেন না। শৈশবে কুসঙ্গে পড়িলে যেরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, প্রতিনিয়ত সৎসঙ্গে বাস করিলে তদ্রূপ অমৃতময় সুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংগঠিত-চরিত্র লোকেরা পরিণত বয়সে সকলপ্রকার লোকের সহিত নির্ব্বিঘ্নে মিশ্রিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তরুণবয়স্কেরা নিরবচ্ছিন্ন সৎসঙ্গে অবস্থান না করিলে প্রায়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকে। সাধু আন্তনি শৈশবে নিরবচ্ছিন্ন সাধু-সংসর্গে অবস্থান করিতেন বলিয়া, কখনও তাঁহাকে পাপ-প্রলোভনে আক্রান্ত হইতে হয় নাই। সাধু আন্তনি কখনও কুপথগামী হন নাই; শৈশবাবধি তাঁহার চরিত্র, নির্ম্মল ও সদ্গুণ-পূর্ণ ছিল। সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলে পাছে কুসংসর্গ দ্বারা তাঁহার বিমল চরিত্রে কলঙ্ক প্রবেশ করে, এই ভয়ে আন্তনির পিতা মাতা আন্তনিকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন নাই; তাঁহারা সন্তানের সুশিক্ষা-বিধানে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, এরূপ নহে। সাধু আন্তনি পিতা-মাতার নিকট হইতেই মাতৃভাষার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শৈশবাবধি সাধু আন্তনি গম্ভীর-প্রকৃতি ও সংযত-চিত্ত ছিলেন। তিনি কোন প্রকার ক্রীড়ায় কখনও কালক্ষেপ করিতেন না; বৃথা বহু বাক্য উচ্চারণ করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল।

সাধু আন্তনি বিংশতি-বৎসর-বয়ঃক্রম-কালে পিতৃ-মাতৃ-

হীন হইয়া পড়েন। তাঁহার এক মাত্র কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ধনাঢ্য পরিবারে সাধু আন্তনির জন্ম হয়। পিতৃ-মাতৃহীন হওয়াতে সাধু আন্তনিকে সমস্ত সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল; কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রতিপালন-ভারও তাঁহার উপরে নিপতিত হইয়াছিল। সাধু আন্তনি, বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবার প্রতিপালন করিয়া জীবন-কাল অতিবাহিত করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মলাভ-স্পৃহা তদীয় হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল; বিষয়-সুখে তিনি তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার হৃদয় হইতে সকল কামনা তিরোহিত হইয়াছিল; এক মাত্র ব্রহ্মকামনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মকামনা, সংসারাসক্তি বিনাশ করে; সংসারাসক্তির বিনাশ না হইলেও ব্রহ্মকামনা হৃদয়ে সম্যক উদিত হয় না। আলোকের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকারের তিরোভাব হয়, হৃদয়ে ব্রহ্ম-কামনার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই সংসারাসক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাধু আন্তনির হৃদয়ে প্রবল ব্রহ্মকামনা সমুদিত হইয়া একদিকে যেমন তদীয় চরিত্রগত নীতির মূলকে দৃঢ় করিয়া দিল, অপরদিকে তেমনই তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্য সঞ্চার করিল। সাধু আন্তনি নির্জ্জনে যেমন ব্রহ্মপূজা করিতেন, সাধারণ-উপাসনা-মন্দিরে গমন করিয়াও তদ্রূপ সকলের সঙ্গে ব্রহ্মপূজায় নিযুক্ত হইতেন, ও ধর্ম্মাচার্য্যদিগের উপদেশ-সমূহ শ্রবণ করিতেন। যে স্থলে বহুলোকে মিলিত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে ভক্তিসহকারে পরব্রহ্মের অর্চ্চনা করেন, তথায়

নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইলে বিলক্ষণ উপকার লাভ হইয়া থাকে। সকলের মন সকল সময়ে প্রেম-ভক্তি-রসে আর্দ্র থাকে না; ঐরূপ স্থলে পাঁচজনের ভক্তিভাব ও অর্চ্চনা-সংগীত অপর পাঁচজনের শুষ্কহৃদয়ে ভক্তি ও অনুরাগ উদ্দীপন করিয়া থাকে। ঐরূপ স্থলে স্বর্গধামের পাঁচজন যাত্রী অপর পাঁচজনকেও সমভিব্যাহারী করিতে পারেন; পাঁচ জন বৈকুণ্ঠবাসী অপর পাঁচ জনকে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত করিতে পারেন। সাধু আন্তনির হৃদয়ে যে সময়ে বৈরাগ্য সঞ্চার হইয়াছে, সেই সময়ে এক দিন তিনি স্থানীয় সাধারণ-উপাসনা-মন্দিরে গমন করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ শ্রবণ করেন। মহর্ষি ঈশা একদা এক যুবককে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থের যে অংশে সেই উপদেশের বিষয় লিখিত আছে, উক্ত দিবসে ধর্ম্মমন্দিরে সেই অংশ পঠিত হইয়াছিল। সাধু আন্তনি শ্রবণ করিলেন,—"মহর্ষি ঈশা এক যুবককে বলিয়াছিলেন, "তোমার যাহা কিছু আছে, সমস্ত বিক্রয় করিয়া আমার অনুসরণ কর; তুমি স্বর্গীয় ধনের অধিকারী হইবে"। এই উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধু আন্তনি মনে করিলেন, যেন মহর্ষি ঈশা স্বয়ং প্রচ্ছন্ন অমরলোক হইতে তাঁহাকেই ঐ উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তিনি মন্দির হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় ভগিনীকে বহু ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়া এক ধর্ম্মশীলা মহিলার উপরে তদীয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন। তদনন্তর তিনি যে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন,

তাহা বিক্রয় পূর্ব্বক বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন। এইরূপে সর্ব্বস্বহীন, অনন্য-আশ্রয় হইয়া সাধু আন্তনি ধর্ম্মসাধনে জীবনোৎসর্গ করিলেন। এইরূপ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মকেই গ্রহণ করা বিধি-সঙ্গত। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে গ্রহণ করিলে ব্রহ্ম স্বয়ং সাধকের হস্তে পুনরায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন। সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মের নিকট হইতে সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলে সাংসারিক মোহ বা পাপ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। মাতৃগর্ভই শিশুর প্রথম বাসস্থল; মাতাই শিশুর প্রথম অবলম্বন; মাতৃগর্ভ হইতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীর অধিকারী হয়; যে ব্যক্তি প্রথমে একমাত্র জগজ্জননীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, কেবল তাঁহারই মধ্যে বাস করেন, এবং পরিশেষে তাঁহারই হস্ত হইতে সমুদয় সামগ্রী প্রাপ্ত হন, তাঁহাকেই দ্বিজাত্মা বলা যায়। সাধু আন্তনি দ্বিজাত্মা হইবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সাধু আন্তনি নিরাশ্রয় ও সর্ব্বস্বহীন হইয়া বনবাসী তপস্বী-দিগের নিকটে গমন করিলেন। সেই বৈরাগী ধর্ম্মাত্মা-দিগের সহবাসে থাকিয়া তিনি সততই তাঁহাদিগের সদ্গুণ-সকল লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। সাধুদিগের সঙ্গে বাস করিয়া যদি আমরা তাঁহাদিগের ধর্ম্মভাব উপার্জ্জন করিতে উদাসীন থাকি, তাহাহইলে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য আমরা কদাচ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। আন্তনি, সাধু-সঙ্গে থাকিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, ধর্ম্মসাধন

আরম্ভ করিবার সময়ে দুরূহ বোধ হয় বটে, কিন্তু সাধন করিতে করিতে সাধকেরা পরমানন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন। সেই জন্যই তিনি নিষ্ঠাসহকারে মিতাচারী হইয়া নিত্য নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন পূর্ব্বক ধর্ম্ম সাধন করিতে লাগিলেন। বৈরাগ্য, সাধুসঙ্গ ও নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধন,—এই তিনটী ব্যাপার সাধু আন্তনির ধর্ম্ম-জীবন সংঘটন করিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার আহার পান অতি সামান্য ছিল। সামান্য রুটি ও লবণ মাত্র আহার করিয়া তিনি শরীর রক্ষা করিতেন। জল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পানীয় গ্রহণ করিতেন না। সময়ে সময়ে দুই তিন দিবস সম্পূর্ণরূপে উপবাস করিয়া বৈরাগ্য ও সংযম অভ্যাস করিতেন। কোন কোন সময়ে উপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়া বিনা নিদ্রায় সমস্ত রজনী কাটাইয়া দিতেন। সচরাচর রজনীর অধিকাংশ উপাসনায় অতিবাহিত হইত। সামান্য মাদুর তাঁহার শয্যা ছিল; সময়ে সময়ে ভূমিতে শয়ন করিয়াই তিনি নিদ্রা যাইতেন। সাধু আন্তনি সন্ন্যাসীদিগের সহবাসে তপোবনে অবস্থিতি করিবার সময় স্বকীয় পরিশ্রমের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; ভিক্ষা দ্বারা আহার-সংগ্রহ করিতেন না। সময়ে সময়ে তিনি স্বহস্তে ঝুড়ি নির্ম্মাণ করিতেন; সেই ঝুড়ি বিক্রয়-লব্ধ অর্থেই তদীয় আহার সংগৃহিত হইত। অধিকন্তু তিনি আপনার যৎসামান্য আহারাদি প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত, তৎসমুদয় দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন। পর-দুঃখে তিনি কাতর

হইতেন। ব্রহ্মপ্রেম যে হৃদয়ে বিরাজ করে, সে হৃদয়ে জীবের প্রতিও বিলক্ষণ প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মের প্রতি সাধু আন্তনির প্রেম-ভক্তি দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সমুদয় নর-নারীর প্রতিও তেমনই তাঁহার দয়া ও প্রীতি দিন দিন অধিক হইয়াছিল। সাধু আন্তনির তপোবনে অবস্থিতি-কালে তদীয় সাধুতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

সাধু আন্তনি সন্ন্যাসী তপস্বীদিগের সহবাসে থাকিয়া পঞ্চদশ বৎসর ধর্ম্ম-সাধন করিয়াছিলেন, তদনন্তর আরও গভীররূপে ব্রহ্ম-সম্ভোগ-স্পৃহা তদীয় হৃদয়ে সমুদিত হয়। তদনুসারে সাধু আন্তনি সেই তপোবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আরণ্য-প্রান্তর-মধ্যবর্ত্তী এক পতিত ভগ্ন অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় তিনি বিংশতি-বৎসর-কাল নির্জ্জনবাস করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অস্তিত্বের কথা অতি অল্প লোকেই অবগত ছিলেন। তাঁহার যে সকল ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঐ নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মসংগীত সকল গান করিতে শুনিতেন, তাঁহারাই কেবল জানিতেন, আন্তনি ঐ নিভৃত স্থানে তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। এই তপস্যাকালে সাধু আন্তনির কোন বন্ধু দিবসের এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে আহার দিয়া আসিতেন; সাধু সামান্য আহার গ্রহণ করিয়াই জীবন ধারণ করিতেন। বিংশতি-বৎসর-কাল নির্জ্জনে গভীর তপস্যায় অতিবাহিত করিয়া সাধু আন্তনি ৩০৫ খৃষ্টাব্দে ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে লোকালয়ে আগমন

করেন। তিনি একবারে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পুনরায় লোকালয়ে আগমন করিলেন।

সাধু আন্তনি তপোবল-সম্পন্ন হইয়া লোকালয়ে আগমন পূর্ব্বক দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন ও শিক্ষাবিধান দ্বারা লোক-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা আন্তনির শুদ্ধ জীবনের প্রভাব অচিরকালমধ্যেই বহু লোকের উপর সঞ্চারিত হইয়াছিল। অনেকেই তাঁহার অনুগত হইয়া তদীয় ধর্ম্ম-জীবনের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সকল লোক লইয়াই মিসর দেশে সর্ব্ব প্রথমে তপস্যাশ্রমের (Monastic Institution) সূত্রপাত হয়। ঈদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াও সাধু আন্তনি অপরের নিকটে শিক্ষা করিতে কদাচ বিমুখ হইতেন না। কেহ কোন সদ্বিষয় বলিলে তিনি তাঁহার নিকটে বাধ্য হইয়া থাকিতেন। ধর্ম্মাচার্য্য ও সাধু-ভক্ত-দিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল। তিনি তাঁহাদিগের নিকটে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। সাধু আন্তনি অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী ও কোমল-হৃদয় ছিলেন। কখনও কোন ব্যক্তি সাধু আন্তনি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত বা ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতেন, বা তাঁহার সহিত কথা কহি-তেন, তাঁহারাই তদীয় সদ্গুণে ও ধর্ম্মভাবে মোহিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি প্রশান্ত ছিল; প্রকৃতি সাধারণতঃ লোকের আকৃতিতে অনেক পরিমাণে প্রকাশিত হয়। সাধু আন্তনির প্রকৃতি যেমন নির্ম্মল ও প্রশান্ত ছিল, তদীয় আকৃতিও তদনুরূপ সৌম্য ও সুন্দর বোধ হইত।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, ধর্ম্মশীল পুণ্যাত্মাদিগের মুখশ্রীতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, আন্তনির মুখমণ্ডলে সেই জ্যোতিঃর অভাব ছিল না। সুখে বা দুঃখে, হর্ষে বা শোকে তিনি কদাচ বিচলিত হইতেন না। বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রায়ই গমন করিতেন, তজ্জন্য কখনই তাঁহার বিরক্তি বোধ হইত না। নানালোকে নানাপ্রকারে প্রশংসা করিলেও তিনি কখনও অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিতেন না। লোকের নিন্দা প্রশংসা তাঁহার নিকটে সমান বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট কনস্তান্তাইন সাধু আন্তনির সমীপে উপদেশ-প্রার্থী হইতেন; তাহাতে তাঁহার অণুমাত্র অহঙ্কার বোধ হইত না। সম্রাটকে অকুতোভয়ে উপদেশ প্রদান করিতেও তিনি সঙ্কুচিত হন নাই। সাধু আন্তনি প্রায় পঞ্চাশ-বর্ষ-কাল ধর্ম্ম-সাধকদিগকে সাধন বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। মিসরদেশের তপস্যাশ্রমে বাস করিয়া কত লোকে সাধু আন্তনির উপদেশ-প্রভাবে ব্রহ্ম-পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। ক্রমে তপস্বী আন্তনির অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। ৩৬৫ খৃষ্টাব্দে এক শত পাঁচ বৎসর বয়সে সাধু আন্তনি লোকান্তর যাত্রা করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি স্বকীয় শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "ঈশ্বর আমাকে ডাকিতেছেন; আমার পিতৃ-পুরুষেরা যে পথে গমন করিয়াছেন, আমিও সেই পথে চলিয়াছি"। এই বলিয়া তিনি শিষ্যদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় লইয়া দেহ বাস পরিত্যাগ করিলেন।

মিসরদেশীয় সাধু জন।

৩০৫ খৃষ্টাব্দে মিসর দেশে এক অতি নীচ বংশে সাধু জনের জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি সূত্রধরের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন; ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম-কাল পর্য্যন্ত সূত্রধর-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াই দিনপাত করিতেন। অবশেষে তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল; তিনি সাংসারিক সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এক প্রবীণ উদাসীন সাধুর নিকটে গমন করিয়া ধর্ম্ম-শিক্ষার্থী হইলেন। ঐ উদাসীন সাধু, জনের অলোক-সামান্য নম্রতা ও সরলতা দর্শন করিয়া বিলক্ষণ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। জন কতদূর বাধ্যতা সহকারে তদীয় আদেশ প্রতিপালনে প্রস্তুত, উদাসীন সাধু বিবিধ প্রকারে তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তদীয় বাধ্যতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দর্শনে ধার্ম্মিক উদাসীন স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি স্বকীয় আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠাপ্রভাবে অচিরকালমধ্যেই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হইবেন। সাধু জন উক্ত প্রবীণ উদাসীনের অধীন থাকিয়া ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্ম-সাধন করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসরকাল এইরূপে অতিবাহিত হইল; তদনন্তর উল্লিখিত উদাসীনের লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলে তিনি এক তপস্যাশ্রমে তিন চারি বৎসর বাস করিয়া তত্রত্য সাধু তপস্বীদিগের নিকট হইতে সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্ম্ম ও প্রণালী শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চল্লিশ বৎসর বয়সে সাধু জন স্বকীয় প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ অনুভব করিয়া লোকালয়-সংশ্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক লিকোপলিস নগরের নিকটবর্ত্তী এক দুরারোহ শৈলোপরি প্রস্থান করেন। তথায় এক গুহামধ্যে বাস করিয়া তিনি তপস্যাচরণে নিযুক্ত হন। সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ দিবস তিনি অবিশ্রান্ত পরমেশ্বরের স্তব স্তুতি ও প্রার্থনাতে নিযুক্ত থাকিতেন। শনি ও রবিবারে কোন ব্যক্তি তদীয় ধর্ম্মোপদেশ-প্রার্থী হইয়া তথায় গমন করিলে, তিনি আহ্লাদ-সহকারে তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। কেবল নারীগণের পক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ ছিল। যে গুহায় বাস করিয়া সাধু জন সাধন-ভজন করিতেন, প্রস্তরখণ্ড সন্নিবেশ পূর্ব্বক তিনি সেই গুহাদ্বার নিতান্ত সংকীর্ণ করিয়াছিলেন। সূর্য্যাস্ত-কাল পর্য্যন্ত তিনি কোন প্রকার আহার গ্রহণ করিতেন না; সূর্য্যাস্তের পরে অতি সামান্য ফল মূল মাত্র ভোজন করিতেন; অগ্নিপক্ক কোন দ্রব্যই তিনি আহার করিতেন না। আত্মসংযমের এইরূপ কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি পঞ্চাশ-বর্ষ-কাল সেই গুহামধ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন।

সাধু জনের মহত্ত্বের খ্যাতি ঈদৃশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, নানাদেশ হইতে অনেক লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত শৈলোপরি গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক রাজা ও সম্রাটকে তৎসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে দেখা যাইত। কোন কোন সম্রাট তাঁহাকে আপনাপন রাজ-সভায় লইয়া

যাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইতেন না। সাধু জন সেই গুহামধ্যে আসীন হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপদেশ বিতরণে কাহারও প্রতি কৃপণতা প্রদর্শন করিতেন না। যে সকল লোক বহুদূর হইতে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের প্রত্যাশায় তথায় গমন করিতেন, তাঁহাদিগের বিশ্রামের জন্য তিনি স্বকীয় গুহার অনতিদূরে এক বিশ্রাম-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

একদা সাধু জনের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া গিয়া তদ্দেশীয় এক সেনাপতি স্বীয় পত্নীকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সেনাপতি সস্ত্রীক তদীয় দর্শন-সুখ-লাভ-লালসায় বিস্তর ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক লিকোপলিস নগরে গমন করেন। তদনন্তর সেনাপতি একাকী সাধু-সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমার পত্নী আপনাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত অভিলাষিণী হইয়া পথিমধ্যে নানা ক্লেশ পাইয়াও আগ্রহসহকারে এস্থলে আগমন করিয়াছেন; যদি অনুমতি করেন, তাঁহাকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি"। সাধু জন উত্তর করিলেন, "দেখ বৎস! আমি যে সময় হইতে এই শৈল-গহ্বরে সংগোপনে অবস্থিতি করিতেছি, সেই সময় হইতেই কোন নারীর সহিত সাক্ষাৎ বা কথোপকথন করিব না, এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া আছি; চল্লিশ বৎসর এই নিয়ম পালন করিতেছি; সুতরাং তোমার পত্নীর অভিলাষ পূরণে সমর্থ হইতেছি না বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে"। সাধুর এই উত্তর শ্রবণ করিয়া সেনাপতি লিকোপলিসে পুনর্গমন পূর্ব্বক

স্বকীয় পত্নী-সকাশে তাহা বিজ্ঞাপন করিলেন। সেনাপতি-পত্নী স্বভাবতঃই বিলক্ষণ ধর্ম্মশীলা ছিলেন; সাধু-দর্শনে সেই জন্যই তাঁহার যার-পর-নাই আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তিনি কহিলেন, "আমি যদি সেই সাধুকে না দেখিতে পাই, দুঃখে আমার প্রাণ-বিয়োগ হইবে"। সেনাপতি পুনরায় শৈলশৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক সাধু-সমীপে পত্নীর এই উক্তি নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে সাধু, সেনাপতিকে কহিলেন, "বৎস! তুমি তোমার পত্নীর নিকটে গমন করিয়া বল, তাঁহাকে এই দুরারোহ শৈলশৃঙ্গে আগমন করিতে হইবে না, অদ্য রজনী-তেই তিনি আমার দর্শন লাভ করিবেন"। সেনাপতি লিকোপলিসে গমন করিয়া সাধু-বাক্য পত্নীর বিদিত করিলেন। কিরূপে সেই রজনীতে সাধু-দর্শন ঘটিবে, উভয়েই কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিশীথ সময়ে যখন সেনাপতি-পত্নী নিদ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, তখন তিনি সেই সাধুকে স্বপ্নযোগে দর্শন করিলেন। স্বপ্নে সাধু আসিয়া কহিলেন, "হে নারি! তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়াই আমি তোমার নিকটে আগমন করিলাম। ঈশ্বরের সেবকদিগকে চক্ষে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া বৈধ নহে; কেবল তাঁহাদিগের চরিত্র চিন্তা কর, দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। আমাকে দেখিবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন? আমি এক জন সাধু? আমি এক জন ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক? আমি যে দুর্ব্বল পাপী। তুমি ঈশ্বর-কৃপায় রোগমুক্ত হইয়াছ। সতত ঈশ্বরকে ভয় কর; তাঁহার

অনন্ত প্রেম বিস্মৃত হইও না"। সেনাপতি, পত্নীমুখে এই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া, পর-দিবস বিস্ময়পূর্ণ হৃদয়ে সাধু-সন্নিধানে উপনীত হইয়া সমস্ত ব্যাপার বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক সাধুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সাধুর লোকান্তর-প্রাপ্তির কয়েক মাস পূর্ব্বে ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে পেলাডিয়স্ নামক এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করেন। ইনিই উত্তর কালে হেলেনোপোলিস নগরের প্রধান-যাজক-পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। যে সময়ে পেলাডিয়স্ সাধু-দর্শনাভিলাষে যাত্রা করেন, তৎকালে পথ বড় সুগম ছিল না। তিনি যখন সাধুর বাসস্থান-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে সাধু তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন; গুহাদ্বার অবরুদ্ধ ছিল। পেলাডিয়স্ জানিতে পারিলেন,—শনিবার পর্য্যন্ত গুহাদ্বার উদ্ঘাটিত হইবে না। অগত্যা তাঁহাকে আগন্তুক দিগের বিশ্রামাগারে প্রতীক্ষা করিয়া বাস করিতে হইল। শনিবার আট ঘটিকার সময়ে পেলাডিয়স্ গুহা-সন্নিধানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, গহ্বর-দ্বার উন্মুক্ত হই-য়াছে; সাধু গুহামধ্যে আসীন হইয়া গবাক্ষপথ দিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসু-গণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেছেন। পেলাডিয়স্‌কে দর্শন করিয়া সাধু তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; অবশেষে নানা প্রকার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আলিপিয়স্ নামক তৎ-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা কোন বিষয়ে সাধুর পরামর্শ-প্রার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শাসনকর্ত্তাকে সত্বরভাবে

উপস্থিত দেখিয়া সাধু, পেলাডিয়সের সহিত কথোপকথন স্থগিত করিয়া তাঁহারই সহিত স্থানান্তরে কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বাক্যালাপ চলিতেছিল দেখিয়া, পেলাডিয়স্ বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলেন; মনে মনে সাধুর ঈদৃশাচরণের নিন্দা করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। অবশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। সাধু তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া থিয়োডোরস্ নামক এক ব্যক্তিকে তৎসন্নিধানে প্রেরণ পূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন, "হে ভ্রাত! তুমি অধীর হইতেছ কেন? শাসনকর্ত্তাকে শীঘ্রই বিদায় দিয়া আমি তোমার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইব"। পেলাডিয়স্ শাসনকর্ত্তার বিদায়-গ্রহণ-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন; অবশেষে সাধু তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি আমার উপর ক্রোধ করিতেছিলে কেন? দেখ, তোমার সহিত আমি যে কোন সময়ে কথোপকথন করিবার সুবিধা পাইব, কিন্তু এই সকল লোকের সহিত ধর্ম্মালাপ করিবার সুবিধা সকল সময়ে পাওয়া যায় না; তোমাকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার জন্য অনেক লোক আছেন, কিন্তু ইহারা নিয়ত অনিত্য সাংসারিক বিষয়ে জড়িত থাকে, ইহাদিগকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিবার কেহই নাই"। সাধুরা কি অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হন, অনেকে তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া যে, সময়ে সময়ে সাধু-নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা পেলাডিয়সের বিলক্ষণ প্রতীত হইল।

ঐ বৎসরেই পেট্রোনিয়স্ নামক এক বিখ্যাত সাধু, অপর ছয় জন সাধক সমভিব্যাহারে বহু পথ পর্য্যটন করিয়া পূর্ব্বোক্ত শৈলশৃঙ্গে সাধু জনকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, সাধু জন প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদিগের মধ্যে কেহ কি ধর্ম্ম-প্রচার-ব্রতধারী আছেন?" তাঁহারা উত্তর করিলেন,—"না"। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এক ব্যক্তি উক্ত ব্রতধারী ছিলেন। উক্ত বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি যে ধর্ম্মপ্রচারক, তাহা তদীয় সঙ্গিগণের অজ্ঞাত ছিল; সেই জন্যই তাঁহারা উত্তর করিয়াছিলেন,—"না"। আর সেই ধর্ম্মপ্রচারক, "আমি ধর্ম্মপ্রচারক হইবার অযোগ্য"—এইরূপ ভাবিয়া বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন,—"না"। অবশেষে সাধু জন স্বকীয় স্বর্গীয় প্রতিভা-বলে তাহা অবগত হইয়া সেই ধর্ম্মপ্রচারকের হস্ত চুম্বন করিয়া কহিলেন, "বৎস! সাবধান;—যে কৃপা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম-প্রচার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, সে কৃপা কখনও অস্বীকার করিও না; বিধাতা প্রচারব্রত দিয়াছেন, তুমি যে সে ব্রত পাইয়াছ, অস্বীকার কর কেন? বিনয় প্রদর্শন করিতে গিয়া মিথ্যা বলাও মহাপাপ"। সেই ধর্ম্ম-প্রচারক, সাধুর এই ভর্ৎসনা-বাক্য শীরোধার্য্য করিলেন। অনন্তর সাধু জন, সাধু পেট্রোনিয়স্ ও তদীয় সঙ্গিগণের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা সাধু জনের হিতগর্ভ উপদেশসমূহ শ্রবণ পূর্ব্বক বিলক্ষণ পরিতৃপ্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

সাধু জন এইরূপে সেই নিভৃত নিবাসে অবস্থিতি পূর্ব্বক এক দিকে বৈরাগ্যব্রত পালনে ও তপস্যাচরণে নিযুক্ত থাকিতেন, অপর দিকে ধর্ম্মার্থীদিগকে সময়ে সময়ে উপদেশ দিয়া নরনারীর বিস্তর মঙ্গল সাধন করিতেন। বহুকাল সাধন-তপস্যায় অতিবাহিত করিয়া ৯০ বৎসর বয়সে একদা তিনি জানু পাতিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে, ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি হইয়াছে; অপর কেহ কেহ বলেন, সাধু জন ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৭এ মার্চ্চ পরলোকগত হইয়াছেন।

——00——

সাধু মার্ত্তিনিয়ানস্।

যে সময়ে সম্রাট কনস্তান্তিয়স্ রোম-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্যালেস্তাইনের অন্তর্ব্বর্ত্তী সিজারিয়া নামক নগরীতে সাধু মার্ত্তিনিযানসের জন্ম হয়। শৈশবেই তদীয় কোমল-হৃদয়ে বিলক্ষণ ধর্ম্মানুরাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। কিরূপে ইন্দ্রিয়সকল সংযত হইবে, কিরূপে জীবন বিবিধ সদ্গুণের আধার হইবে, কিরূপে হৃদয়ে ভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মিবে, এইরূপ চিন্তাই সতত তাঁহার অন্তঃকরণে বিরাজ করিত। অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে

সাধু মার্ত্তিনিয়ানস্ অনন্যমন হইয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধন করিবার অভিলাষী হইলেন। সেই অল্পবয়সে তদীয় ধর্ম্মার্জ্জন-স্পৃহা ঈদৃশ বলবতী হইল, যে তিনি লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিজারিয়া নগরীর নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতের গহ্বরে গিয়া একাকী বাস করিতে লাগিলেন। আহার-পরিচ্ছদ-লাভের চিন্তা কোন মতেই তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইত না; তিনি নিবিষ্টচিত্তে ব্রহ্ম-চিন্তা করিয়া সময়াতিপাত করিতেন। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও সাধু-চরিত্রলাভই যুবক মার্ত্তিনিয়ানসের তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল। সাধু মার্ত্তিনিয়ানস্ এইরূপে পঁচিশ বৎসর-কাল সেই জন-সমাগমশূন্য পর্ব্বত-গুহায় তপস্যা করিয়া, অলোক-সামান্য সাধুতা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ক্রমে তদীয় সাধুতার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে নানাস্থানের লোকে সময়ে সময়ে সাধুর নিকটে উপদেশ-প্রার্থী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সাধু মার্ত্তিনিয়ানসের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া বিলক্ষণ তৃপ্তি ও উপকার অনুভব করিতেন; সাধুর হৃদয়েও তদ্দ্বারা অপরিসীম আনন্দ-সঞ্চার হইত।

এক দুষ্টচরিত্রা নারী সেই সংযতেন্দ্রিয় পবিত্র সাধু-পুরুষের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন করিবার অভিলাষিণী হইয়াছিল। সেই কামিনী নিতান্ত দরিদ্রের বেশ ধারণ করিয়া একদা রজনীযোগে সাধু-সদনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, "মহাশয়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী; আমার প্রাণ যায়; আজ রজনীতে আপনি

আমাকে আশ্রয় না দিলে এই প্রান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণ হারাইতে হইবে"। মার্ত্তিনিয়ানস্ তচ্ছ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে সেই রাত্রির জন্য তথায় অবস্থিতি করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে সেই পাপিয়সী নারী স্বায় দরিদ্র-বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রমণীয় পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া সাধুর সম্মুখীন হইল; কহিল, "মহাশয়! গত রজনীতে আমি আপনার নিকটে দরিদ্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছি বটে, কিন্তু বাস্তবিক আমি দরিদ্র নই; এই নগরেই আমার বসতি; আমার ঐশ্বর্য্য অতুল; আমি সেই অতুল সম্পত্তি আপনাকে প্রদান পূর্ব্বক আপনার পত্নীভাবে অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি; এক্ষণে আপনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন"। মার্ত্তিনিয়ানস্ রমণীর উক্তি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি তাপসব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক এই নির্জ্জন পর্ব্বতে ব্রহ্ম-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু এই ব্রত ভঙ্গ করিলে কি আমার কিছু ক্ষতি হইবে?" ক্রমে তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল; তিনি সেই কলঙ্কিনীর মধুময় বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া তদীয় প্রস্তাবে সম্মতি প্রদানে অভিলাষী হইলেন।

যে সময়ে সাধু ঐ দুষ্ট-চরিত্রা রমণীর সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎকালে কতকগুলি লোক সাধুর নিকটে ধর্ম্মোপদেশ-লাভ-লালসায় গমন করিবেন, এইরূপ নির্দ্ধারিত ছিল। তজ্জন্য সাধু মার্ত্তিনিয়ানস্ সেই নারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এখনই এখানে কতকগুলি ধর্ম্মার্থী লোকের

আসিবার কথা আছে; অতএব তুমি গুহামধ্যে অবস্থান কর; আমি বাহিরে গিয়া পথিমধ্যেই তাঁহাদিগের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিয়া অবিলম্বে প্রত্যাগমন করিব”। এই বলিয়া সাধু গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অকস্মাৎ তদীয় হৃদয়ে ঘোরতর অনুতাপ-সঞ্চার হইল। ব্রত ভঙ্গ করিয়া তিনি যে নিরয়গামী হইতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন; অধিক দূর অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইয়া গুহামধ্যে ফিরিয়া গেলেন। তথায় মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে স্বীয় চরণদ্বয় দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দাহ-যন্ত্রণা প্রবল হইয়া উঠিল; তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে চমকিত হইয়া সেই রমণী গুহান্তর হইতে তদীয় সম্মুখে উপস্থিত হইল; দেখিল, সাধু ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, তাঁহার চরণদ্বয় অর্দ্ধ-দগ্ধ হইয়াছে। সাধু মার্ত্তিনিয়ানস্ রমণীকে সম্মুখে দেখিয়া কহিলেন, “এই সামান্য অগ্নিদাহ-যন্ত্রণা যদি আমি সহ্য করিতে না পারি, তাহা হইলে নরকাগ্নির দুর্ব্বিষহ দাহ-যন্ত্রণা কিরূপে সহ্য করিব?” ক্রমে রমণী সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিল; সে সাধুকে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা করাতেই যে সাধুর এই অবস্থা উপস্থিত হইল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। পাপিয়সীর পাপ-কঠোর হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া পড়িল; সেও অনুতাপে দগ্ধ হইয়া কাঁদিতে লাগিল; সাধুকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় পাপ স্বীকার পূর্ব্বক কহিল, “আমার পরিত্রাণ কিরূপে হইবে? আমি কি করিব? কি করিলে

আমি শান্তি পাইব, আমাকে বলিয়া দিন”। সাধু তাঁহাকে যথার্থ অনুতপ্ত দেখিয়া বেথলেহম্ নগরের ধর্ম্মাশ্রমে প্রেরণ করিলেন। ঐ নারী উক্ত ধর্ম্মাশ্রমে গমন করিয়া কঠোর বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিল; তথায় সে ভূমি-শয্যায় শয়ন করিত; সামান্য আহার গ্রহণ করিয়া দিনপাত করিত; তাহার হৃদয় হইতে সুখস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল।

সাধু মার্ত্তিনিয়ানস্ সাতমাস-কাল ভূমি-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে পারেন নাই; অবশেষে তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। তদনন্তর তিনি মনে করিলেন, “যে স্থানে কোন প্রকার প্রলোভন উপস্থিত হইতে না পারে, এমন স্থানে গিয়া ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হইব”। এইরূপ মনে করিয়া এক শৈলশৃঙ্গে গমন পূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ স্থান চতুর্দ্দিকেই বারিরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এক নাবিক বৎসরে দুইবার তথায় গমন করিয়া সাধুকে প্রয়োজনানুরূপ সামান্য খাদ্য ও নির্ম্মল জল দিয়া আসিত। সাধু মার্ত্তিনিয়ানস্ তথায় ছয় বৎসর নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদা তথায় একখানি তরণী শৈলাহত হইয়া জলগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়। একটী বালিকা ব্যতীত সেই তরণীর সমুদয় আরোহী জলগর্ভে প্রাণ হারাইয়াছিল। বালিকাটী মাস্তুল ধরিয়া কোন ক্রমে তীরে ভাসিয়া আসে। সাধু মার্ত্তিনিয়ানস্ তদ্দর্শনে জলে নামিয়া বালিকাটীকে উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার প্রাণ রক্ষা করতঃ অবশেষে তাহাকে স্বীয় খাদ্য

সামগ্রী সমুদয় অর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাক; শীঘ্রই একখানি তরণী দেখিতে পাইবে; তদ্দ্বারা তুমি অভিলষিত স্থানে গমন করিও"। এই বলিয়া তিনি তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন; অবশেষে সন্তরণ দ্বারা জলরাশি অতিক্রম করিয়া, ও মরুময় প্রদেশসমূহ পর্যট্যন করিয়া এথেন্স নগরে উপনীত হইলেন; জীবনের অবশিষ্ট কাল তথায় সুখে বাস করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ৪০০ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে এই সাধু প্রফুল্লচিত্তে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; সে প্রণালীর দিকে আমাদিগের দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু পাপের প্রতি তাঁহার কেমন সুতীব্র ঘৃণা ছিল, ধর্ম্মার্জ্জনে কিরূপ আগ্রহ ছিল, তাহাই চিন্তা ও অনুভব করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

—oo—

সাধু এব্রাহাম।

সাধু এব্রাহাম চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী চিদানা নগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে বংশে তাঁহার জন্ম হয়, সে বংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অসাধারণ ছিল। সাধু এব্রাহামের পিতা অতুল ঐশ্বর্য্যের

অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বীয় সন্তান এব্রাহামকে সুশিক্ষা প্রদান করিতে অণুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। শিক্ষাগুণে শৈশবেই এব্রাহামের হৃদয় বিবিধ সদ্ভাবের ও জীবন বহুল সদ্গুণের আধার হইয়া উঠিয়াছিল। পিতা মাতার অভিলাষানুসারে এব্রাহামকে যৌবনের প্রারম্ভেই পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। এব্রাহাম যে রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, সেই রমণী সাধ্বী ও পতিপরায়ণা বলিয়া বিখ্যাত। সাধু এব্রাহামের বিবাহানুষ্ঠান ও তৎসংক্রান্ত উৎসবাদি পরিসমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই তদীয় হৃদয়ে বৈরাগ্যের অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি বিবাহিত হইয়াও কৌমার-ব্রত পরিপালনে কৃতসংকল্প হইলেন। সাংসারিক মায়া তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। বিধাতার আদেশ বুঝিয়া তিনি বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সাধনেই জীবনকাল অতিবাহিত করিতে মানস করিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত যে জনসাধারণের বিলাস, অধর্ম্মাসক্তি ও চিত্তবিভ্রম অপনোদন করিয়া সুশৃঙ্খলা স্থাপন করে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

সাধু এব্রাহাম বিধাতার নির্দ্দেশ বুঝিবা মাত্র স্বকীয় নবপরিণিতা ভার্য্যার সকাশে তাহা ব্যক্ত করিলেন। তদনন্তর সাংসারিক সকল প্রকার সুখ-স্পৃহা হৃদয় হইতে দূর করিয়া তিনি সংগোপনে গৃহ-দ্বার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যাভিমুখে চলিয়া গেলেন। সাধু এব্রাহামের গৃহ-পরিত্যাগ-বার্ত্তা অচির কালমধ্যেই তদীয় আত্মীয়-বন্ধুবর্গের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য বন্ধু-বান্ধবেরা চতুর্দ্দিকে

গমন করিলেন। সপ্তদশ দিবস ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিবার পরে বন্ধুরা দেখিতে পাইলেন, সাধু এব্রাহাম ইদিসা নগরীর বহির্ভাগে এক ক্রোশ দূরে এক মৃত্তিকা-গহ্বরে আসীন হইয়া তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না। সাধু এব্রাহাম বিনয় অনুনয় করিয়া কহিলেন, "হে বন্ধুগণ! আমি ঈশ্বর-সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতে আসিয়াছি, আপনারা আমাকে বাধা প্রদান করিবেন না"। সাধুর নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে বন্ধুরা অগত্যা পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

বন্ধুগণ বিদায় গ্রহণ করিলে, সাধু এব্রাহাম গহ্বর-দ্বার একেবারেই প্রায় রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। গহ্বর হইতে নিষ্ক্রম-পার্শ্ব সংকীর্ণ গবাক্ষ মাত্র উন্মুক্ত রাখা হইয়াছিল। এই গহ্বর-মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক সাধু এব্রাহাম অবিশ্রান্ত ঈশ্বরের স্তব-স্তুতি, ধ্যান ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পাপের জন্য প্রতি-দিনই তিনি সেই নির্জ্জন গহ্বরমধ্যে একাকী ব্রহ্মসন্নিধানে ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার সামান্য অঙ্গবাস মাত্র সঙ্গে ছিল; পিতৃভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ে তিনি আর কোন পরিচ্ছদ লইয়া যান নাই। একটী সামান্য ক্ষুদ্র পাত্রেই তাঁহার পান-ভোজন সম্পন্ন হইত। অতি সামান্য আহার গ্রহণ করিয়াই তিনি জীবন ধারণ করিতেন। এব্রাহাম এরূপ অভিনিবিষ্ট চিত্তে ব্রহ্মপূজাতে নিযুক্ত হইতেন, যে অনেক সময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণাও বোধ করিতে পারিতেন না। এইরূপে পঞ্চাশ-বর্ষ-

কাল তিনি নির্জ্জনে বাস করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি কোন দিনই তপঃক্লেশ অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই; অধিকন্তু প্রতিদিনই তিনি নূতন-প্রকার স্বর্গীয় তেজ ও স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া আনন্দে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।

বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণের দশবৎসর পরে সাধু এব্রাহাম স্বীয় পিতা মাতার লোকান্তর-প্রাপ্তিবশতঃ অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি ব্রহ্মের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সংসারের আকর্ষণ তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র কার্য্যকর হইল না। সাধু এব্রাহাম আপনার এক ধর্ম্মপরায়ণ বন্ধুকে আহ্বান করিয়া সম্পত্তির সমস্ত আয় দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিবার ভারার্পণ করিলেন। তিনি নিজে অনন্যমন হইয়া তপস্যাচরণে নিযুক্ত রহিলেন। সাধু এব্রাহামের তপস্যা-প্রভাবে সেই আরণ্য প্রান্তর বৈকুণ্ঠে পরিণত হইল। সেই প্রান্তরে বসিয়া সাধু ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মসহবাস সম্ভোগ করিতেন। মনুষ্য-সঙ্গলাভের জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন না; ব্রহ্মসঙ্গই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনীয় ছিল। দিবা-রজনী তিনি স্বর্গীয় সুখে প্রমত্ত হইয়া অতিবাহিত করিতেন। ক্রমে তাঁহার তপস্যাচরণের সংবাদ বহুলোকের শ্রুতিপথারূঢ় হইয়া উঠিল। অসংখ্য লোকে সেই নির্জ্জন প্রান্তরে তদীয় উপদেশ-শ্রবণার্থী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন; তিনি সেই সকল লোককে অমৃতময়ী ধর্ম্ম-কথা বলিয়া যার-পর-নাই পরিতৃপ্ত করিতেন।

যে সময়ে সাধু-এব্রাহাম কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত আছেন,

সেই সময়ে ইদিসার প্রধান ধর্ম্মযাজক কোন নগরে ধর্ম্মপ্রচার করিবার উপযুক্ত এক লোক অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ঐ নগরের লোকেরা ঘোর পৌত্তলিকতায় জড়ীভূত হইয়া জীবন কাটাইতেছিল; যে সকল সাধু লোক ঐ নগরের অধিবাসি-বর্গের নিকটে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইতেন, সেই সকল সাধুর প্রতি তাহারা যার-পর-নাই অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইদিসার প্রধান যাজকের চক্ষু সাধু এব্রাহামের উপর নিপতিত হইল। তিনি মনে করিলেন, ঈদৃশ সাধু ব্যক্তি দ্বারাই ঐ নগরে যথোপযুক্তরূপে ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে। প্রধান যাজক, সাধু এব্রাহামকে ঐ নগরের যাজক রূপে বরণ করিলেন। নির্জ্জন-বাস পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে গমন করিতে সাধুর প্রবৃত্তি ছিল না; কিন্তু একদিকে প্রধান যাজকের অনুরোধ, অপরদিকে মহৎকার্য্য, এই উভয়দিক দেখিয়া তিনি অগত্যা তথায় ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে ক্রমাগতঃ কাঁদিতে কাদিতে এই বলিয়া পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে দয়াময় ঈশ্বর! কৃপা করিয়া আমার সহায় হও; তোমার গৌরব যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তুমি এরূপ আশীর্ব্বাদ কর"। সাধু এব্রাহাম অবশেষে সেই নগরে উপনীত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—লোকেরা কিছুতেই তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে প্রস্তুত নহে। তিনি তত্রত্য অধিবাসিগণের ধর্ম্মবিহীন চরিত্র দর্শন করিবা মাত্র মর্ম্মাহত হইয়া অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অব-শেষে অলোক-সামান্য উৎসাহ সহকারে লোকদিগকে ধর্ম্মোপ-

দেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্থানে অবস্থান কালে সাধু এব্রাহামকে প্রায়ই প্রহার ও নির্যাতন উপভোগ করিতে হইত; লোকেরা তিনবার তাঁহাকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিল। তিনি কিছুতেই ক্ষুণ্ণ বা ভগ্নহৃদয় না হইয়া সকলই অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন; এবং নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেও পুনরায় উৎসাহ সহকারে নগরে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপে তিন বৎসর কাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক তিনি একদিকে স্বকীয় স্বর্গীয় চরিত্রের বিমল জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে লাগিলেন, অপরদিকে সকলকে ধর্ম্মের নির্ম্মল পথে আকর্ষণ করিবার জন্য বিবিধ প্রয়াস অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার দীনতা, সহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মজীবন অবলোকন করিয়া সকলে মোহিত হইয়া গেল। অসংখ্য লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকটে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। তিন বৎসরের পরে তিনি এই সুফল প্রত্যক্ষ করিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন। আরও এক বৎসর তথায় অবস্থিতি করিয়া সকলকে ধর্ম্মের গূঢ় গভীর তত্ত্বসমূহ শিক্ষা দিয়াছিলেন। অবশেষে যখন দেখিলেন, তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার লোকের আর অভাব নাই, তখন সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় স্বকীয় তপস্যা-গহ্বরে প্রস্থান করিলেন।

সাধুর তপস্যা-গহ্বরে প্রত্যাগত হইবার কিছুকাল পরেই তাঁহার এক ভ্রাতা মেরি নাম্নী এক দুহিতা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই কন্যা যাহাতে তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত

হইয়া উৎকৃষ্ট ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারে, তদুপায় বিধানার্থ সাধু এব্রাহাম কন্যাকে আপনার গহ্বর-সন্নিহিত অপর এক গহ্বরে আনিয়া রাখেন। ঐ কন্যা তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক সাধুর উপদেশানুসারে ব্রতপালনাদিদ্বারা দিন দিন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ে এক ব্যক্তি সাধু এব্রাহামের নিকটে ধর্ম্মোপদেশ-প্রার্থী হইয়া প্রায়ই গমন করিত। এই পাপাত্মা মেরিকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য নানা উপায় অনু-সন্ধান করিতেছিল। ক্রমে অবলা মেরি দুরাত্মার প্রবোচনায় মুগ্ধ হইয়া কলঙ্কিত হইয়া পড়িল। অবশেষে সেই দুর্ব্বলা বালিকা ভগ্নচিত্তে সেস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী এক নগরে গমন পূর্ব্বক পাপে জড়িত হইয়া বাস করিতে লাগিল। এই ঘটনায় সাধু এব্রাহাম যে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনি সেই পতিতা ভ্রাতৃ-দুহিতার উদ্ধারের জন্য দুইবৎসর কাল প্রতিদিন পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। মেরি কোন্ নগরে বাস করিতেছে, ক্রমে তাহা আর সাধু এব্রাহামের অজ্ঞাত রহিল না। তিনি তদ্দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক তথায় গমন-পূর্ব্বক ভ্রাতৃদুহিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মেরি তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। অবশেষে এক সময়ে ভ্রাতৃ-কন্যা মেরি একাকিনী অবস্থান করিতেছে দেখিয়া, তিনি আপনার মস্তকের আবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। সাধু এব্রাহাম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মেরি! কন্যা আমার! তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই? তোমার সে স্বর্গীয় চরিত্র এখন কোথায়

গেল? তুমি যে নিরন্তর ভগবানের স্তব-স্তুতিতে নিযুক্ত থাকিতে; তোমার সে সকল এখন কোথায় গেল?" মেরি অকস্মাৎ পিতৃব্য-সমাগম দেখিয়া, ও তদীয় বচনসমূহ আকর্ণন করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। অবশেষে সাধু এব্রাহাম স্নেহ সহকারে মেরিকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সাধু কহিলেন, "মেরি! তুমি যদি এখনও পাপ পরিত্যাগ করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে ভগবানের নিকটস্থ হও, পরমেশ্বর তোমাকে ক্ষমা করিবেন। তুমি পুনরায় তপস্যাশ্রমে ফিরিয়া চল, তথায় গমন করিয়া আমার আজ্ঞানুসারে চলিতে থাক, তোমার শান্তিলাভ হইবে, তোমার স্বর্গীয়-জীবন পুনরাগত হইবে।

পিতৃব্যের স্নেহপূর্ণ মধুময় বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মেরি বিগলিত-হৃদয় হইয়া পড়িল। অবিরল-ধারায় তাহার নয়নবারি নিপতিত হইতে লাগিল। মেরি পাপ-পথ পরিহার পূর্ব্বক পুনরায় পিতৃব্যসহ তপস্যা-গহ্বরে গমন করিল। তপস্যা-গহ্বরে প্রত্যাগত হইবার পরে মেরি পঞ্চদশ বর্ষ-কাল অবিচলিত যত্ন ও নিষ্ঠাসহকারে ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে। এই রমণীর জীবনে ক্রমে অসাধারণ সাধুতার বিকাশ হইয়াছিল। মেরির লোকান্তর-প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সাধু এব্রাহাম ধরাধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমর-ধামে প্রস্থান করেন।

—oo—

সাধু এলিজিয়স্।

ফ্রান্সদেশের অন্তঃপাতী লিমোজেস নগরের উত্তরভাগে ক্যাতেলাং নামক স্থানে ৫৮৮ খৃষ্টাব্দে সাধু এলিজিয়স্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ইয়ুকেরিয়স্ ও মাতা তেরিজিয়া,—উভয়েই বিলক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। গল প্রদেশীয় রোমক জাতিতে তাঁহাদিগের উদ্ভব হইয়াছিল। সাধু এলিজিয়সের পিতা অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সন্তানকে শৈশবাবস্থায় ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানে ক্রটী করেন নাই। এলিজিয়স্ শিক্ষাগুণে অল্প বয়সেই অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠেন। তিনি পরিশ্রম করিতে কখনও কাতর হইতেন না। ইয়ুকেরিয়স্ সন্তানের শ্রমশীলতা দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বর্ণকারের ব্যবসায় শিক্ষা করিতে নিযুক্ত করেন। আব্বো নামক এক ধার্ম্মিক স্বর্ণকার এলিজিয়স্‌কে শিক্ষা প্রদান করিতেন। এলিজিয়স্ স্বকীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্পকালমধ্যে স্বর্ণকার-কার্য্যে অত্যদ্ভুত নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ ছিল, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিও তেমনই প্রবল ছিল। তিনি বাল্যকালে সরলতা, বিচক্ষণতা ও অমায়িকতা গুণে আত্মীয়-বন্ধু সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কর্ত্তব্য পালনে তাঁহার অপরিসীম নিষ্ঠা লক্ষিত হইত। সাধু এলিজিয়স্ নিয়মিতরূপে উপাসনা-মন্দিরে গমন করিতেন; তথায় এরূপ নিবিষ্ট-চিত্তে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে নিযুক্ত থাকিতেন যে, তৎসমুদয় তদীয় স্মৃতি-ক্ষেত্র হইতে কখনও অন্তর্হিত হইত না।

সেই সকল উপদেশ অনুসারে স্বীয় চরিত্র সংগঠন করিবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে ধীর মনে তৎসমুদয় চিন্তা করিতেন।

সাধু এলিজিয়স্ একদা কার্য্যবশতঃ লয়ার নদী পার হইয়া পারিস নগরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় রাজার কোষাধ্যক্ষের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। কোষাধ্যক্ষ তাঁহাকে রাজ-সদনে পরিচিত করিয়া দেন। তৎকালে রাজা দ্বিতীয় ক্লোটেয়ার ফ্রান্সের অধীশ্বর ছিলেন। ভূপতি, এলিজিয়স্কে সুনিপুণ স্বর্ণকার জানিয়া, মণি-মাণিক্য-বিভূষিত এক খানি স্বর্ণ সিংহাসন নির্ম্মাণার্থ তদুপযোগী দ্রব্যসকল অর্পণ করেন। এলিজিয়স্ তদ্দ্বারা রাজার অভিলাষানুরূপ দুইখানি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যান। এই ঘটনায় একদিকে সাধুর প্রতি নৃপতির অসীম বিশ্বাসের উদয় হইল, অন্য দিকে তিনি সিংহাসনের কারু কার্য্যের অতীব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর নৃপতি সহ সাধু এলিজিয়সের ঘনিষ্ঠতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল; রাজা তাঁহাকে বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ জানিয়া রাজকীয় টঙ্কশালার অধ্যক্ষপদে বরণ করিলেন। এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে ধর্ম্মসাধনে তদীয় অনুরাগ শিথিল হইয়া পড়ে নাই। কার্য্যকালে সাধু এলিজিয়স্ সততই ধর্ম্মবিষয়ক কোন পুস্তক আপনার সম্মুখভাগে খুলিয়া রাখিতেন; সেই পুস্তক হইতে কিছু কিছু পাঠ করিয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে নিযুক্ত হইতেন। তদীয় গৃহমধ্যে অসংখ্য ধর্ম্মপুস্তক দেখিতে পাওয়া যাইত; তিনি একাগ্রচিত্তে তৎসমুদয় পাঠ করিতেন; ধর্ম্মসংগীত গানে ও ঈশ্বরারাধনাতেও

তাঁহার প্রচুর সময় অতিবাহিত হইত। যে সময়ে তিনি ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন, তৎকালে কোন ঘটনাই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উৎপন্ন করিতে পারিত না। উপাসনা-কালে রাজা স্বীয় প্রয়োজন বশতঃ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাঠাইলেও সাধু এলিজিয়স্ উপাসনা শেষ না করিয়া রাজ-সদনে উপস্থিত হইতেন না। তিনি প্রতিদিন সর্ব্বপ্রথমে উপাসনা করিয়া তৎপরে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্য কার্য্য-সাধনার্থ গমন করিতেন; সকল কর্ম্ম শেষ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগত হইতেন, তখন পুনরায় ব্রহ্মপূজায় নিযুক্ত হইতেন।

রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সাধু এলিজিয়স্ আপনার চরিত্র অতি নির্ম্মল রাখিয়াছিলেন; কোন প্রকার দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। লোকে ধনী হইলেই প্রায় বিলাসী হইয়া থাকে, কিন্তু সাধু এলিজিয়সের জীবনে অণুমাত্র বিলাস দেখা যাইত না। তিনি যখন প্রথম রাজসভায় গমন করেন, তখন প্রথানুযায়ী মহামূল্য উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই পরিচ্ছদের ভিতরে বৈরাগ্য-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। বৈরাগ্য-রক্ষায় তাঁহার কিরূপ যত্ন ছিল, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট অনুভব করা যায়। সাধু এলিজিয়সের বৈরাগ্যপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল; অবশেষে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করা তাঁহার নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। তিনি তৎ-কালে স্বকীয় যাবতীয় মহার্হ বস্ত্রালঙ্কার দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন, এবং সামান্য পরিচ্ছদেই রাজসভায় গমন

করিতে আরম্ভ করিলেন। নৃপতি তাঁহাকে সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজসভায় যাইতে দেখিলেই, স্বীয় পরিচ্ছদ উপঢৌকন স্বরূপ অর্পণ করিতেন। রাজার অনুরোধে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া ফেলিতেন। রাজা তাঁহার এইরূপ বদান্যতা ও দানশীলতার বিষয় অবগত হইয়া অণুমাত্র বিরক্ত হন নাই, অধিকন্তু ইহাতে সাধুর প্রতি তাঁহার সমধিক শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল। দরিদ্রদিগকে দান করিবার জন্য সাধু এলিজিয়স্‌ নৃপতির নিকট হইতে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, সাধু তদ্দ্বারা দুঃখীর দুঃখমোচন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। বহুসংখ্যক দুঃখী লোক প্রতিদিন তদীয় ভবনে আহার লাভ করিত; তাহাদের ভুক্তাবশেষ যাহা কিছু থাকিত, তদ্দ্বারাই সাধুর দিনপাত হইত। ধর্ম্মাত্মা এলিজিয়স্‌ মদ্য মাংস গ্রহণ করিতেন না; সামান্য আহারেই তিনি সন্তোষ বোধ করিতেন; সময়ে সময়ে ক্রমাগত দুই তিন দিবস উপবাস করিয়া থাকিতেন।

ঈশ্বরের উপর সাধু এলিজিয়সের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। ঐরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর থাকাতেই কখনও তাঁহাকে কোন প্রকার অভাব-ক্লেশ সহ্য করিতে হইত না; অতি অদ্ভুতভাবে তদীয় সকল অভাব দূরীভূত হইয়া যাইত। দুঃখী ও দরিদ্রদিগকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইয়া তিনি কত সময়ে শূন্যভাণ্ডার হইয়া পড়িয়াছেন, এবং অনতিবিলম্বেই আবার তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠি-

য়াছে। সে সময়ে দাসবিক্রয়-প্রথা অত্যন্ত প্রবল ছিল; কোথাও দাস বিক্রয় হইতেছে শুনিলেই তিনি সত্বর তথায় গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্রয় করতঃ স্বাধীনতা প্রদান করিতেন। এইরূপে যে সকল ব্যক্তি সাধু এলিজিয়সের কৃপায় দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সহবাসে থাকিয়া ক্রমে অসাধারণ সাধু নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

৬২৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ক্লোটেয়ারের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র ডাগোবার্ট রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি সাধু এলিজিয়সের ধর্ম্মজীবন ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি দর্শনে নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। সাধুর প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। রাজা সকল বিষয়েই এলিজিয়সের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চলিতেন। এই জন্যই নৃপতি ডাগোবার্টের জীবন, দয়া, ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠাব আধার হইয়া উঠিয়াছিল। রাজসভায় সাধু এলিজিয়সের বিলক্ষণ সম্মান ও প্রভুত্ব দেখিয়া কোন কোন অমাত্যের হৃদয়ে অত্যন্ত ঈর্ষ্যা জন্মিয়াছিল; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই সাধুর প্রতি রাজার ভক্তি খর্ব্ব করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজা, এলিজিয়স্‌কে বিস্তর অর্থ-সামগ্রী প্রদান করিতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ধনী করিয়া তুলিতে পারেন নাই। সাধু সমস্ত অর্থই দরিদ্রদিগের সেবায় উৎসর্গ করিতেন। রাজার অনুগ্রহে তিনি লিমোজেস্ প্রদেশের নিকটে একখণ্ড ভূমি লাভ করিয়া তথায় এক ধর্ম্মাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী সাধক আসিয়া তথায় অবস্থিতি

পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনে ও নানা সৎকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ডাগোবার্ট সাধুকে পারিসনগরে এক অট্টালিকা প্রদান করিয়াছিলেন, এলিজিয়স্ তাহা তপস্বিনী নারীদিগের ব্যবহারার্থ উৎসর্গ করিয়া দেন। সেই স্থানে যে ধর্ম্মাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল, সাধু এলিজিয়স যৎকালে তাহা নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সে সময়ে ভ্রমক্রমে নির্দ্দিষ্ট ভূমি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ভূমি আশ্রম সীমার অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। সেই ভূমির পরিমাণ এক হস্ত অপেক্ষাও ন্যূন। রাজা যে পরিমাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক ভূমি গ্রহণ করা হইয়াছে, জানিতে পারিবামাত্র সাধুর বিষম অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। অবশেষে তিনি রাজসদনে উপস্থিত হইয়া রাজার চরণতলে পড়িয়া গলদশ্রু-নয়নে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। নৃপতি সেই সাধুতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আরও অধিক ভূমি সম্পত্তি দান করিলেন। সাধু এলিজিয়স্ রাজসকাশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে রাজা সভাসদবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ, ঈশ্বর-পরায়ণ ঈশা-শিষ্যগণ কিরূপ বিশ্বস্ত ও তীক্ষ্ণবিবেকী, রাজকর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ রাজসম্পত্তি অপহরণ করিতে ক্ষান্ত হয় না, কিন্তু সাধু এলিজিয়স্ অর্দ্ধহস্ত প্রমাণ ভূমি ভ্রমক্রমে অধিকার করাতেই বিষম অনুতাপ ভোগ করিতেছেন"। যে সকল রমণী পারিস নগরের নব আশ্রমে বাস করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের জন্য সাধু এলিজিয়স্ রাজানুগ্রহে এক সমাধিস্থানও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ব্রিটানির

লোকেরা এক সময়ে রাজ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক লুণ্ঠনাদি করিয়া রাজা ডাগোবার্টের অত্যন্ত বিরক্তি উৎপাদন করে। তিনি তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য সাধু এলিজিয়স্‌কে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। সাধু এই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তত্রত্য শাসনকর্ত্তা স্বয়ং পারিস নগরে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; সমুদয় গোলযোগ নিঃশেষিত হইয়া গেল। একদা রাজা ডাগোবার্ট, সাধুকে কোন গুরুতর কর্ম্ম-ভার অর্পণ করিবার অভিলাষী হইয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে একটী গুরুতর কার্য্য-ভার অর্পণ করিব, কিন্তু এরূপ কার্য্যভার লইবার সময় 'রাজার বিশ্বস্ত হইব' বলিয়া শপথ করিবার প্রথা আছে, আপনাকে সেই প্রথা পালন করিতে হইবে"। সাধু এলিজিয়স্ যদিও বহুকাল হইতে রাজ-অনুগ্রহ ভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত প্রস্তাবে কিছু-তেই সম্মত হইতে পারিলেন না। ইহাতে সাধুর প্রতি রাজার হৃদয়ে একটু অসন্তোষ-সঞ্চারও হইয়াছিল। অবশেষে নৃপতি বুঝিতে পারিলেন, ধর্ম্মভয়ের আধিক্য বশতঃই সাধু শপথ করিতে স্বীকৃত হইতেছেন না; তখন বলিলেন,—"যে ব্যক্তির হৃদয়ে ঈদৃশ ধর্ম্মভয় বিদ্যমান, সে ব্যক্তি শপথকারী সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসভাজন; তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই"।

সাধু এলিজিয়সের অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব যে কেবল নৃপতির অন্তঃকরণকে বিমোহিত করিয়াছিল, এরূপ নহে। তৎকালে

অনেকের হৃদয়েই তাঁহার জীবনের সদৃশ সাধু জীবন লাভের লালসা উদ্দীপিত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত সাধু আউয়েন, সাধু ডেসিডেরিয়স্ ও সাধু সল্‌পিসিয়স্ প্রভৃতি অনেকেই প্রথম-জীবনে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া উপকার লাভ করিয়াছিলেন। আউয়েন দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালেই ধর্ম্মাত্মা এলিজিয়সের জীবন দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মাচরণ করিবার প্রবৃত্তি সেই কৈশোরাবস্থাতেই তদীয় হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মহাত্মা আউয়েন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সাধু এলিজিয়সের সহিত প্রগাঢ়-বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হন। এরূপ বন্ধুতার ফল যে অমৃতময় হইযাছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মপরায়ণ এলিজিয়স্ ও তাঁহার সহচর সাধু আউয়েন, সাধু ডেসিডেরিযস্ ও সাধু সলপিসিয়সের সাধুতার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সে সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই ধর্ম্ম-প্রচারক-শ্রেণীর অন্তর্ভূত হন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার-ব্রত অবলম্বন করিলে যে নরনারীর অপরিসীম মঙ্গল সংসাধিত হইবে, নানাস্থানের সাধু যাজকেরা তাহা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারক হন, যাজক দিগের ইহাই প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। এমন সময়ে উত্তর পিকার্ডি ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহের ধর্ম্মযাজক সাধু আকেরিয়স্ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। সকলেই সাধু এলিজিয়সকে তৎপদে বরণ করিবার অভিলাষী হইলেন। ধর্ম্মযাজকেরা যখন সাধুকে উল্লিখিত উচ্চপদ গ্রহণে অনুরোধ করেন, ধর্ম্মাত্মা এলিজিয়স্ তখন চমকিত হইয়া উঠিলেন।

অবশেষে তিনি দুই বৎসরের অবসর প্রার্থনা করিলেন; ঐ দুই বৎসর প্রচার-ব্রত পরিপালনের যোগ্যতা লাভের জন্যই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বৎসরদ্বয় শেষ হইবার পূর্ব্বেই ৬৪০ অথবা ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে সাধু এলিজিয়স্‌কে ধর্ম্মাচার্য্য-পদ পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গী সাধুগণও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ধর্ম্মাচার্য্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মাত্মা এলিজিয়স্ আচার্য্য-পদে অধিরূঢ় হইয়া মনে করিলেন, তাঁহার জীবনের এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। উত্তর পিকার্ডির ধর্ম্মাচার্য্যকে প্রধানতঃ নয়ন নগরে অবস্থান করিতে হইত। তথায় গমন করিয়া তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার ব্রত ও উপবাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। উচ্চ-পদ লাভ করাতে তদী দীনতা অপনীত হইয়া যায় নাই; তিনি পূর্ব্ববৎ দরিদ্রভাবেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। দুঃখী ও পীড়িত ব্যক্তিদিগকে তিনি পূর্ব্বে যেরূপ সেবা করিতেন, এখনও তদ্রূপ সেবা করিতে লাগিলেন; তাহাদিগকে তিনি স্বহস্তে আহার দিতেন, ও শুশ্রূষা করিতেন। সপ্তাহের মধ্যে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি দ্বাদশ জন দুঃখীকে সঙ্গে লইয়া একত্র আহার করিতেন। দরিদ্রদিগের সহবাসে কালযাপন করিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দানুভব হইত। তিনি স্বীয় অনুচর ও অধীন কর্ম্মচারী-বর্গের যেরূপ সেবা করিতেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়; স্বহস্তে তাহাদিগের হাত মুখ ধৌত করিয়া দিতেন; স্বহস্তে তাহাদিগের ক্ষৌর কর্ম্ম সমাধা করিতেন।

তিনি শিষ্যদিগের আচার্য্য হইয়া দাসত্ব করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

সাধু এলিজিয়স্ ধর্ম্মযাজক হইয়া প্রথম বৎসর কেবল সহকারী ধর্ম্মপ্রচারকগণের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। কিরূপে তাঁহাদিগের চরিত্রে যথার্থ সাধুতা উৎপন্ন হয়, কিরূপে তাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, ইহাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। যে সকল লোকে "ঈশা-শিষ্য" বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিতেন, তাঁহারা যাহাতে প্রকৃতপক্ষে ঈশার ন্যায় সাধুজীবনের অধিকারী হইতে পারেন, সে দিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। একবৎসর কাল মধ্যেই তিনি স্বকীয় অবলম্বিত চেষ্টার সুফল দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদনন্তর সাধু এলিজিয়স্ অপর-সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে উদ্যোগী হইলেন। তিনি আণ্টওয়ার্প, ঘেণ্ট্ ও কোর্ট্রে প্রভৃতি প্রদেশে অসাধারণ উদ্যম সহকারে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। উল্লিখিত জনপদসমূহের অধিবাসীরা তৎকালে নিতান্ত নিষ্ঠুর-প্রকৃতি ছিল; তাহারা সাধু এলিজিয়স্‌কে নবধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত দেখিয়া ঈদৃশ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিবার সুবিধা পাইলে তাহা পরিত্যাগ করিত না। সাধু এলিজিয়স্ কিছুতেই হতাশ হইবার লোক ছিলেন না; তিনি মনে করিয়াছিলেন, "এই সকল লোকের নিকটে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে করিতে যদি আমার প্রাণ যায়, তাহাও সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিব"। তিনি সেই নিষ্ঠুর-স্বভাব লোকদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষ স্নেহসহকারে

ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন; তাহারা পীড়িত হইলে তিনি তাহাদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতেন; তাহারা অভাব-গ্রস্ত হইলে, তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন; দুঃখের সময়ে তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। অসভ্য অধিবাসিবর্গ অবশেষে তদীয় নিঃস্বার্থ প্রেমে পরাজিত হইয়া পড়িল; তাহারা সাধুর অদ্ভুত ধর্ম্মভাব, সৌজন্য ও বৈরাগ্যের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল; তদীয় সদ্গুণসমূহ অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তিও ক্রমে তাহাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হইল। অসংখ্য লোক সাধু এলিজিয়সের নিকটে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিল; তাহারা আবার অন্যান্য ব্যক্তিকে সাধুর অমৃতময় উপদেশ শ্রবণে অনুরোধ করিতে লাগিল; অবশেষে দলে দলে লোক আসিয়া সাধু এলিজিয়সের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এই সকল লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুরাতন পৌত্তলিক-মন্দিরসমূহ ও নানাবিধ প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছিল। সাধু এলিজিয়সের উপদেশ দ্বারা কালক্রমে সেই অসভ্যদিগের দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি স্বর্গীয় কোমলতায় পরিপূর্ণ হইল; তাহারা দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করিল; সত্যবাদী, জীতেন্দ্রিয় ও পরোপকারী হইতে শিক্ষা করিল।

সাধু এলিজিয়স্, লোকদিগকে প্রথমে উত্তমরূপে ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষা দিয়া তদনন্তর দীক্ষিত করিতেন; দীক্ষান্তে তাহাদিগের ধর্ম্মসাধন যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার দিকেই তিনি দৃষ্টি রাখিতেন। পাপীদিগের হৃদয়ে যাহাতে যথার্থ অনুতাপ উদ্দীপিত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন ছিল। যে সকল লোকের পাপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল,

তাহারা যাহাতে আপনাদিগের প্রবৃত্তি-পরিচালিত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ না করে, তদ্বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন। তজ্জন্য কোন কোন লোক সময়ে সময়ে তাঁহার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু সাধু এলিজিয়স্ কিছুতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি বলিতেন, "বিকারগ্রস্ত রোগী রোগের উত্তেজনায় যখন পিতা ও অথবা চিকিৎসকের অবাধ্য হয়, কিম্বা তাহাদিগকে কটু বাক্য বলে, তখন পিতা বা চিকিৎসক কেহই ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ এই সকল ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কিছুতেই স্বকীয় কর্ত্তব্য-সাধনে বিমুখ হইতে পারি না"। সাধু এলিজিয়স্ একদা সাধু পিতরের জন্মোৎসব উপলক্ষে নয়ন নগরের অনতিদূরে "নৃত্যের অপকারিতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, নৃত্যামোদে প্রবৃত্ত হইয়া সাধারণতঃ লোকে যে সকল পাপে জড়ীভূত হইয়া পড়ে, তৎসমুদয় তিনি ঐ বক্তৃতায় উত্তমরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় কতকগুলি লোক নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সাধুকে নানা প্রকারে ভয়প্রদর্শন করে। সাধু তাহাতে অণুমাত্র ভীত না হইয়াপর বৎসরে সাধু পিতরের জন্মোৎসব দিনে পুনরায় "নৃত্যের অপকারিতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; তন্নিবন্ধন উল্লিখিত লোকেরা তাঁহার ঘোর বিপক্ষ হইয়া উঠে, ও যাহাতে সকলেই তাঁহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে থাকে; কিন্তু তাহাদিগের পাপ-চেষ্টা ঈশ্বর-প্রসাদে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাতে সকল লোকে পাপ-পং

পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক হয়, সাধু এলিজিয়সের তদ্বিষয়ে ঐকান্তিক যত্ন ছিল। তিনি সকলকেই বলিতেন, তোমরা নিয়মিত রূপে উপাসনা-মন্দিরে যাইবে, ধর্ম্মসাধন করিবে, দুঃখীদিগকে দান করিবে, ক্রীতদাসদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য সতত চেষ্টা করিবে"। তাঁহার এই সকল উপদেশের বিস্তর সুফল ফলিয়াছিল। তিনি ধর্ম্মসাধকদিগকে সাধন সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন; সাধকেরা তদীয় উপদেশ অনুসরণ করিয়া দিন দিন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেন। আত্মাতে পরলোকবাসী সাধুদিগের সমাগম উপলব্ধি করিবার জন্য সাধু এলিজিয়স্, সাধকদিগকে সতত উপদেশ দিতেন; প্রার্থনার উপকারিতা তিনি তাঁহাদিগের নিকটে নানাপ্রকারে ব্যক্ত করিতেন।

সাধু এলিজিয়স্ ধর্ম্মাচার্য্য-পদে অধিরূঢ় হইবার পরে এইরূপে প্রায় বিংশতি-বৎসর-কাল অতিবাহিত করিলেন। এমনসময়ে তাঁহার পীড়া হইল; তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই পীড়াতেই তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে; শিষ্যদিগের নিকটে তদ্বিষয় ব্যক্ত করিলেন। শিষ্যেরা তচ্ছ্রবণে কাঁদিতে লাগিলেন। সাধু তাঁহাদিগেকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! তোমরা কাঁদিও না, আমার সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ কর; আমি এই শান্তিলাভের আশাতেই পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ অক্লেশে সহ্য করিতে পারিয়াছি"।

পীড়ার সময়ে সাধু এলিজিয়স্ প্রার্থনাদিতেই নিরন্তর নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার জ্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

একদা তিনি শিষ্যদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আমি পৃথিবী হইতে চলিলাম, তোমরা সর্ব্ব-প্রযত্নে সাধুজীবন যাপন করিবে"। শিষ্যগণ যাহাতে যথার্থ সাধুতা উপার্জ্জন করিতে যত্নবান হন, তজ্জন্য সাধু এলিজিয়স্ কাতরভাবে আরও অনেক কথা বলিলেন; সকলের ভাবোচ্ছ্বাস হইল, সকলেই অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতে লাগিলেন; সাধুও নিরব থাকিতে পারিলেন না; তিনিও তাঁহাদিগের সহিত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সাধু এলিজিয়স্ জানু পাতিয়া ঈশ্বরের নিকটে এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে দয়াময়! তোমারই হস্তে আমার এই সন্তানগণকে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ইহাদিগকে রক্ষা করিও; ইহারা যেন উৎকৃষ্ট আচার্য্য লাভ করিয়া তাঁহার সদুপদেশে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে"। অবশেষে আর কোন কথা না বলিয়া একান্তে ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সেইদিন সাধু এলিজিয়সের দিব্য আত্মা দেহ-মুক্ত হইল; তিনি ৬৫৯ অথবা ৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর বেলা ১টার সময়ে ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ইতঃপূর্ব্বে রাজমহিষী বাথিল্ডেস্ স্বীয় সন্তানবর্গের সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেখিবার জন্য পারিস নগর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। যে সময়ে রাজ্ঞী নয়ন নগরে উপস্থিত হইলেন, তাহার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সাধুর ঐহিক লীলা পরিসমাপ্ত হইয়াছিল; রাজ্ঞী সাধুকে জীবিত দেখিতে না পাইয়া গভীর দুঃখে তদীয় মৃতদেহ-সন্নিধানে উপবেশন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগি

লেন। রাজমহিষীর অশ্রুধারায় সাধুর মৃতদেহ আর্দ্র হইল। চেলিস্ নগরের ধর্ম্মাশ্রমে সাধুর দেহ সমাধিস্থ করিতে রাজ্ঞীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নয়ন-নগরবাসীরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহাদিগের প্রিয় সাধুর দেহ নয়ন নগরেই সমাধিস্থ হইল।

—oo—

সাধু বার্ণার্ড।

১০৯১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সদেশে সাধু বার্ণার্ডের জন্ম হয়। তাহার পিতা টেসেলিন্ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন; মহাত্মা টেসেলিনের এক দিকে যেমন বিলক্ষণ মান, সম্ভ্রম ও পদ-পর্য্যাদা ছিল, অন্যদিকে তেমনই প্রকৃতি বিবিধ সদ্গুণের আধার হইয়াছিল। সাধু বার্ণার্ডের জননী এলিজাবেথের ধর্ম্ম-পরায়ণতার বিষয় বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। দরিদ্র ও রোগীদিগের সেবা করা তাঁহার জীবনের একটী প্রধান ব্রত ছিল। তিনি স্বয়ং তাহাদিগের আবাসে গমন করিয়া খাদ্য ও ঔষধ বিতরণ করিতেন। এইরূপ নানা সৎকার্য্য তিনি এরূপ গোপনে সমাধা করিতেন, যে তাহা অনেকেই জানিতে সমর্থ হইত না। ধর্ম্মশীলা এলিজাবেথ স্বীয় সন্তানবর্গের প্রতিপালনে ও সুশিক্ষা-প্রদানে

কখনই শিথিল-যত্ন হইতেন না; তাঁহার শরীর নিতান্ত কগ্ন ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি সন্তানগণের প্রতিপালন ভার অপরের হস্তে অর্পণ করিতেন না। শৈশবে শিশু সন্তান-সকল যেরূপ ব্যক্তির দ্বারা প্রতিপালিত হয়, অনেক স্থলে তাহারা সেইরূপ ব্যক্তিরই প্রকৃতি লাভ করে, একথা বুদ্ধিমতী এলিজাবেথ বুঝিতেন। তিনি মনে করিতেন, "বিশ্বপতি পরমেশ্বর শিশুসন্তানসকলের প্রতিপালন ভার আমাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, অতি সাবধানে ও যত্ন-সহকারে তাঁহার অভিপ্রায় সাধন করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য"।

মহাত্মা টেসেলিনের ছয় পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছিল সাধু বার্ণার্ড এই সাত সন্ততির মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। জননী, শিশু বার্ণার্ডকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, অপরাপর সন্তানের প্রতিও তাঁহার স্নেহ অপরিসীম ছিল। এলিজাবেথ একদা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, শিশু বার্ণার্ড উত্তরকালে পবিত্র চরিত্র সাধু পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইবেন। শৈশবেই বার্ণার্ডের সদ্বিষয়ে অনুরাগ লক্ষিত হইয়াছিল। পিতা মাতার সাধু চরিত্র যে বালক বার্ণার্ডের কোমলহৃদয়ে সদ্ভাব উদ্দীপনের মূল স্বরূপ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গুণবতী এলিজাবেথ যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন, বার্ণার্ড সেই ভাবের অনুসরণ করিতেন। বার্ণার্ডের প্রকৃতি নিতান্ত সরল ছিল; তাঁহার জননী প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন, তিনিও সরল ভাবে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন; জননী দরিদ্র-

দিগকে আহার বিতরণ করিতেন, তিনিও দরিদ্রদিগকে আহার বিতরণ করিতেন; জননী সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন, তাঁহার ব্যবহারও সকলের প্রতি নিতান্ত সদয় ছিল; জননী অল্প কথা কহিতেন, তিনিও অল্পভাষী হইয়াছিলেন। এইরূপে জননীর সমস্ত গুণই তিনি উপার্জ্জন করেন। তাঁহার হৃদয়ে পাপবোধ বিলক্ষণ প্রবল ছিল, জীবনে কোন প্রকার দোষ হইয়াছে মনে হইলেই, তিনি ভয়ানক অনুতপ্ত হইতেন; তাঁহার কপোল বহিয়া অশ্রুবিন্দু-সকল নিপতিত হইত।

শৈশবকাল হইতেই অধ্যয়নে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। তাঁহার স্বভাব যেমন সুন্দর, বুদ্ধিও তেমনই তীক্ষ্ণ ছিল। শিশু বার্ণার্ডকে দেখিলেই লোকে ভালবাসিত। মুখ দেখিলেই অনেক সময়ে মানুষের চরিত্র বুঝিতে পারা যায়, বুদ্ধিমান কি নির্ব্বোধ, তাহাও অবধারণ করিতে পারা যায়। শিশু বার্ণার্ডের মুখমণ্ডল দর্শন করিলেই লোকে তদীয় সাধু-স্বভাবের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় লাভ করিত। শৈশবে তাঁহার দেহ নিতান্ত ক্ষীণ ছিল। কুসংস্কারকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। একদা দারুণ শিরঃপীড়ায় অভিভূত হইয়া তিনি ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়াও বিন্দুমাত্র উপকার লাভ করিতে পারেন নাই। এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া বার্ণার্ডের পিতামাতাকে কহিল, আমি এই শিরোরোগ আরোগ্য করিয়া দিব। ঐ স্ত্রীলোক বার্ণার্ডের শয়নগৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র বালক বার্ণার্ড

তাহার হস্তে কতকগুলি দ্রব্য দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, যে সকল কুসংস্কারাপন্ন স্ত্রীলোক যাদু-মন্ত্র-বলে রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা করে, সে তাহাদিগেরই একজন। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঈশ্বরকৃপায় তিনি রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। সাধু বার্ণার্ড কুসংস্কারকে অণুমাত্র প্রশ্রয় দিতেও ভালবাসিতেন না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মভাবও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য সাতিলোঁ নগরে প্রেরণ করিলেন। তথায় বার্ণার্ড দিন দিন বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যেই তিনি লাটিন ভাষার গ্রন্থ অধ্যয়নে ও লাটিন ভাষায় সুন্দর রচনা প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাহিত্যগ্রন্থপাঠে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল; কাব্য-শাস্ত্রেও তিনি বিলক্ষণ চর্চ্চা করিয়াছিলেন। সাধু বার্ণার্ড এইরূপে বিদ্যা উপার্জ্জনে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত হইলেও ধর্ম্মলাভে তাঁহার যত্ন শিথিল হইয়া পড়ে নাই। বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের জীবন হইতে শৈশবকালীন নির্দ্দোষ সরলভাব অন্তর্হিত হইয়া পড়ে, কিন্তু সাধু বার্ণার্ডের জীবনে তাদৃশ ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়ই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

সাধু বার্ণার্ড কয়েক বৎসর সাতিলোঁ নগরে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ বিদ্যা উপার্জ্জন করতঃ ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম-

কালে পিতৃগৃহে গমন করেন। শৈশবে তাঁহার চরিত্র যেমন সাধু ছিল, যৌবনের প্রারম্ভেও তিনি সেইরূপ সাধুতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা জননী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন; এই ঘটনায় সাধু বার্ণার্ডের হৃদয় অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইল। তদীয় অন্তঃকরণে নানাপ্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধনে আত্মোৎসর্গ করিবার বাসনা এই সময়েই তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

একদা সাধু বার্ণার্ড আপনার সহোদরদিগকে দর্শন করিবার জন্য কোন স্থানে গমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে এক ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে পরমেশ্বর! আমার জীবনে তোমার অভিপ্রায় কি, বলিয়া দাও; আমি কোন পথে যাইব, তাহা তুমি নির্দ্দেশ কর"। এই প্রার্থনার পরেই বিধাতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তদীয় হৃদয় আশ্বস্ত হইল; তিনি অশেষ শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে বার্ণার্ড কঠোর বৈরাগ্য-ব্রতধারী হইয়া ধর্ম্মসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন।

সাধু বার্ণার্ড সংসার পরিত্যাগ করিয়া তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন জানিয়া, তাঁহার সহোদর ও আত্মীয়বর্গ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা নানাপ্রকারে তাঁহাকে উক্ত সংকল্প পরিত্যাগ করিবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যে ব্রত গ্রহণে স্বয়ং উদ্যত হইয়াছেন, তাহার গুরুত্ব ও উপকারিতা আত্মীয়বর্গের নিকটে ধীরভাবে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করি-

লেন। যাঁহারা তাঁহাকে বৈরাগ্য-ব্রত-গ্রহণ ও তপস্যাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু বার্ণার্ডের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের অন্তরেও বৈরাগী তপস্বী হইবার বাসনা উদিত হইল। সাধু বার্ণার্ডের এক পিতৃব্য সৈনিক-ব্যবসায়ী ছিলেন; তিনিও বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারিটী সহোদরও তাঁহার সহিত বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বার্ণার্ডের সহাধ্যায়ী এক প্রসিদ্ধ ধনী বন্ধু এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হন। "কি সর্ব্বনাশ হইল'—মনে করিয়া তিনি বার্ণার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দুই দিবস সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের পরে তাঁহারও চিত্তের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল; তিনিও বার্ণার্ডের সঙ্গী হইবার সংকল্প করিলেন। সাধু বার্ণার্ডের চরিত্রে কিরূপ অপূর্ব্ব সাধুতা ও আকর্ষণী শক্তি বিদ্যমান ছিল, এই ঘটনায় তাহা উত্তমরূপে অনুভব করা যাইতে পারে।

তদনন্তর একদা সাধু বার্ণার্ড ভ্রাতৃ চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "পিতা, আমরা বৈরাগ্যব্রত-অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-সাধনে নিযুক্ত হইতে চলিয়াছি, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন"। সে সময়ে সকলের হৃদয় বিদীর্ণ-প্রায় হইয়া উঠিল; বৃদ্ধ টেসেলিন্ দুঃখে অভিভূত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে লোকে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

অবশেষে সাধু বার্ণার্ড ও তদীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয় পিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহারা প্রাসাদ-প্রাঙ্গন অতিক্রম করিবা মাত্র সর্ব্বকনিষ্ঠ-ভ্রাতাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাত্মা গুইডো সেই অনুজ সহোদরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ভাই নিভার্ড! আমাদিগকে বিদায দাও; আমরা বৈরাগী হইযা ধর্ম্মসাধন করিতে যাইতেছি; দেখ, এই প্রাসাদ ও প্রচুর সম্পত্তি তুমি একাকী পাইবে; এখন আমাদিগকে বিদায দাও"। নিভার্ড জ্যেষ্ঠের সেই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "কি! আমার জন্য পৃথিবী রাখিয়া আপনারা স্বর্গলাভ করিতে চলিয়াছেন? ইহা কখনই হইবে না, আমিও আপনাদিগের সঙ্গী হইব"। এইরূপে নিভার্ডও তাঁহাদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

সাধু বার্ণার্ড ত্রিশ জন ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই পদব্রজে সিটো নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তথায় তপস্বীদিগের বাসোপযোগী একটী আশ্রম ছিল; তাঁহারা সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আশ্রমাধ্যক্ষ সাধু ষ্টিফেন-সকাশে আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সাধু ষ্টিফেন সেই নবীন তপস্বীদিগকে সাদরে ধর্ম্মাশ্রমে স্থান প্রদান করিলেন। ১১১৩ খৃষ্টাব্দে ২৩ বৎসর বয়সে সাধু বার্ণার্ড এই ধর্ম্মাশ্রমে প্রবেশ করেন।

ধর্ম্মাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার পর হইতেই সাধু বার্ণার্ড অনন্য-মনে তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। বৎসর-কাল তিনি আত্ম-

সংযমে ও ব্রতপালনে অতিবাহিত করিলেন। ধর্ম্মাশ্রমের কোন্ স্থান কিরূপ, একবৎসর তথায় বাস করিবার পরেও তিনি তাহা জানিতেন না। "আমি এই তপস্যাশ্রমে কেন আসিয়াছি?"—এই প্রশ্ন তিনি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতেন। এক বৎসর অতীত হইল; সাধু বার্ণার্ড চিরবৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করিয়া সাধনভজনে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। বার্ণার্ড দরিদ্র-ভাবে জীবন যাপন করিতে বড়ই ভালবাসিতেন; তাঁহার পরিচ্ছদ ও অবস্থান-স্থান এই দীন-ভাব-প্রিয়তার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিত। একদিকে তিনি যেমন দরিদ্র-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সামান্যস্থানে বাস করিতেন, অপরদিকে তেমনই পরিচ্ছন্নতা-প্রিয় ছিলেন।

সেই সময়ে সিটো নগরের ধর্ম্মাশ্রমে বহুসংখ্যক তপস্বী বাস করিতেছিলেন। আরও অধিক সংখ্যক লোক আসিয়া যে তথায় অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হইবেন, এরূপ স্থান ছিল না। সাধু ষ্টিফেন তজ্জন্য অপর এক স্থলে একটী ধর্ম্মাশ্রম স্থাপনের অভিলাষী হইলেন। তিনি বার্ণার্ডকে সেই মহৎ কর্ম্মের ভারার্পণ পূর্ব্বক অপর দ্বাদশ জন বৈরাগী সাধুকে বার্ণার্ডের সহকারী রূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই সময়ে সাধু বার্ণার্ডের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর। একে তাঁহার বয়ঃক্রম অল্প, তাহাতে তাঁহার শরীর ক্ষীণ; সাধু ষ্টিফেন তাঁহাকে একটী নূতন ধর্ম্মাশ্রমের অধ্যক্ষ করিয়া প্রেরণ করিলেন দেখিয়া, অপর সকলেই নিতান্ত বিস্ময়বোধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাশ্রমের অধ্যক্ষ সাধুজীবন-সম্পন্ন হইলেই যে

আশ্রমবাসী তপস্বীদিগের ধর্ম্মজীবন সুন্দর হইয়া উঠে, সাধু ষ্টিফেন ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। সেই জন্যই তিনি যুবক বার্ণার্ডকে নূতন ধর্ম্মাশ্রমের অধ্যক্ষ-পদে বরণ করিয়াছিলেন।

সাধু বার্ণার্ড, দ্বাদশজন বৈরাগী সাধুর সমভিব্যাহারে অরণ্যময় প্রদেশসমূহ অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা এক নির্জ্জন প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানের চতুর্দ্দিকেই নিবিড় অরণ্য। সাধুগণ সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া তথায় ধর্ম্মাশ্রম রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাহাদিগকে বিস্তর ক্লেশে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করেন নাই। একদা তাঁহাদের আহারের লবণ ছিল না, সাধু বার্ণার্ড, গাইবার্ট নামক এক সহচর সাধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস গাইবার্ট। গর্দ্দভারোহণ করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে গমন পূর্ব্বক সেখানকার বাজার হইতে লবণ ক্রয় করিয়া আনয়ন কর"। গাইবার্ট কহিলেন, "লবণ কিনিবার পয়সা কোথায় পাইব?" বার্ণার্ড উত্তর করিলেন, "বৎস। বিশ্বাস-পূর্ণ হৃদয়ে যাও, আমরা কখন পয়সা পাইব, তাহা ত, জানি না, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে আমাদের যে প্রচুর অর্থ ও অতুল ভাণ্ডার আছে, ইহা নিশ্চয় জানি"। এই কথা শ্রবণ করিয়া গাইবার্ট ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "যদি আমি শূন্য হস্তে বাজারে গমন করি, বোধ করি শূন্য হস্তেই আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে"। বার্ণার্ড উত্তর করিলেন, "যাও, বিশ্বাসীর ন্যায় যাও; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি আবশ্যকীয় দ্রব্য

প্রাপ্ত হইবে।” গাইবার্ট অগত্যা গর্দ্দভারোহণ করিয়া বাজারে গমন করিলেন। পথিমধ্যে অকস্মাৎ এক ধর্ম্মযাজকের সহিত গাইবার্টের সাক্ষাৎ হইল; তিনি গাইবার্টকে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?” গাইবার্ট বিনা অর্থে লবণ ক্রয় করিতে চলিয়াছেন ও তাঁহার সঙ্গিগণ দারিদ্র্য-ক্লেশে নিপতিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া সেই ধর্ম্মযাজক নিতান্ত দয়ার্দ্র-চিত্তে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া দিলেন। গাইবার্ট তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া ত্বরিত গমনে বার্ণার্ড-সদনে উপস্থিত হইয়া তদীয় চরণ-তলে পড়িয়া আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সাধু বার্ণার্ড কহিলেন, “বৎস। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, “পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর ভিন্ন আমাদিগের আর কোন বস্তু অধিক আবশ্যকীয় নহে”।

সাধু বার্ণার্ড যে স্থানে নূতন ধর্ম্মাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই স্থান পরে ক্লেয়ারভো নামে পরিচিত হইয়াছে। উক্ত ধর্ম্মাশ্রম অল্প কাল মধ্যেই সাধক তপস্বীদিগের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। সাধু বার্ণার্ড স্বয়ং যেমন ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত ছিলেন, আশ্রমবাসী সকলের সাধনপথে তেমনই সহায় হইয়াছিলেন। উক্ত ধর্ম্মাশ্রমে অবস্থিতি-কালে সাধু বার্ণার্ড বহুগ্রন্থ রচনা করেন। বৈরাগ্যের কঠোর নিয়ম সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার দেহ অনেক পরিমাণে রোগ-ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তিনি সে সকল কঠোর নিয়ম, আত্মসংযমের ও ধর্ম্মার্জ্জনের অনুকূল দেখিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ক্রমে সাধু বার্ণার্ডের কার্য্যদক্ষতার ও জীবনের পবিত্রতার খ্যাতি দূরবর্ত্তী নানা দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তদীয় পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণাভিলাষে নানাস্থান হইতে অসংখ্য লোক সেই ধর্ম্মাশ্রমে উপনীত হইতে লাগিলেন। কত রাজা, কত ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহার উপদেশপ্রার্থী হইয়া তথায় সমবেত হইতেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। বার্ণার্ডের অসাধারণ সাধুতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মাচার্য্যেরা তাঁহাকে রিম্স নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজক পদ অর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু তিনি কিছুতেই উক্ত উচ্চপদ গ্রহণে সম্মত হন নাই। তিনি নিভৃত ধর্ম্মাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু নরনারীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানেও বিরত ছিলেন না, ধর্ম্মমণ্ডলীর হিতসাধনার্থ গুরুতর কার্য্য-ভার গ্রহণ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ১১২৫ খৃষ্টাব্দে ক্লেয়ারভোর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সাধু বার্ণার্ড তাহাদিগের দুঃখ মোচনের জন্য অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে অভুক্ত থাকিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগকে আহার দান করিয়াছিলেন।

এইরূপ বিবিধ গুণ ছিল বলিয়াই সকলে সাধু বার্ণার্ডকে ভক্তি করিত। একদা তিনি শাম্পেন নগরের শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, বহুসংখ্যক লোক এক পাপাত্মা অপরাধীকে বধ করিবার জন্য বধস্থানে লইয়া যাইতেছে। তিনি

জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন; সেই অপরাধীর হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক রাজকীয় প্রহরীবর্গকে কহিলেন, "তোমরা এই অপরাধীকে আমার হস্তে অর্পণ কর; আমি স্বহস্তে ইহার বধ-সাধন করিব"। প্রহরীরা সকলে সাধু বার্ণার্ডকে চিনিত, তাহারা সকলেই বিস্মিত হইযা রহিল। সাধু সেই শৃঙ্খলবদ্ধ অপরাধীকে সঙ্গে লইয়া, যে রাজপুরুষের ভবনে গমন করিতেছিলেন, তাঁহার নিকটে উপনীত হইলেন। শাসনকর্ত্তা অপরাধী-সমভিব্যাহারে সাধুকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"একি মহাশয়! কি করিতে উদ্যত হইয়াছেন? আপনি বোধ হয জানেন না, এই ব্যক্তির মত পাপাত্মা নরাধম পৃথিবীতে দ্বিতীয় দেখা যায় না"। সাধু কহিলেন, "বিনা শাস্তিতে এই ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিবার জন্য অনুরোধ করিতে আমি আসি নাই; কিন্তু যতকাল এ ব্যক্তি জীবিত থাকে, ততকাল শাস্তি ভোগ করুক, ইহাই আমার প্রার্থনা"। অবশেষে সাধু তাহাকে ধর্ম্মাশ্রমে লইযা যাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। শাসনকর্ত্তা নিরব হইলেন। পরে সাধু বার্ণার্ড সেই দুরাত্মাকে ক্লেয়ার্‌ভোর ধর্ম্মাশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় ধর্ম্মোপদেশ-প্রভাবে পাপীর হৃদয়ে ভয়ানক অনুতাপাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল; ব্যাঘ্র-প্রকৃতি দুরাত্মা ক্রমে মেষ-প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল।

১১৩০ খৃষ্টাব্দে রোমের প্রধান ধর্ম্মযাজক হোনোরিয়ম্ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তদনন্তর দ্বিতীয় ইনোসেণ্ট্‌কেই ধর্ম্মাচার্য্যগণ পোপ-পদে বরণ করিবার অভিলাষী হন।

সেই সময়ে আর এক অহঙ্কারী ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দুরাশাপরতন্ত্র হইয়া পোপের সিংহাসন অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সাধু বার্ণার্ড সেই অন্যায় চরণ নিবারণ করিবার জন্য নানা দেশে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সর্ব্ব-সাধারণকে ধর্ম্মাত্মা ইনোসেন্টের পক্ষাবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। যে সকল ব্যক্তি উল্লিখিত অহঙ্কারী ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিতেছিল, সাধু বার্ণার্ডের পরামর্শে তাহারাও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল। সাধু বার্ণার্ড যে কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেন। সৎকার্য্যে কখনই তাঁহার আলস্য বা ঔদাসীন্য ছিল না।

সাধারণ লোকের হৃদয়ে জেরুসিলাম অধিকার করিবার প্রবৃত্তি উদ্দীপন করিবার জন্য সাধু বার্ণার্ড ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় ইউজিযসের আদেশক্রমে ফ্রান্স ও জর্ম্মনীর প্রধান প্রধান নগরে বহুসংখ্যক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সাধু বার্ণার্ড যদি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে তাহার জীবন সর্ব্বাংশে সর্ব্বসাধারণের প্রীতিপ্রদ হইত। ১১৫২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই সাধুর পুরাতন পীড়াসকল পুনরায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। তিনি ভয়ানক রোগে অভিভূত হইয়াও স্থিরমনে ঈশ্বর-চিন্তায় নিযুক্ত হইতেন; ক্ষীণ-দেহ লইয়া ধর্ম্মাশ্রমের কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেন। অবশেষে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে ২৩এ আগষ্ট প্রাতঃকালে তিনি এই মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলেন।

——oo——

সাধু আলয়সিয়স্।

ইটালীর উত্তরভাগে লম্বার্ডি প্রদেশে এক রাজ-অট্টালিকায় ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে ৯ই মার্চ্চ একটী শিশুর জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই শিশু যেরূপ নির্ম্মল পবিত্র স্বভাব লাভ করেন তাহা অদ্যাপি সমুদয় নর-নারীর আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার নাম,—সাধু আলয়সিয়স। আলয়সিয়সের পিতা মার্কুইস গঞ্জাগা স্পেনদেশীয় এক রাজপুত্র ছিলেন। তাঁহার জননীরও এক অতি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম হইয়াছিল। আলয়সিয়স-জননী বিলক্ষণ ধর্ম্ম-পরায়ণা ছিলেন। পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি ছিল। প্রায়ই তিনি এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন, "হে দয়াময় পরমেশ্বর! আমাকে এমন একটী সন্তান প্রদান কর, যে সন্তান তোমারই সাধনায় ও সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিবে।" সেই অকৃত্রিম সরল প্রার্থনার ফলস্বরূপই সাধু আলয়সিয়স্ তাঁহার অঙ্ক-শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

রাজকুলবধু গঞ্জাগা-পত্নী স্বীয় সন্তানবর্গের শিক্ষা বিষয়ে প্রথম হইতেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। আলয়সিয়সের শৈশবাবস্থাতেই যাহাতে তদীয় হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হয়, তদ্বিষয়ে গঞ্জাগা-পত্নীর অপরিসীম যত্ন ও চেষ্টা ছিল। তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইয়া যায় নাই; আলয়সিয়সের কোমল হৃদয়ে যে ধর্ম্মবীজ রোপিত হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। দীন দুঃখীর প্রতি বালক আলয়সিয়সের

অসাধারণ দয়া ও সহানুভূতি দেখা যাইত। তিনি যত অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, সমস্তই ভিক্ষুকদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন। তাঁহার আচার-ব্যবহারের মধ্যেও লোকে বিলক্ষণ মধুরতা অনুভব করিত। তদীয় শৈশবাবস্থায় এই সকল সুলক্ষণ প্রকাশিত হওয়ায়, সকলের স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল, উত্তরকালে তদীয় জীবন অসাধারণ সাধুতায় বিভূষিত হইবে।

আলয়সিয়সের জীবনে বিধাতার যে অভিপ্রায় প্রকাশিত হইতেছিল; মার্কুইস্ গঞ্জাগা তাহা বুঝিতে সমর্থ হন নাই। তিনি সৈনিক-ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায়ে পুত্রকে তদুপযোগী শিক্ষা প্রদানে অভিলাষী ছিলেন; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান, তরবারি প্রভৃতি সংগ্রামাস্ত্র তিনি ক্রীড়া দ্রব্য রূপে পুত্রহস্তে অর্পণ করিতেন। শৈশবাবস্থাতেই যাহাতে আলয়সিয়সের হৃদয়ে সংগ্রামপ্রিয়তা উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়েই তাঁহার যত্ন ছিল।

মার্কুইস্ একদা পুত্র-সমভিব্যাহারে কাস্কাল নগরে গমন করিয়াছিলেন; তৎকালে আলয়সিয়সের বয়ঃক্রম চারি বৎসর মাত্র। কাস্কাল নগরে একদল সৈন্য মার্কুইসের সঙ্গে অবস্থিতি করিতেছিল। তথায় অবস্থান-কালে আলয়সিয়স্ নীচ-প্রকৃতি-সৈনিক-সহবাসে কতকগুলি অভদ্র বাক্য প্রায়ই উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন; তৎকালে তিনি সেই সকল বাক্যের অর্থও জানিতেন না। তিনি একে শিশু, তাহাতে তাঁহার ঐ সকল অভদ্র বাক্যের অর্থবোধ হয় নাই, সুতরাং ঐ সকল বাক্যোচ্চারণ হেতু তাঁহাকে কোন ক্রমে দোষ দেওয়া

যায় না। আলয়সিয়স্ যখন জানিতে পারিলেন, তিনি অভদ্র বাক্যসকল উচ্চারণ করিতেছেন, তখন দুর্ব্বিষহ অন্তর্ব্বেদনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। জানিয়াই হউক, আর না জানিয়াই হউক, অন্যায় কর্ম্ম করিলেই বা অন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিলেই বিবেকী লোকদিগের এইরূপ অন্তর্ব্বেদনা হইয়া থাকে। বালক আলয়সিয়সের ধর্ম্মবুদ্ধি কিরূপ তীক্ষ্ণ ও নির্ম্মল ছিল, এই ঘটনা হইতেই তাহা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। জীবনের শেষ দশা পর্য্যন্ত সাধু আলয়সিয়স্ এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনা করিতেন। কেহ কখনও অশ্লীল বা অসাধু বাক্য উচ্চারণ করিলে, তিনি কোনক্রমেই তথায় অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইতেন না।

সাত আট বৎসর বয়ঃক্রম কাল হইতেই তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তি অসাধারণ বিকাশ পাইতে লাগিল। সেই শৈশবাবস্থায় তিনি ধর্ম্মবিষয়ক বহুসংখ্যক স্তোত্র ও গাথা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যে বয়সে সাধারণ বালকে ভাল মন্দ বিচার করিতে সমর্থ হয় না, সেই বয়সেই আলয়সিয়সের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইয়াছিল। আলয়সিয়স্ আট বৎসর বয়ঃক্রম-কালে লাটিন প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন; ক্রমে নানা বিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। বিদ্যা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় ও ধর্ম্মসাধনে তাঁহার শৈথিল্য জন্মে নাই। তদীয় জীবনে ধর্ম্মভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্য অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতেন; আত্মসংযমের জন্য নানাপ্রকার

ব্রত ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন। যে সকল আত্মীয় মহিলার সহিত তাঁহাকে সতত বাক্যালাপ করিতে হইত, তিনি প্রায়ই তাঁহাদিগের মুখ প্যানে তাকাইয়া কথা কহিতেন না। অনেকের মুখমণ্ডল তাঁহার নিকটে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তাঁহার স্বভাব যে কতদূর সুন্দর ছিল, তাহা প্রত্যেক বাক্যে ও প্রত্যেক কার্য্যেই প্রকাশ পাইত। তিনি আপনার ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিয়া কখনও কোন কার্য্য করিতে বলিতেন না। তাহাদিগের দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতে হইলে, তিনি তাহাদিগকে মিষ্টভাবে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, "এই কার্য্যটী করিলে বড় ভাল হয়"—"তোমরা এই কার্য্যটী করিতে পার"—"যদি তোমাদের কষ্ট না হয়, তাহা হইলে আমার এই কার্য্যটী করিতে পার"। এই রূপ মিষ্ট কথা ভিন্ন আর কেহ কখনও তাঁহার মুখে অন্যপ্রকার কথা শ্রবণ করে নাই। তিনি গুরুজনের নিকটে যেমন নম্র, অপর সাধারণের নিকটে তেমনই অমায়িক ছিলেন।

আলয়সিয়সের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন মার্কুইস্ গঞ্জাগা তাঁহাকে ফ্লোরেন্স্ হইতে মান্টুয়া নগরীতে পাঠাইয়া দেন। ঈশ্বর, প্রেমিকদিগের নিকটে কত সুখকর হইয়া আত্মরূপ প্রকাশ করেন, সাধু আলয়সিয়স্ এই স্থানে অবস্থিতি করিবার সময়েই তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্ম-চিন্তায় সাধকদিগের কি অপরিসীম বিমলানন্দের উৎপত্তি হয়, তাহার আস্বাদও তিনি এই স্থানে সর্ব্বপ্রথমে লাভ করেন। সময়ে সময়ে তিনি আপন গৃহ-মধ্যে আসীন হইয়া

ঈশ্বর-চিন্তায় এরূপ নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন যে, তদীয় অভি-ভাবক ও ভৃত্যগণ তথায় গমন পূর্ব্বক কোলাহল করিলেও তাঁহার চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটিত না। কোন বিখ্যাত ধার্ম্মিক তৎ-প্রদেশে গমন করিলে, যুবা আলয়সিয়স্‌ আগ্রহ সহকারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সাধন-বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করিতেন। এইরূপে যৌবনাবস্থাতেই তাঁহার জীবনে অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণতার লক্ষণ সকল সুপ্রকাশিত হইল। আহার-পরিচ্ছদ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র বিলাস ছিল না; তিনি মস্তকের কেশ প্রায়ই রাখিতেন না।

সাধু আলয়সিয়স্‌ ক্রমাগত কয়েক বৎসর কাল প্রভূত পরিশ্রম সহকারে বিদ্যা ও ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া অতিবাহিত করিলেন। তদনন্তর জেসুইট্‌ নামক ধর্ম্ম-মণ্ডলীতে প্রবেশ পূর্ব্বক ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্ম-সাধন করিবার অভিলাষ তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে সমুদিত হইল। তিনি আপনার জনক-জননী-সন্নিধানে হৃদয়ের বাসনা ব্যক্ত করিলেন। তদীয় জননী, পুত্রের এই সাধু-সংকল্প অবগত হইয়া আনন্দ-নীরে আপ্লুত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু মার্কুইস্‌ নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সাধু আলয়সিয়সের অভিষ্ট-সাধন-পথে চতুর্দ্দিক হইতে নানা-প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। এরূপ বিপৎকালে পরমেশ্বরের কৃপা ভিন্ন মনুষ্য আর কোন্‌ বস্তু অবলম্বন করিতে পারে? আলয়সিয়স্‌ একান্তচিত্তে পরমেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। বিশ্ববিধাতার মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ তদীয় মস্তকোপরি অবতীর্ণ হইল; তিনি জয়লাভ করিলেন।

অভিলষিত সংকল্প সাধনে তাঁহার নিষ্ঠা, অনুরাগ দর্শন করিয়া তাঁহার পিতার কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি পুত্রের ধর্ম্মভাব ও ধীর নম্র ব্যবহার প্রত্যক্ষ করতঃ বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে একদা মার্কুইস্ গঞ্জাগা পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন,'হে প্রিয় সন্তান! তুমি যে বিষয়ে জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছ, সে বিষয়ে জীবন উৎসর্গ করায় আমি হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমি আর তোমাকে বাধা প্রদান করিব না। তোমার চরিত্র গুণে তোমাকে সততই আমি ভালবাসি। আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি ধন-সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া পরিবারের সুখের হেতু হইবে; কিন্তু তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর তোমাকে অন্যদিকে আকর্ষণ করিতেছেন৷ তবে তাঁহার নাম করিয়া তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেই স্থলে গমন কর। তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ সর্ব্বত্রই তোমার উপর বর্ষিত হউক''।

সাধু আলয়সিয়স্ এইরূপে সংকল্পিত ব্রত পরিপালনে পিতার সম্মতি লাভ করিয়া স্বকীয় সহোদর রাল্‌ফ্‌কে বিষয়-সম্পত্তি ও সম্ভ্রমসূচক উপাধির অধিকার অর্পণ পূর্ব্বক রোম নগরে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তাঁহার বিদায়-গ্রহণ-কালে অধীন কর্ম্মচারী ও প্রজাপুঞ্জ সকলেই উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। প্রতি জনের মুখমণ্ডলে গভীর দুঃখের নিদর্শন প্রকাশমান হইতে লাগিল। তিনি নম্রভাবে সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি কেবল আমার আত্মার মুক্তি অন্বেষণে চলিতেছি,

আব কোন বস্তু আকাঙ্খা কবি না ; তোমবাও কেবল মুক্তি আকাঙ্খা কব।”

এইরূপে বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া, সাধু আলযসিয়স্ বোম নগবে যাত্রা করিলেন। তখন তাঁহাব বয়ঃক্রম অষ্টা দশ বর্ষ মাত্র। বোমে উপস্থিত হইয়া তিনি মহামান্য পোপের সকাশে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, “আমি ব্রহ্মলাভ-লালসায আত্মসমর্পণ কবিতে আসিযাছি”। সাধু পোপ তাঁহাকে সাধনক্ষেত্র দেখাইয়া দিলেন ; তিনি তথায় গমন কবতঃ বলিয়া উঠিলেন, “এই আমাব বিশ্রাম স্থান ; এই স্থানই মনোনীত ; এই স্থানেই আমি বাস কবিব”। সাধু আলয়-সিয়স সেই স্থলে প্রবিষ্ট হইয়া মনে কবিতে লাগিলেন, যেন তিনি স্বর্গধামে প্রবেশ কবিযাছেন।

সেই নির্জ্জন নিভৃত নিবাসে অবস্থান পূর্ব্বক সাধু আলযসিযস্ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ও তপস্যাচরণে নিযুক্ত হইলেন। দিন দিন তিনি ব্রহ্ম সাধনে অধিকতর পুলকিত হইতে লাগিলেন। অতুল স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তাঁহাব জীবনে দীপ্যমান হইয়াছিল। একদা প্রাতঃকালে উপাসনান্তে তিনি দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে বুঝিতে পাবিলেন, আর এক বৎসর মধ্যেই পরমেশ্বব তাঁহাকে অমর লোকে লইয়া যাইবেন। প্রতি দিনই তিনি অমরধামে প্রস্থানোপযোগী আয়োজন সংগ্রহ কবিতে লাগিলেন।

এই ঘটনাব অল্পকাল পবেই বোম নগবে ভয়ানক মহা-মারী উপস্থিত হয়। অসংখ্য লোক অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতে থাকে। সাধু আলয়সিযস্ সেই সকল রোগী

ও মুমূর্ষুদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিলেন। নানাস্থানে রোগী-নিবাস সকল প্রতিষ্ঠিত হইল। সাধু আলয়সিয়স্ দেবদূতের ন্যায় এক রোগী-নিবাস হইতে অপর রোগী-নিবাসে গমন পূর্ব্বক নিরন্তর সেই সকল রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি রোগীদিগের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি বিধানের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেন। তিনি তাহাদিগের সেবা-শুশ্রূষার জন্য কোন কার্য্য করিতেই পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাহাদিগের চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিতেন; শয্যা প্রস্তুত করিতেন; তাহাদিগকে মলিন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার বস্ত্র পরাইয়া দিতেন; এবং অতুল-স্নেহপূর্ণ-হৃদয়ে নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া তাহাদিগের সেবা করিতেন। এইরূপে কঠোর পরিশ্রম সহকারে কিছুকাল রোগীদিগের সেবা করিবার পর সাধু আলয়সিয়স্ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তদীয় বদনমণ্ডলে আহ্লাদের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতে লাগিল; তিনি বুঝিতে পারিলেন, বিধাতা এইবার তাঁহাকে অমরলোকে লইয়া যাইবেন। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে, ২১এ জুন বিধাতা তাঁহাকে আহ্বান করিলেন; তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মধামে উপনীত হইলেন। যৌবনকালেই তাহার জীবন যেরূপ স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছিল, ধরণীতলে সেরূপ সচরাচর দৃষ্টি-পথারূঢ় হয় না।

——oo——

সাধু ভিন্সেণ্ট্।

ফ্রান্সদেশের দক্ষিণভাগে গ্যাস্কনি প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী এক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে সাধু ভিন্সেণ্ট্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম উইলিয়ম; ভিন্সেটের পিতা-মাতার প্রকৃতি অতি সরল ছিল। উইলিয়ম সামান্যরূপ কৃষি কার্য্য করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন। উইলিয়মের চারিটী পুত্র ও দুইটি কন্যা সন্তান জন্মে। ভিন্সেণ্ট্ তাঁহার তৃতীয় সন্তান। যাহাতে পুত্র কন্যারা সাধু ও পরিশ্রম-কুশল হয়, তদ্বিষয়ে উইলিয়মের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ভিন্সেণ্টের আকৃতি ও প্রকৃতিতে শৈশবকালেই মহত্ত্বের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইত; তাঁহার শৈশব-চরিত্রের মধ্যে মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। বালক ভিন্সেণ্টের প্রতিভার পরিচয় পাইয়াই উইলিয়ম বহু আয়াসে তাঁহাকে উচ্চ-শিক্ষা প্রদানে অভিলাষী হন। বাল্য-কালেই ভিন্সেণ্ট্ বিলক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠেন। অল্প বয়সে যখন তিনি পিতার পশুপাল চারণায় নিযুক্ত থাকিতেন, তখনও প্রান্তর-মধ্যে একাকী নির্জ্জনে অধিকাংশ সময় ঈশ্বরের স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা করিয়া অতিবাহিত করিতেন। দরিদ্রের দুঃখ-মোচনের স্পৃহা শৈশবাবস্থাতেই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। তিনি মনে করিতেন, দরিদ্রদিগকে সেবা করিলে পরমেশ্বরেরই সেবা করা হইবে। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় অনেক বস্তু দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন; তাহাতে তাঁহার

অণুমাত্র ক্লেশবোধ হওয়া দূরে থাকুক, হৃদয়ে বিপুল আনন্দের উপলব্ধি হইত।

ভিন্সেণ্টের বাল্যজীবন বিবিধ সদ্গুণের আধার দেখিয়াই উইলিয়ম তাঁহাকে এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। চারি বৎসর কাল উইলিয়মকে সন্তানের বিদ্যা শিক্ষার সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতে হইয়াছিল। দরিদ্র পিতামাতা কত ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত হইয়াছেন, ভিন্সেণ্ট্ সততই তাহা অনুভব করিতেন। অবশেষে বিধাতার কৃপায় তিনি আপনার ভার আপনি বহন করিতে সমর্থ হইলেন। কমেট্ নামক তৎপ্রদেশীয় এক ভদ্র ব্যক্তি তদীয় গুণগ্রাম দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া স্বকীয় সন্তানবর্গের শিক্ষকরূপে ভিন্সেণ্ট্‌কে নিযুক্ত করিলেন। ভিন্সেণ্ট্ এই কর্ম্ম লাভ করিবার পর আহ্লাদিত হৃদয়ে অধ্যবসায় সহকারে দিন দিন নানা বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিংশতি বৎসর বয়সে টুলো নগরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইল; ১৬০০ খৃষ্টাব্দে কৃতবিদ্য সাধু ভিন্সেণ্ট্ ধর্ম্মাচার্য্যপদে বৃত হইলেন।

ধর্ম্ম-প্রচারকের জীবনে যেরূপ বিবিধ সদ্গুণ ও নিষ্ঠা-উৎসাহ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, সাধু ভিন্সেণ্টের জীবনে তৎসমুদয় প্রচুর পরিমাণেই ছিল। একদিকে তাঁহার যেমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অন্য দিকে তেমনই তাঁহার সচ্চরিত্র; কিন্তু সে অবস্থা হইতে আরও যে উচ্চতর অবস্থা আছে, পর-

মেশ্বর • তদনন্তর সাধু ভিন্সেণ্টকে ঘটনাচক্রে তাহাই • প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইলেন। পবিত্রাত্মার পরিচালনায় সাধকের কিরূপ নির্ভর ও বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়, সাধু তাহা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিলেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মার্সেলিস নগরে তাঁহার এক বন্ধুর মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে সেই বন্ধু সহস্রাধিক মুদ্রা সাধু ভিন্সেণ্টের জন্য রাখিয়া যান। সাধু ভিন্সেণ্ট ঐ অর্থ গ্রহণার্থ মার্সেলিস্ নগরে গমন করেন, তথা হইতে জলপথে টুলো প্রত্যাগমন কালে আফ্রিকাবাসী জলদস্যুগণ তদীয় পোত আক্রমণ করে। সেই পোতারোহী বহুসংখ্যক ব্যক্তি বিস্তর আয়াসেও আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া দস্যু হস্তে নিপতিত হইলেন। পোত-পরিচালক দস্যুদিগের নিকটে সহজে বশ্যতা স্বীকার করে নাই বলিয়া, দস্যুগণ সর্ব্বপ্রথমেই তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। ক্রমে সেই নর-রাক্ষসদিগের হস্তে আরও চারি পাঁচ জনের প্রাণবিনাশ সংঘটিত হইল। পোত-মধ্যে সকলেই আহত হইয়াছিলেন; একটী তীর আসিয়া সাধু ভিন্সেণ্টের শরীরে বিদ্ধ হইয়াছিল। দস্যুগণ পোতস্থ সকলকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করতঃ ক্রমাগত সাত আট দিবস সমুদ্রতীর ধরিয়া গমন করিতে লাগিল। সেই সাত আট দিবসের মধ্যেও তাহাদিগের দুষ্ক্রিয়ার নিবৃত্তি ছিল না। অবশেষে তাহারা বন্দীদিগকে দাসরূপে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিল। সাধু ভিন্সেণ্ট ও তাঁহার কতিপয় সঙ্গী বিক্রীত

হইবার জন্য টিউনিস্ নগরে নীত হইলেন। তৎকালে উক্ত প্রদেশে দাস-ব্যবসায় বিলক্ষণ প্রবল ছিল।

অশ্ব প্রভৃতি পশু ক্রয় কালে লোকে যেরূপ নানা উপায়ে সেই সকল জন্তুর শক্তি-সামর্থ্য পরীক্ষা করিয়া লয়; দাস-ব্যবসায়িগণ দাস-ক্রয়-কালেও সেই প্রকার তাহাদিগের বল-শক্তির পরীক্ষা করিত। দাসগণের মধ্যে কে কত আহার করিতে পারে, কে কত ভার বহন করিতে পারে, কে কত দৌড়িতে পারে, ব্যবসায়ীরা তাহার পরীক্ষা গ্রহণে নিরস্ত হইত না। কাহার দন্ত-পংক্তি কিরূপ, কাহারও শরীরে ক্ষত আছে কি না, ব্যবসায়িবর্গ এসকলও তন্ন তন্ন করিয়া দেখিত। যাহা হউক, সাধু ভিন্সেণ্ট এই নর-পিশাচ ব্যবসায়ীদিগের হস্তে পতিত হইয়া সকল প্রকার ক্লেশই উপভোগ করিলেন। অবশেষে একজন ধীবর তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লইল। সেই ধীবর অল্পকাল সাধু ভিন্সেণ্টকে দাসরূপে রাখিয়া দেখিতে পাইল, প্রতিনিয়ত সমুদ্রোপরি অবস্থান পূর্ব্বক কার্য্য করা তাঁহার সহ্য হইতেছে না, তখন অগত্যা তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইল। এবার এক বৃদ্ধ চিকিৎসক, সাধুকে ক্রয় করিয়া লইলেন। সেই চিকিৎসক বিলক্ষণ দয়ালু ছিলেন; সাধুর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছিল। চিকিৎসক নিজে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতেন, সাধু ভিন্সেণ্টের নিকটে সেই সকল ঔষধ সম্বন্ধে অনেক বিষয় বলিতেন। তিনি স্বয়ং মুসলমান ছিলেন বলিয়া, ভিন্সেণ্টকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য সততই তাঁহার চেষ্টা ছিল।

তিনি ভিন্সেণ্টকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "যদি তুমি মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ কর, আমি মৃত্যুকালে তোমাকেই আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যাইব; আর আমার অতি গুহ্য এই সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালীও তোমাকে শিখাইয়া দিব"। সাধু ভিন্সেণ্ট, মহর্ষি-ঈশা প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি বৃদ্ধ চিকিৎসকের প্রলোভন-বাক্যে অণুমাত্র বিচলিত হন নাই। অর্থলোভ বা সুখস্পৃহা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দাসত্ব-ক্লেশ অপেক্ষা আত্মার দুর্গতি তাঁহার নিকটে ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইত। তিনি যাহাতে কোন প্রকার প্রলোভনে বিচলিত না হন, তজ্জন্য পরমেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করিতেন। প্রলোভন সামান্যই হউক, আর গুরুতরই হউক, পরমেশ্বরের কৃপা ভিন্ন যে মানুষ তাহা জয় করিতে সমর্থ হয় না, সাধু ভিন্সেণ্ট তাহা অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন।

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে উল্লিখিত চিকিৎসকের মৃত্যু হয়। সাধু ভিন্সেণ্ট এক বৎসর কাল তাঁহার নিকটে দাসরূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তদনন্তর চিকিৎসকের সমস্ত সম্পত্তি তদীয় আত্মীয়গণ বিভক্ত করিয়া লইল; সাধু ভিন্সেণ্ট যে ব্যক্তির অধীন হইলেন, তাহার ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ-প্রকৃতি, নর-লোকে অল্পই দৃষ্টিগোচর হইত। সাধু ভিন্সেণ্ট বিধাতার ইচ্ছার উপরে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন; সুখই হউক, দুঃখই হউক, অপরাজিত চিত্তে তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন; মহর্ষি ঈশা যে অপরিসীম যন্ত্রণা উপভোগ

'করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিযাছিলেন, নিরন্তব তাহা অনুধ্যান পূর্ব্বক সকলপ্রকার ক্লেশ-বিপত্তিব মধ্যে সানন্দ চিত্তে সময়াতিপাত কবিতেন। কিছুকাল পবে সেই নূতন প্রভু সাধু ভিন্সেণ্টকে বিক্রয় কবিয়া ফেলিলেন; যে ব্যক্তি তাঁহাকে ক্রয় কবিল, সে পূর্ব্বে ঈশা-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, পরে সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করিতে থাকে। এই প্রভু সাধু ভিন্সেণ্টকে মরুময় পার্ব্বত্য-প্রদেশস্থিত আপনাব এক ক্ষেত্রে কৃষি কর্ম্ম করিবাব জন্য নিযুক্ত কবিল। ঐ ব্যক্তিব তিন স্ত্রী ছিল, তাহাদিগেব মধ্যে এক তুবষ্কদেশীয়া মহিলা প্রায়ই সাধু ভিন্সেণ্টেব কর্ম্মস্থলে গমন পূর্ব্বক কৌতুহল চবিতার্থ কবিবাব জন্য সাধুকে ধর্ম্ম-সংগীত গান কবিতে অনুবোধ কবিত। সাধু ভাবে বিহ্বল হইয়া ভক্তিব সহিত ভগবদ্বিষযক সঙ্গীতসমূহ গান করিতেন, তৎকালে তাঁহাব নয়ন-যুগল হইতে অবিবল প্রেমাশ্রুধাবা বিনির্গত হইত। সাধুব ভাব-ভক্তি যথার্থই বমণীব চিত্তকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। প্রভু পত্নী প্রায়ই স্বামীকে সম্বোধন কবিয়া কহিত, "দেখ, ধর্ম্ম এই সাধু দাসেব হৃদয়কে কি সুন্দব করিয়াছে, তুমি কেন ধর্ম্ম পবিত্যাগ কবিলে"? অবশেষে সেই প্রভুব দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল। সে অনুতপ্ত হইয়া সাধু-দাস-সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিল, "চল আমবা এস্থান হইতে পলায়ন করি"। তদনন্তব সাধু ভিন্সেণ্ট স্বীয় প্রভুব সমভিব্যাহারে সামান্য তরণী আবোহণ পূর্ব্বক ভূমধ্যস্থ সাগব অতিক্রম করতঃ নিবাপদে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ২৮এ জুন মার্সেলিস

নগরের নিকটবর্ত্তী একস্থানে উপনীত হইলেন। তথা হইতে নানা স্থান পর্য্যটনান্তে তাঁহারা রোম যাত্রা করিলেন; রোমে উপস্থিত হইয়া সেই নব-জীবন-প্রাপ্ত ব্যক্তি পরসেবায় আত্মোৎসর্গ করিল। সাধু-সহবাসের কি চমৎকার ফল উৎপন্ন হইল! সাধু ভিন্সেণ্ট রোম নগরে উপস্থিত হইয়া যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন,—সেই স্থানে কত সাধু অসাধারণ উদ্যম সহকারে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, কত সাধু-রক্তে সেই স্থানের ভূমি ধৌত হইয়া গিয়াছে, ততই তাঁহার হৃদয় অপূর্ব্ব ধর্ম্ম ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার নয়ন হইতে ভক্তির অশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল,—ততই গভীর-উচ্চভাব পূর্ণ প্রার্থনা সকল তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইল।

কিছুকাল রোমে অবস্থান করিয়া সাধু ভিন্সেণ্ট পারিস নগরে গমন করিলেন। তথায় যে বাটীতে তিনি বাস গ্রহণ করেন, সেই বাটীতে আরও এক ধনী ভদ্র লোক বাস করিতেছিলেন। এক দিন সেই ধনী ব্যক্তির প্রভূত অর্থ অপহৃত হয়। তিনি ভ্রমবশতঃ সাধু ভিন্সেণ্টকেই চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী করেন। সাধু সেই গ্লানি শ্রবণ করিয়া স্থিরভাবে কহিলেন, "পরমেশ্বরই সত্য ঘটনা অবগত আছেন"। তাহার মুখ হইতে আর কোন কথাই নির্গত হইল না; তিনি আপনার নির্দ্দোষীতা প্রতিপাদন করিবার জন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করিলেন না। ছয় বৎসর পরে যথার্থ চোর সেই ধনী ব্যক্তির নিকটে আত্মমুখে চৌর্য্যাপরাধ স্বীকার করে। তখন সেই ধনী ব্যক্তির ভ্রম অপনীত হইয়া যায়। নির্দ্দোষীকে কেহ

দোষী মনে করিলে, আত্ম-পক্ষ-সমর্থনে ব্যস্ত না হইয়া যদি নির্দ্দোষী ব্যক্তি নীরবে ব্রহ্মের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম স্বয়ং যে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহা সাধু ভিন্সেণ্ট অত্যন্ত বিশ্বাসের সহিত সকলের নিকটে বলিতেন।

পারিস নগরে অবস্থিতিকালে তত্রত্য এক প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত সাধু ভিন্সেণ্টের পরিচয় হয়। সেই ধর্ম্মাচার্য্য প্রথমদিন তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, ভিন্সেণ্ট যথার্থই এক সাধু ব্যক্তি। মহাত্মা ভিন্সেণ্ট সেই আচার্য্যের অধীন হইয়া, পারিস নগরের সন্নিহিত এক ক্ষুদ্র পল্লার ধর্ম্মযাজকের কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সেই পল্লীর অবস্থা পূর্ব্বে নিতান্ত মন্দ ছিল; অচিরকাল মধ্যে ভিন্সেণ্টের যত্নে ও পরিশ্রমে তত্রত্য অধিবাসিবর্গের প্রভূত ধর্ম্মোন্নতি হইল। অসংখ্য লোকে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া বিমুগ্ধ হইতে লাগিল। কত লোকের জীবন তাঁহার যত্নে নির্ম্মল পবিত্র হইয়া উঠিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অবশেষে তথায় এত অধিক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল, যে সাধু ভিন্সেণ্ট একাকী সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া অন্যান্য ধর্ম্মযাজকদিগকে তথায় আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তদনন্তর সাধু ভিন্সেণ্ট পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্মাচার্য্যের পরামর্শ অনুসারে এক মহাসম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরোহিত-পদে-নিযুক্ত হন। একদা সেই পরিবারের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির সহিত

অপর একজনের ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হয়; অবশেষে শোনা গেল, তাঁহারা পরস্পরের বধ-সাধনার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। যে দিন এই সংগ্রাম সংঘটিত হইবে, সেই দিবস গৃহস্বামীর প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপ্ত হইলে, সাধু ভিন্সেণ্ট তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, "আমি জানি, আপনি আজ এক ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে চলিয়াছেন; আপনি এই মাত্র যে দেবতার পূজা করিলেন, আমি তাঁহার নাম করিয়া এই পাপে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিতেছি। আপনি এই পাপ-সংকল্প পরিত্যাগ করুন, নতুবা আপনি ও আপনার সন্তানগণ নিশ্চয়ই বিধাতার হস্তে দণ্ডিত হইবেন"। সাধু ভিন্সেণ্ট যেরূপ দৃঢ়ভাবে ও ব্যগ্রতা-সহকারে এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিলেন, যে তাহাতেই গৃহস্বামীর মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সেই পাপ-যুদ্ধ আর সংঘটিত হইল না।

সাধু ভিন্সেণ্ট কিছুকাল অপর কতকগুলি গ্রামের সামান্য লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা-দানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই গ্রামসমূহে ধর্ম্ম-প্রচার-কালে তিনি অনেক লোকের প্রাণে প্রবল ধর্ম্ম তৃষ্ণা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন। যে সকল লোকে ধর্ম্ম-সাধনে পরাঙ্মুখ ছিল, তাহারা তাঁহার সহবাসের ও উপদেশের গুণে ধর্ম্ম-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিল। অনেক প্রধান সম্ভ্রান্ত লোকেও তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সাধু-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। এক উচ্চবংশীয়া ঐশ্বর্য্যশালিনী মহিলা তাঁহার উপদেশ না লইয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহারই সহায়তায় সাধু ভিন্সেণ্ট তৎপ্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারের ও ধর্ম্মানু-

ষ্ঠানের নানাপ্রকার উপায় বিধান করেন। ধর্ম্মপ্রচারকেরা যাহাতে উচ্চ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি নানা বিধি ও নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সাধু ভিন্সেণ্ট এক দিকে যেমন এই সকল সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই তাঁহার আত্মা ব্রহ্মের দিকে অধিকতর অগ্রসর হইতেছিল।

শৈশবে দরিদ্রের প্রতি তাঁহার যে স্বাভাবিক দয়া ছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নিরাশ্রয় শিশু ও দরিদ্র অকর্ম্মণ্য স্থবিরগণের আশ্রয় নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষাকারিণী নারীদল সংগঠন করেন। যে সকল রমণী রোগী, দুঃখী, শিশু ও স্থবিরগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন, তাঁহারা "পরোপকার ব্রত ধারিণী ভগিনীদল" (Sisters of Charity) নামে অভিহিত হইলেন। সাধু ভিন্সেণ্ট যে সকল অনাথনিবাস স্থাপন করেন, তৎসমুদয়ের কার্য্যসমূহ যাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তাহার অতি সুন্দর উপায় বিধান করিয়াছিলেন। একদা পারিস নগরের একটী অনাথ নিবাস অর্থাভাবে উঠিয়া যাইতেছিল, সাধু ভিন্সেণ্ট তাহা জানিতে পারিয়া, যে সকল দয়াবতী রমণী সেই অনাথনিবাসের শিশু সন্তান সকলের প্রতিপালনের জন্য অর্থ সাহায্য করিতেন, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন, নিকটে সেবা-ব্রত-ধারিণী "ভগিনী" গণ সেই অনাথ নিবাসের পাঁচশত ক্ষুদ্র অনাথশিশু ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, সাধু ভিন্সেণ্ট আহূত রমণীদিগকে

সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "এই ক্ষুদ্র অনাথ শিশু গুলি অনেক দিন হইতে আপনাদিগের সন্তান-স্থানীয় হইয়াছে; ইহাদের জননী নাই; আপনারাই ইহাদেব জননী হইযাছেন; আপনাদের হস্তেই ইহাদের জীবন ও মৃত্যু নির্ভব কবিতেছে; আপনারা কি ইহাদের জননী-স্থানীয হইবেন না? যদি আপনাবা ইহাদিগকে রক্ষা কবেন, তবে ইহারা রক্ষা পাইবে, নতুবা এই পাঁচ শত শিশু নিশ্চয়ই কালের করাল কবলে নিপতিত হইবে। আমি জিজ্ঞাসা কবিতেছি, আপনারা কি ইহাদেব জননী-স্থানীয় হইবেন না?" সাধু ভিন্সেণ্টের এই প্রাণস্পর্শী বাক্যসমূহ শ্রবণ কবিয়া সমবেত রমণীকুল গভীর দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহাদেব কপোল-প্রদেশ অশ্রু-ধারায় পরিপ্লাবিত হইল। সেই অনাথ-নিবাস উঠিয়া গেল না; দয়াবতী রমণীগণ মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করিয়া অনাথ সন্তান-দিগকে প্রতিপালন কবিতে লাগিলেন।

সাধু ভিন্সেণ্টের প্রতি ফ্রান্সের নৃপতি ত্রয়োদশ লুইএব অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। নৃপতিব মৃত্যুর পব তদীয় মহিষী তাঁহাকে বাজসভার সভ্য হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নবীন রাজাও তাঁহার সৎপরামর্শ গ্রহণ কবিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। সাধু ভিন্সেণ্ট যদিও এইরূপে রাজসভায সম্মান লাভ কবিযাছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণ সততই দীনভাবাপন্ন ছিল। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় নম্র ছিল। তিনি বলিতেন, "কেহ আপনার বিষয়ে যেন কোন কথা উচ্চারণ না করে, যেহেতু কেবল অহঙ্কার ও

আত্ম-প্রেম হইতেই লোকে আপনার বিষয়ে কথা কহিয়া থাকে”। সাধু ভিন্সেণ্ট নিজে সতত এই নীতির অনুসরণ করিতেন। মহাত্মা কনফিউসিয়স্, আরিষ্টটল্, কেটো ও প্লিনি প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা পণ্ডিতগণ একবাক্যে এই মহানীতির গৌরব কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সাধু ভিন্সেণ্ট দয়া, দীনতা ও সরলতায় যথেষ্ট আদর করিতেন।

অশীতি বৎসর বয়সে সাধু ভিন্সেণ্ট ভয়ানক জ্বররোগে আক্রান্ত হন। সময়ে সময়ে তিনি এই জ্বরে অভিভূত হইয়া পড়িতেন; সেই রোগাবস্থায় রজনীতে তাঁহার নিদ্রা হইত না, যাতনায় তাঁহাকে ছট্‌ফট্ করিতে হইত; অথচ প্রতিদিন শেষ রাত্রিতে উঠিয়া ব্রহ্মপূজায় অতিবাহিত করিতেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মসাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া ও ধর্ম্মার্থিগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া, সাধু ভিন্সেণ্ট ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ২৭এ সেপ্টেম্বর পঁচাশি বৎসর বয়সে এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

——00——

সমাপ্ত।